তুমিও পারবে

you can win

ড. আয়েয আল করনী

Contents

মূল

ড. আয়েয আল করনী

সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

শিক্ষক, মাহাদুর রাবেয়া দারুল উলুম গোয়ালদী
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

Contents

তুমিও পারবে

মূল
ড. আয়েয আল করনী
সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মাওলানা মাহমুদুল হাসান

প্রকাশনা
৫৯ [উনষাইট]

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৩৫০ টাকা মাত্র

সূচি

তুমিও পারবে

তুমিও পারবে

আমাদের গুযারিশ

একটু সাহস দিলে অনেকেই তেজদীপ্ত হয়ে ওঠে। অতিদুর্বলকে দিয়েও নেওয়া যায় তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই একটু সাহস দেওয়ার লোক সমাজে খুব বেশি পাওয়া যায় না। ফলে আমাদের অনেক ফুলই প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ঝড়ে যায়।

বর্তমানে একটি সুবিধা হয়েছে। অনেক প্রয়োজন এখন দূরের মানুষের কাছ থেকে সম্পন্ন করা যায়। এজন্য মুসলিম বিশ্বের যেসব মহামনীষী নতুন প্রজন্মের মুসলমানদেরকে তেজদীপ্ত হয়ে ওঠার জন্য সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন, আমরা তাঁদেরকে অধিক আপন করে তুলতে চেষ্টা করছি। এদের কালজয়ী গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করে বাঙালী মুসলমান সমাজে পরিবেশন করে যাচ্ছি।

যেসব মনীষীর গ্রন্থ আমরা এ পর্যন্ত অনুবাদ করেছি, তাদের মধ্যে ড. আয়েয আল করনী অন্যতম। আমরা এ পর্যন্ত তাঁর ৫টি বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি। প্রায় সবগুলো অনুবাদই আমাদের ধারণার অধিক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এবার আমরা উপস্থাপন করছি লেখকের আরেকটি নতুন বই। বাংলায় নাম দেওয়া হচ্ছে তুমিও পারবে। হীনমন্যতায় নুব্জ যুবসমাজের মনোবল চাঙা করতে বইটি অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ইসলামী সাহিত্যের মূল উৎস হচ্ছে আরব সাহিত্য। কিন্তু বাংলা ভাষার সাহিত্যপ্রেমীরা এই মূল উৎসের রস থেকে প্রায় বঞ্চিতই ছিল বলা চলে। এদেশের কলমসঞ্চালকরা সাধারণত উর্দু থেকে অনুবাদ করে আসছিলেন। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের সাহিত্যপিপাসা নিবারণে উর্দু যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বিস্মৃত

হতে চাই না; তবে মূল ভাণ্ডারের আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া যে পীড়াদায়ক, সেকথাও অকপটে স্বীকার করতে চাই।
আলহামদু লিল্লাহ, হুদহুদ প্রকাশন আরবী থেকে অনুবাদের কর্মসূচি হাতে নিয়ে ইসলামী সাহিত্যের নাড়ীর সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপন করছে। এ পর্যন্ত যেসব বই এই প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে, সেগুলোর বেশিরভাগই আরব লেখকদের রচনা। আগামীতে এই কর্মসূচি আরও জোরদার করার ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফীক দান করুন।
এই বইটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আমাদের সাথে শরীক হয়েছেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।
আল্লাহ তাআলা এই বইকে আমার, আপনার ও সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিন। আমীন।
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৩ যিলহজ, ১৪৩৯ হি, (০৪/০৯/১৮ইং)

একটু ভাবো ও কৃতজ্ঞ হও

মাঝে মাঝে তোমার প্রতি আল্লাহ ﷻ-র দেওয়া অপার নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, দেখবে তাঁর অসংখ্য নেয়ামতরাজি কিভাবে বেষ্টন করে রেখেছে তোমার আপাদমস্তক।

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে গণনা করতে শুরু করো, তা হলে তা কখনোই গুণে শেষ করতে পারবে না। [সূরা ইবরাহীম : ৩৪]

তিনি তোমাকে দৈহিক সুস্থতা দিয়েছেন। দিয়েছেন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা। গোটা দুনিয়াটাকেই তিনি নিয়োজিত রেখেছেন তোমার খেদমতে। অথচ তুমি তা পারছো না বুঝতে। পূর্ণ একটা জীবনের মালিকানা দিয়েছেন তিনি তোমায়, কিন্তু তুমি পারছো না তা অনুভব করতে।

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

তিনি তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন। [সূরা লোকমান : ২০]

তোমার আছে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা, দুটি ঠোঁট, দুটি হাত এবং দুটি পা।

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

> অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? [সূরা আর রহমান : ১৩]

হতে পারে এটি তোমার কাছে খুবই সাধারণ বিষয় যে, আল্লাহ ﷻ তোমাকে দু'টো পা দিয়েছেন। তুমি তাতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারো অনায়াসে। অথচ এমন বহু মানুষ রয়েছে যাদের একটি পাও নেই। কিংবা একদা ছিল। কিন্তু কোনো কারণে তা কেটে ফেলা হয়েছে।

তোমার কি মনে হয় তুমি এর উপযুক্ত যে, রাতের বেলা গভীর ঘুমে তুমি অচেতন থাকবে, অথচ এমন বহু মানুষ রয়েছে দু:খ-যাতনা কেড়ে নিয়েছে যাদের নিদ্রাসুখ।

এই যে তুমি কতো সুস্বাদু খাবার পেট পুরে খাচ্ছো, শীতল পানি পান করে তৃষ্ণা জুড়াচ্ছো। কখনও কী ভেবে দেখেছো, কতো মানুষ রয়েছে যাদের দিনরাত কেটে যায় না খেয়ে; কতজনার সামনে নানারকম মজাদার খাবার ও সুপেয় পানীয় থাকা সত্ত্বেও রোগ-বালাইয়ের আতিশয্য তাকে তা খেতে দিচ্ছে না।

তুমি তোমার চোখ-কান নিয়ে ভাবো, তুমি অন্ধ নও, সবকিছু দেখতে পাও। তুমি বধির নও, সবকিছু শুনতে পাও।

তুমি একবার তোমার ত্বকের দিকে তাকাও, দেখো তা কুষ্ঠ, শ্বেত ও নানাবিধ চর্মরোগ থেকে মুক্ত। তুমি তোমার বিবেক নিয়ে একটু ভাবো, তুমি পাগল নও। পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ। মানসিক কোনো ব্যাধি তোমার নেই।

তুমি কি রাজি আছো উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে তোমার চোখ দুটো বিক্রি করতে?

তুমি কি রাজি আছো, পাহাড়সম রূপার বিনিময়ে তোমার শ্রবণশক্তি বিক্রি করতে?

তুমি কি মেনে নেবে, তোমার জিহ্বার বিনিময়ে বিশাল অট্টালিকা গ্রহণ করে বোবা হয়ে যেতে?

তুমি কি রাজি আছো মুল্যবান মণি-মুক্তার বিনিময়ে তোমার হাত দু'টো বিক্রি করে দিতে?

একটুখানি ভাবো, কি বিপুল নেয়ামতের মাঝে ডুবে আছো তুমি! কত অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছো তুমি। এতদসত্ত্বেও হতাশা ও বিষণ্ণতার কারাগারে বন্দি থাকছো তুমি।

তুমি যথাসময়ে টাটকা খাবার খাচ্ছো। শীতল পানি পান করছো। দৈহিক সুস্থতা অনুভব করছো। শান্তিতে ঘুমাতে পারছো। তথাপি তুমি হচ্ছো পেরেশান। দুশ্চিন্তাকে দিচ্ছো অন্তরে স্থান। তোমার যা নেই কিংবা যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবছো। যা আছে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করছো না। সামান্য আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েই বিব্রত হচ্ছো। অথচ বহু কল্যাণের চাবিকাঠিই রয়েছে তোমার হাতে ন্যস্ত। সেগুলোর কথা একটু ভাবো। হও আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কৃতজ্ঞ।

﴿ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴾

> আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (আমার নিদর্শন) রয়েছে, তোমরা কি তা অনুধাবন করো না? [সূরা যারিয়াত: ২১]

তুমি তোমার নিজের কথা, পরিবার-পরিজনের কথা ভাবো। চিন্তা করো তোমার কাজকর্ম, বন্ধু-বান্ধব ও চারপাশের পৃথিবীর নিয়ে।

﴿ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا ﴾

> তারা আল্লাহর নেয়ামত অনুধাবন করতে পারে, তারপরও তারা তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই কাফের। [সূরা নাহল : ৮৩]

সফলতার মন্ত্র-২

অতীত নিয়ে ভেবো না সে আর আসবে না

অতীত নিয়ে পড়ে থাকা বোকামী। বিগত দিনের দু:খ,কষ্ট, যাতনা ও দূর্ঘটনাকে মনে করে করে অনুশোচনার আগুনে পোড়া পাগলামি। এগুলো তোমার সংকল্পকে করবে দুর্বল। বর্তমানকে করবে হতাশাপূর্ণ। জীবনকে করবে সংকীর্ণ। এক্ষেত্রে জ্ঞানীদের বাণী হলো– ভুলে যাও অতীতকে। গুটিয়ে রাখো অতীতের ডায়রী। ভুলেও যেন খুলে দেখো না তাকে। কেননা, সেগুলো তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। তোমার কাছে তা আর আসবে না ফিরে। তোমার দুঃখ পারবে না সেগুলোর ক্ষতি পোষাতে। তোমার বিষণ্নতা পারবে না সেগুলোকে শোধরাতে। কারণ, অতীত মানে বিলীন; অতীত মানেই অস্তিত্বহীন।

অতীত নিয়ে বিভোর থাকা একটি রোগ। এ রোগ যেন কখনও তোমায় পেয়ে না বসে। যা হারিয়েছো তার জন্য মিছে আশা করো না। কারণ, তুমি কী পারবে সমুদ্রকে তার উৎসের কাছে, সূর্যকে তার উদয়স্থলে, শিশুকে তার মায়ের গর্ভে, দুধকে তার স্তনে এবং অশ্রুকে চোখের মাঝে ফিরিয়ে দিতে?

অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকা, অতীত নিয়ে অনবরত ভেবে ভেবে নিজেকে কষ্ট দেওয়া মানে নিজের বর্তমানকে ধ্বংস করা। এটি মূল্যবান সময়ের মহা অপচয়ও বটে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ﷻ

অতীতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন–

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾

তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। [সূরা বাকারা : ১৩৪]

অতীতের পেছনে পড়ে থেকে কী লাভ বলো? চলে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভেবে তুমি কী পাবে শুনি? অতীত নিয়ে সারাক্ষণ যে পড়ে থাকে সে ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে পেষাইকৃত আটাকে চায় আবার পিষতে। কিংবা চেরা লাকড়িকে চায় আবার চিরতে। অতীত নিয়ে যারা হাপিত্যেশ করছে, হারানো দিনের কথা ভেবে যারা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে, তাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণ বলেছেন, 'মৃতদেরকে তোমরা কবর থেকে বের করে এনো না।'

দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমানের সাথে আমাদের সম্পর্ক ততোটা নিবিড় নয়। অথচ অতীতের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে। বর্তমানের সুরম্য প্রাসাদ ফেলে আমরা অতীতের ধ্বংস দালানকোঠার জন্য কেঁদে মরছি। অথচ জীন-ইনসান সবাই মিলে সর্বশক্তি ব্যয় করেও পারবে না ফিরিয়ে আনতে অতীতকে।

জগতের সবকিছুই এগিয়ে চলে। বাতাস সামনের দিকে বয়ে যায়। পানি সম্মুখ পানে প্রবাহিত হয়। কাফেলা এগিয়ে চলে– এই তো জীবনের ধারা। তাহলে তুমি কেন চলবে পেছন পানে?

সফলতার মন্ত্র-৩

শুধু আজকের দিনটিই তোমার

সকালে জেগে ওঠার পর সন্ধ্যার আশা করো না। তোমার দৃষ্টি কেবল 'এখন'এর দিকেই রাখো। ভেবো না গতকালের কথাও। আর ভবিষ্যৎ– সে তো 'বহুত দূর কি বাত হ্যায়'। আজকের সূর্য তুমি দেখতে পেয়েছো। মনে করো তোমার জীবনকাল কেবল একটি দিন, আর তা আজই। যেন আজই জন্ম হয়েছে তোমার এবং আজই মারা যাবে তুমি। তাহলে দেখবে অতীত তোমাকে পিছু টানবে না। ভবিষ্যতের আশা-নিরাশার দোলাচল তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে না।

তোমার মেধা ও যোগ্যতার পুরোটা, তোমার মনোযোগের সবটুকু কেবল আজকের জন্য ব্যয় করো। নিশ্ছিদ্র একাগ্রতার সাথে আদায় করো আজকের সালাত।

একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত করো পবিত্র কোরআন। বোঝার চেষ্টা করো তার অর্থ। আল্লাহ ﷻ-কে সবসময় স্মরণে রাখো। কাজকারবারে ভারসাম্যতা রক্ষা করো। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য দিনের সময়গুলোকে ভাগ করে নাও। প্রতিটি মিনিটকে মনে করো একটি বছর। সেকেন্ডকে মনে করো মাস। কল্যাণের চারাগাছ বপন করো। মানুষের প্রতি দয়া করো। আল্লাহ ﷻ-র কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। পরকালের প্রস্তুতি নাও। দেখবে, এভাবে তোমার দিনটি হবে আনন্দময়। তুমি থাকবে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত।

﴿فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّٰكِرِينَ﴾

অতএব, আমি তোমাকে কিছু দান করলাম, তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ থাকো। [সূরা আ'রাফ : ১৪৪]

হৃদয়ের ডায়রীতে এ কথাটি লিখে রাখো– আজাকের দিনটিই কেবল আমার। চাইলে ঘর কিংবা অফিসেও লিখে রাখতে পারো কথাটি।

তুমি যদি আজ টাটকা ও সুস্বাদু খাবার পেয়ে থাকো, তাহলে গতকালের বাসি খাবার কেন খাবে? আগামীকালের অনিশ্চিত খাবার নিয়ে কেন হবে পেরেশান? আজ যখন শীতল ও মিষ্টি পানি পান করে তৃষ্ণা জুড়াতে পারছো, তখন গতকালের লোনা পানির কথা ভেবে কেন বিষণ্ণ হচ্ছো? আগামীকালে অনিশ্চিত পানি নিয়ে কেনই বা দুশ্চিন্তা করছো?

তোমার সংকল্প যদি হয় স্থির, মনোবল যদি হয় সুদৃঢ়, তাহলে তুমি নিজেকে নিজে বলো যে– আমি শুধু আজকের দিনটিই বেঁচে থাকবো। তখন দেখবে, তোমার ব্যক্তিত্বে উন্নতি এসেছে, তোমার কর্মদক্ষতা বহুগুণে বেড়ে গেছে এবং দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তোমার কাজে লেগেছে। এবার তুমি নিজেকে সম্বোধন করে বলো–আজ আমি পরিশুদ্ধ করবো আমার কথাবর্তা। বলবো না কোনো মন্দ কথা। দেবো না কাউকে গালি। করবো না কারও দোষচর্চা।

আজ আমি গোছাবো আমার ঘর। সাজাবো আমার অফিস। কিছুই রাখবো না এলোমেলো। সবই রাখবো পরিপাটি।

আজ আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবো। বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিও হবো মনোযোগী। কথাবার্তা করবো মার্জিত। আচার-আচরণে আনবো ভারসাম্য।

আজ আমি আনুগত্য করবো আমার প্রভুর। বিশুদ্ধভাবে আদায় করবো সালাত। তেলাওয়াত করবো পবিত্র কোরআন। পড়বো উপকারী বই-পুস্তক। আজই যেহেতু জীবনের শেষ দিন, তাই হৃদয়ে বপন করবো

ভালো কাজের বীজ। মুছে ফেলবো অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, কপটতা ও মোনাফেকির শেষচিহ্নটুকু।

যেহেতু কেবল আজকে ঘিরেই আমার জীবন, তাই এই স্বল্প সময়ে যথাসম্ভব মানুষের উপকার করবো। সবার সাথে উত্তম আচরণ করবো। রোগীর সেবা করবো। জানাযার শরিক হবো। পথহারাদের পথ দেখাবো। ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াবো। দুর্দশাগ্রস্তের কষ্ট লাঘব করবো। মজলুমের পাশে দাঁড়াবো। দুর্বলকে সাহয্য করবো। দুশ্চিন্তাগ্রস্তের দুশ্চিন্তা দূর করবো। আলেমকে সম্মান করবো। অসহায়কে দয়া করবো। বড়দের শ্রদ্ধা করবো।

আমি শুধু আজই বেঁচে থাকবো। হে অতীত! তুমি তোমার সূর্যের ন্যায় ডুবে যাও। তাই, আমি তোমাকে নিয়ে কাঁদবো না। এক মুহূর্তের জন্যেও তোমায় স্মরণ করবো না। কারণ, তুমিতো বিদায় নিয়ে চলে গেছো বহুদূরে। না ফেরার দেশে।

হে ভবিষ্যত! তুমি তো এখনও অজ্ঞাত, অদৃশ্য। তোমার কল্পনায় আমি বিভোর হবো না। যা এখনও অস্তিত্বেই আসেনি, তার পেছনে আমি পড়ব না।

হে মানুষ, সৌভাগ্যের অভিধানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কথা হলো—

‘তোমার জন্য কেবল আজকের দিন’।

কথাটি যে তার মনের গভীরে গেঁথে রাখে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ সেই পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারে।

সফলতার মন্ত্র-৪

আগামী নিয়ে নয় আগাম দুশ্চিন্তা

﴿اَتٰۤى اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ﴾

আল্লাহর আদেশ আসবেই, অতএব তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করো না। [সূরা নাহল : ১]

আগামী নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। করো না তাড়াহুড়া। মনে রেখো, যা হবার তা যথাসময়েই হবে। সময়ের আগেই বাচ্চার জন্ম কামনা করা, পরিপক্ক হবার আগেই ফল ছিঁড়ে ফেলা– কোনোটিই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আগামীকাল এক অদৃশ্য অস্তিত্বহীন বিষয়। যার রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নেই। তা হলে আগামীর বিপর্যয় নিয়ে তোমার কেন এতো শঙ্কা? ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কেন তুমি বিভোর? ভবিষ্যত কি আদৌ তোমার জীবনে আসবে? এলেও বা কেমন হবে তা– একথা জানা নেই কারোরই। সবচেয়ে বড় কথা হলো- ভবিষ্যত অদৃশ্য জগতের এমন এক সেতু ,যা আমাদের সামনে না আসা পর্যন্ত আমরা তা পার হতে পারবো না। কে জানে, আমরা হয়তো পারবো না সেই সেতুর কাছে পৌঁছতে। কিংবা কাছে পৌঁছার আগেই হয়তো তা হয়ে যাবে ধ্বংস। কিংবা হতে পারে, আমরা সেই সেতুর কাছে পৌঁছতে পারবো এবং পারবো নিরাপদে তা অতিক্রম করতে।

ভবিষ্যতের আশঙ্কায় মানসিক যন্ত্রণার বেড়াজালে বন্দি হওয়া, অদৃশ্যের কিতাব খুলে সম্ভাব্য কষ্টের কথা ভেবে হা-হুতাশ করা

শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কেননা, তা পৃথিবীর সাথে আমাদের সুদীর্ঘ সম্পর্ক কায়েমের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা প্রবৃত্তির প্রতারণা বৈ কিছু নয়। যুক্তির বিবেচনায়ও এটা নিন্দনীয়। কারণ, এ হচ্ছে ছায়ার সাথে লড়াই। জগতের বহু মানুষ ভবিষ্যত দূর্যোগ-দূর্বিপাক, রোগ-বালাই ও বিপদ-আপদের ভয়ে শঙ্কিত। এসবই শয়তানের কুমন্ত্রণা।

﴿اَلشَّيۡطٰنُ يَعِدُكُمُ الۡفَقۡرَ وَيَاۡمُرُكُمۡ بِالۡفَحۡشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمۡ مَّغۡفِرَةً مِّنۡهُ وَفَضۡلًا﴾

> শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অঅনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।
>
> [সূরা বাকারা : ২৬৮]

বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা আগামীকাল ক্ষুধার্ত থাকবে, একবছর পর অসুস্থ হয়ে যাবে, একশ বছর পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে– এসব কথা ভেবে আজ কান্না করে। যার জীবনটাই রয়েছে অন্যের হাতে। যে নিজেই জানে না কখন তার সময় ফুরিয়ে যাবে। ভবিষ্যত নিয়ে এসব ভাবনা সে ভাবে কী করে! আগামীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিভাবে তাকে আষ্টেপৃষ্টে ধরে!

অতএব, আগামী নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। তাকে আসতে দাও। আগামীতে ভালো-মন্দ কী ঘটবে তা অনুসন্ধান করতে যেও না। কারণ, তোমার 'আজ'–ই তো এখনও পূর্ণ হয়নি।

আশ্চর্য! মানুষ আগামীর ভাবনাকে নগদ গ্রহণ করছে! সেকি এটা পরিশোধ করবে সেই দিন, যে দিনের সূর্য ওঠেনি এখনও? সাবধান! দীর্ঘ আশা পরিত্যাগ করো।

সফলতার মন্ত্র-৫

কারো নিন্দা-সমালোচনায় কষ্ট নিও না

এই জগত সংসারে এমন কিছু মুর্খ রয়েছে যারা আল্লাহ ﷻ-কেও গালমন্দ করে। তাই কেউ যদি তোমাকে গালমন্দ দেয় কিংবা সমালোচনার আঘাতে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করে, তা হলে কষ্ট নিও না। বরং নিজেকে এই বলে প্রবোধ দাও যে, কিছু মানুষ যখন আল্লাহ ﷻ-র ক্ষেত্রেও এরূপ ধৃষ্টতা দেখাতে পেরেছে, অথচ তিনি আমাদের মহান স্রষ্টা, পরমপ্রিয় প্রভু। আমাদের একমাত্র মাবুদ ও রিযিকদাতা। তা হলে তোমার আমার ব্যাপারটা তো নিতান্তই গৌণ।

আমাদের জীবন ভুলে ভরা। পাপে পূর্ণ। মানুষ আমাদের নিন্দা-সমালোচনা করতেই পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ হলো ধৈর্য ধারণ করা।

মনে রেখো, তুমি যখনই উন্নতি করবে, অন্যের প্রতি দানের হাত প্রসারিত করবে, নিজেকে বিকশিত করবে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, তখনই মানুষ তোমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে। আর সমালোচনার এ ঝড় অবিরাম বইতেই থাকবে। এ থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে মাটির নিচে কোনো গর্তে ঢুকে যেতে হবে কিংবা পাড়ি জমাতে হবে সুদূর আকাশে। যেন নিন্দুক ও সমালোচকের দৃষ্টি খুঁজে

না পায় তোমায়। মানব সমাজে যতদিন তুমি বসবাস করবে, ততদিন কষ্ট তোমার সঙ্গী থাকবে। চোখ তোমার অশ্রু ঝরাবে।

حَسَدُوا الفتى إذْ لم ينالوا سعيَهُ
فالناسُ أعداءٌ لَهُ خصومُ

উৎকর্ষতায় যে তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে, তাকে নিয়ে তারা হিংসা করে, তার প্রতি তারা শত্রুতা পোষণ করে। তার বিরোধিতা করে। মনে রেখো, মাটিতে বসে থাকা ব্যক্তি কখনও মাটিতে পড়ে যায় না। ঘোড়সওয়ারীই চষে বেড়াতে পারে যুদ্ধের ময়দান।

তুমি বিদ্যা-বুদ্ধিতে, উন্নতি-উৎকর্ষতায়, আচার-আচরণে ও ধন-সম্পদে তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছো বলেই তারা তোমার উপর এতো রুষ্ট। তুমি যতক্ষণ না প্রশংসনীয় এসব গুণাবলি থেকে নিজেকে মুক্ত করছো, যতক্ষণ না আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত এ নেয়ামতগুলো তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, যতক্ষণ না তুমি নির্বোধ, অথর্ব, অপদার্থে পরিণত হচ্ছো, ততক্ষণ তারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। তারা যে এটাই চায়। তাই, নিন্দা, সমালোচনার আঘাত তোমাকে সইতেই হবে।

উহুদ পাহাড়ের মতো সুদৃঢ় হও তুমি। হও এমন শক্ত পাথরের ন্যায়, শিলার আঘাতও পারে না যাকে টলাতে। বরং আঘাতকারী শিলাই হয়ে যায় বিচূর্ণ। মনে রেখো, তুমি যদি মর্মাহত হও তাদের নিন্দায়, ভেঙে পড়ো তাদের সমালোচনায়, তাহলে ব্যর্থ হবে তুমি আর সফল হবে তারা। কারণ, তারা এটাই চেয়েছিল যে, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে দমে যাও, ব্যথিত হয়ে হারাও মনোবল।

অতএব, তুমি তাদের কথা কানে তুলো না। সাবধানে এড়িয়ে যাও তাদের।

إذَا مَحَاسِنِي اللَّاتِي أُدِلُّ بها
كَانَتْ ذُنُوبِي فَقُلْ لِي كَيفَ أعتذرُ؟!

আচারিক সৌন্দর্যই যদি হয় আমার পাপ হয়ে, তা হলে দয়া করে বলো, আমি কিভাবে করবো এর ক্ষতিপূরণ ?

মনে রেখো, মানুষের মাঝে তোমার মর্যাদা যত বাড়বে, সমাজের বুকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তোমার প্রভাব যতটা প্রতিষ্ঠা পাবে, নিন্দুকদের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ক'জনার মুখ বন্ধ করতে পারবে তুমি? তাই তাদেরকে থাকতে দাও তাদের মতোই। সাবধানে এড়িয়ে চলো তাদের। তা হলেই পারবে তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে।

﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾

তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের আক্রোশেই মরতে থাকো। [সূরা আলে ইমরান : ১১৯]

তাছাড়া তুমি তোমার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা আরো বাড়িয়ে নিয়ে, ভুল-ত্রুটিগুলো শোধরে নিয়ে তাদের মুখে কুলুপ এটে দিতে পারো। তবে একটি কথা মনে রেখো, তুমি যদি গোটা পৃথিবীর সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চাও; তাহলে সেটি অসম্ভব কল্পনা বৈ কিছু নয়।

সফলতার মন্ত্র-৬

কারও ধন্যবাদের আশায় থেকো না

مَن يَّفعَلُ الْخَيْرَ لَا يَعدمُ جَوَازِيْهِ
لَا يَذْهَبُ الْعرْف بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ

ভালো কাজের প্রতিদান কখনও বিনষ্ট হয় না
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার পরিচয় কখনও মুছে যায় না।

আল্লাহ ﷻ তাঁর এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বান্দাদের। তাঁর শুকরিয়া আদায় করার জন্য করেছেন রিযিকের ব্যবস্থা। কিন্তু সবাই তাঁর এবাদত করে না। উল্টো তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে অন্যকে। অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাঁর। অন্যায়, অস্বীকার, বাড়াবাড়ি ও নাফরমানীর প্রবণতা বেশিরভাগ মানুষের মাঝেই প্রবল। তাই তুমি যখন দেখবে যে, মানুষ ভুলে গেছে তোমার কৃপা, অস্বীকার করছে তোমার দয়া, অবজ্ঞা করছে তোমার সদাচরণ, শত্রুতার মাধ্যমে প্রতিদান দিচ্ছে তোমার অনুগ্রহের, তখন তুমি হয়ো না হতাশ কিংবা পেরেশান। করো না মন খারাপ। কারণ, মানুষ যে এমনই।

আল্লাহ ও তার রাসুল নিজ গুণে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন– এ ছাড়া তাদের অসন্তুষ্টির আর কোনো কারণ নেই। [সূরা তওবা : ৭৪]

পৃথিবীর ইতিহাস তোমার সামনেই। পড়ে দেখো। এর পাতায় পাতায় সেই পিতার কাহিনী বর্ণিত আছে, যিনি তার সন্তানকে লালন পালন করেছেন সযতনে। ব্যবস্থা করেছেন তার উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার। নিজে

না খেয়ে খাইয়েছেন তাকে। তার শান্তির জন্য করেছেন কঠোর পরিশ্রম। কিন্তু এ সন্তানই যখন বড় হয়েছে, হয়েছে সামর্থ্যবান, তখন সে-ই তার পিতার জন্য মহা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাধ্যতা, অবজ্ঞা, অসম্মান ও ঘৃণার মাধ্যমে প্রতিদান দিয়েছে তার কষ্টের। পিতার জন্য সে পরিণত হয়েছে সাক্ষাত এক আযাবে।

সুতরাং, যে নির্বোধেরা ভুলে গেছে তাদের প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের কথা, উল্টো অকৃজ্ঞতার আঘাতে তোমাকে করেছে জর্জরিত, তাদের প্রতি তুমি মন খারাপ করো না। বরং তোমার জন্য আনন্দের সংবাদ হলো– তুমি পুরস্কার পাবে এমন সত্তার কাছ থেকে যার ভান্ডার কখনও শেষ হবার নয়।

আমি একথা বলব না যে, তুমি মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের হাত সংকুচিত করে নাও। সদাচরণ পরিত্যাগ করো। বরং আমি বলবো, তুমি তাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত থাকো। কৃতঘ্নের কৃতঘ্নতায় হয়ো না হতাশ। একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই করে যাও ভালো কাজ। তাহলেই তুমি হতে পারবে সর্ব ক্ষেত্রে সফল। কারও অকৃজ্ঞতায় কোনো ক্ষতি হবে না তোমার। তুমি অনুগ্রহকারী হবে। তোমার হাত উচু হবে; যা নীচের হাত থেকে উত্তম।

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾

আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। [সূরা দাহর : ৯]

কখনও কখনও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরাও মানুষের অকৃতজ্ঞ স্বভাবের কথা ভুলে যান। যেন তারা অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ-র এ বাণী কখনও শোনেননি–

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

> আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দিই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছিল, তার জন্য সে কোনোদিন আমাকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তাদের কৃতকর্মকে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে। [সূরা ইউনুস : ১২]

ধরো, তুমি কাউকে একটি কলম উপহার দিলে। আর সে ওই কলম দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করল। কিংবা তুমি কাউকে ভর দিয়ে হাঁটার জন্য একটি লাঠি দিলে। আর সে ওই লাঠি দিয়েই ফাটিয়ে দিলো তোমার মাথা। তা হলেও তুমি রাগ করো না। মানুষ তো এমনই। অধিকাংশ মানুষই যখন তাদের মহান প্রতিপালকের প্রতিই অকৃতজ্ঞ তখন আমি আর তুমি তাদের কাছ থেকে কী-ই বা আশা করতে পারি?

সফলতার মন্ত্র-৭

অন্যের কল্যাণে ব্রত হও, সুখ পাবে

ভালো কাজের ফলাফল সবসময়ই ভালো হয়। কল্যাণকর কাজ, পরোপকারের নতিজা সর্বদাই হয় শুভ। পরোপকারী ব্যক্তি তার উপকার দ্বারা প্রথমে নিজেই হয় উপকৃত। হৃদয়-মনে অনুভব করে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। তাই তুমি যদি কখনও কোনো উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তখন এগিয়ে আসো অন্যের কল্যাণসাধনে। সাহায্য করো বিপদগ্রস্তকে। এতে তুমি মানসিক প্রশান্তি পাবে। আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

অভাবীকে দান করো। মজলুমকে সাহায্য করো। বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করো। ক্ষুধার্তকে খাবার দাও। অসুস্থের সেবা করো। এতে হৃদয় হবে প্রশান্ত। আত্মা হবে তৃপ্ত। জীবন হবে সৌভাগ্যময়। ভালো কাজ হলো উত্তম সুগন্ধির ন্যায়। যার উৎপাদনকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা সবাই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করো। এটা তোমার জন্য সদকার শামিল। পক্ষান্তরে গোমরা মুখে কারো সাথে সাক্ষাত করাটা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার শামিল। যার অশুভ পরিণতির কথা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন।

হাদীসে বর্ণিত সেই বেশ্যা নারীর গল্পটি নিশ্চয় শুনেছো? যে পিপাসায় কাতর একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছে। আর এক অঞ্জলি পানির

বিনিময়ে হয়ে গেছে জান্নাতের হকদার। মনে রেখো, দো-জাহানের মালিক আল্লাহ ﷻ অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি নিজে দয়ালু এবং ভালোবাসেন দয়ালুদের। তিনি প্রসংশিত। তিনি অমুখাপেক্ষী। অতএব, দুঃখ-দুর্দশা, ভয়-ভীতি, হতাশা ও নৈরাশ্য যদি তোমায় সংকুচিত করে রাখে, তাহলে তোমার উচিত নেকী ও কল্যাণের পথে আসা এবং সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। তবেই তুমি পেয়ে যাবে তোমার কাঙ্ক্ষিত সুখের দেখা।

﴿الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى﴾

(যে কারও প্রতি অনুগ্রহ করে) তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়; কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়, সে অচিরেই সন্তুষ্টি লাভ করবে। [সূরা লাইল : ১৮.১৯..২০]

বেকার থেকো না, কাজের মাধ্যমে দূর করো আলস্য

অলস, অকর্মণ্য ও বেকার লোকেরাই সময়কে অর্থহীন গল্পগুজবে নষ্ট করে।

﴿رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾

তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। [সূরা তওবা :৮৭]

কর্মহীন বসে থাকা অনুচিত। কারণ, বেকার মস্তিস্কে শয়তান এসে বাসা বাঁধে। অকর্মণ্য ব্যক্তি লাগামহীন উটের ন্যায় এদিক ওদিক উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

তুমি যখন কাজ ছেড়ে অলস বসে থাকবে, তখন হতাশা ও বিষণ্ণতা, পেরেশানী ও উদ্বিগ্নতা তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কষ্টরা তোমার সামনে ঝাঁপি খুলে বসবে। বিপদে পড়বে তুমি। তাই তোমার প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ হলো, বেকার না থেকে ফলপ্রসূ কাজে নিয়োজিত রাখো নিজেকে। বেকার থাকা মানে নিজেকে জীবন্ত কবর দেওয়া। অলসতা করা মানে আত্মহত্যা করা।

আলস্যের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। চীনের জেলখানাগুলোতে একধরণের টর্চার সেল আছে। সেই টর্চার সেলে বন্দীদেরকে এমন একটি পানির টেপের নীচে রাখা হয়, যেখান থেকে প্রতি মিনিটে একটি করে পানির ফোঁটা পড়ে। ওই এক ফোঁটা পানির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অনেক কয়েদি পাগল হয়ে যায়।

আরামপ্রিয়তা—আলস্য ও উদাসীনতার আরেক নাম। অলসতা এক দক্ষ চোর। আর তোমার মন হচ্ছে তার শিকার। সুতরাং, নিজেকে অবসর রেখো না। একটুখানি সময় পেলেই সালাত পড়ো। তেলাওয়াত করো। যিকির করো। বই পড়ো। লেখালেখি করো। ব্যায়াম করো। অফিস পরিপাটি করো। ঘরবাড়ি পরিস্কার করো। অন্যের কাজে সাহায্য করো। আর এভাবেই কাজের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলো অবসরকে। বিজ্ঞজনেরা এ পদ্ধতি অবলম্বনে তোমাকে পঞ্চাশ ভাগ সুখের গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন।

কৃষক, শ্রমিক, মজুরদের দেখো, কাজের সময় তারা কীভাবে পাখির মতো গুনগুন করে গান ধরে। অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তাদের মেজাজ কতো ফুরফুরে থাকে। কারণ, তারা সুখী। তারা পরিতৃপ্ত। অথচ তুমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করো। কষ্টে চোখের পানি মোছো। কারণ, আলস্য কেড়ে নিয়েছে তোমার সব সুখ।

সফলতার মন্ত্র-৯

অন্ধ অনুকরণকারী হয়ো না

কারো অন্ধ অনুকরণ করো না। অন্যের অনুসরণে নিজের ব্যক্তিত্বকে দিও না বিসর্জন। এটি একটি স্থায়ী শাস্তি। আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলো। অনেককেই দেখা যায় কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার আচরণসহ যাবতীয় বিষয়ে অন্যদের এমন অনুকরণ করতে চায়, যেন তারা হুবহু তাদের মতো হয়ে যাবে। অনুকরণের আতিশয্যে জলাঞ্জলি দেবে নিজের ব্যক্তি সত্তাকে। লৌকিকতা, অহংকার ও অশান্তি– এ শ্রেণির লোকদের স্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হয়ে দাঁড়ায়।

আদম عليه السلام থেকে নিয়ে আজ আজ অবধি জন্ম নেওয়া কোনো দু'টি মানুষই আকার-আকৃতি ও গঠনে এক রকম নয়। তা হলে তারা তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও স্বভাব-চরিত্রে কীভাবে এক রকম হবে? মনে রেখো, আপন স্থানে তুমি অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ স্বতন্ত্র্য এক সত্তা। অতীতেও কেউ তোমার মতো হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। সুতরাং, তুমি কেন অন্যের মতো হতে চাইবে? অন্যের অন্ধ অনুকরণ করবে?

তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অনুযায়ী এককভাবে অগ্রসর হও।

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾

প্রত্যেকেই চিনে নিলো নিজ নিজ ঘাট। [সূরা বাকারা : ৬০]

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

> আর সবার জন্যই রয়েছে কিবলা, যেদিকে সে অভিমুখী হয়। কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। [সূরা বাকারা : ১৪৮]

অতএব, তুমি যেমন তেমনই থাকো। দরকার নেই তোমার চলনে বলনে, ভাবভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার। মেনে চলো ওহীর দিক নির্দেশনা। যেন বিলীন না হয়ে যায় তোমার অস্তিত্ব।

তোমার নিজস্ব রুচিবোধ ও স্বতন্ত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট আছে। আছে একান্ত কিছু ভাবভঙ্গি ও বর্ণ। আমরা তোমাকে সে রূপেই দেখতে চাই। কেননা, এটাই তুমি। এটাই তোমার সহজাত। এভাবেই তোমাকে চিনি আমরা। অতএব, তুমি হতে যেও না কারো অন্ধ অনুকরণকারী।

মানুষের স্বভাব-চরিত্রের উপমা গাছপালার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে টকও আছে, মিষ্টিও আছে। লম্বাও আছে, খাটোও আছে। তাদেরকে তেমনই থাকতে দেওয়া উচিত। কলা– কলা হওয়াতেই সুন্দর ও মূল্যবান। সে কেন যাবে নাশপাতি হতে। তদ্রুপ আমাদের সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনারও একটি স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে। আমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা, স্বভাব ও চরিত্র বৈচিত্র, মেধা ও যোগ্যতার পার্থক্য– এসবই মহান আল্লাহ ﷻ-র নিদর্শন। তাঁর নিদর্শনকে অস্বীকার করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

সফলতা মন্ত্র -১০

বিশ্বাস রাখো তাকদীরে

﴿مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ﴾

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে [সূরা হাদীদ : ২২]

শুকিয়ে গেছে কলম। উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে পাতা। যা ঘটবে তাও হয়ে আছে স্থির। তাকদীর হয়ে গেছে লিপিবদ্ধ। তোমার জীবনে তা-ই ঘটে কিংবা ঘটবে, যা লেখা আছে তাকদীরে। তোমার জীবনে যা কিছু আসবার তা আসবেই। আর যা না পাবার, তা তুমি পাবে না কখনোই। এ বিশ্বাস যদি তোমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে, তবে বিপদাপদ ও যন্ত্রণার জ্বালাগুলো তোমার কাছে উপঢৌকনের মালা হয়ে ধরা দেবে।

(রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন–) আল্লাহ ﷻ যার কল্যাণ চান তাকেই বিপদাপদে জর্জরিত করেন।

যা কিছু হয়, ভালোর জন্যেই হয়– এমন মনোভাব পোষণ করো। আল্লাহ ﷻ যার জন্য যা কিছু কল্যাণকর মনে করেন, তাকে তা-ই দান করেন। তাই যদি কোনো কষ্টে নিপতিত হও কিংবা আক্রান্ত হও কোনো রোগে অথবা হারাও কোনো আপনজনকে কিংবা আর্থিকভাবে

পড়ো ক্ষতির মুখে, তা হলে তাকদীরের ফয়সালা হিসেবে তা মেনে নাও। কারণ, তাকদীরের লিখন, না যায় খন্ডন। এক্ষেত্রে একচ্ছত্র এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র। তবে হাঁ, যদি ধৈর্য ধরো, যদি সন্তুষ্ট থাকো তাকদীরের ফয়সালায়, তা হলে তুমি পাবে এর প্রতিদান। পক্ষান্তরে যদি অস্বীকার করো, তাহলে হারাবে ঈমান।

অতএব, সুসংবাদ বিপদগ্রস্থদের জন্য। কারণ, আল্লাহ ﷻ-র হুকুমেই সবকিছু হচ্ছে; তিনিই করেন দান। আবার তিনিই নিয়ে যান।

﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ﴾

> তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সূরা আম্বিয়া : ২৩]

যতক্ষণ তুমি তাকদীর ও আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না, ততক্ষণ তুমি প্রশান্তি লাভ করতে পারবে না। দূর হবে না তোমার উদ্বেগ-উৎকন্ঠা। নিস্তেজ হবে না তোমার অন্তর্দাহ। যা হবার তা হবেই। তাই, না পাওয়ার যাতনায় অনুতাপ করে কী লাভ বলো?

তুমি এমনটি ভোবো না যে, ধংসোন্মুখ দেয়ালকে বাঁচাতে পারবে তুমি। পানির প্রবাহ ও বাতাসের গতিপথ রোধ করতে পারবে তুমি। কাঁচকে ভেঙে যাওয়া থেকে রুখতে পারবে তুমি। এটা অসম্ভব। ঘটবে তা-ই যা লেখা আছে তাকদীরে। তোমার আমার ভালো-মন্দ লাগার উপর থেমে থাকবে না কিছুই। আল্লাহ ﷻ-র ফায়সালার বাস্তবায়ন ঘটবেই।

﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

> অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। [সূরা কাহফ : ২৯]

ক্রোধ, অভিযোগ ও হা-হুতাশ না করে ঐশী ফয়সালার সামনে আত্মসমর্পন করো। তা হলে, লজ্জিত হতে হবে না তোমায়।

তুমিও পারবে

তুমি শত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে পারো, করতে পারো হাজারো চেষ্টা তদবির, কিন্তু পরিশেষে দেখবে ঘটছে তা-ই যার করেছিলে আশঙ্কা।

তাই, এরূপ বলো না–

আহা! যদি আমি তেমনটি করতাম, তা হলে এমন হত না।

বরং বলো–

তাকদীরে আমার এমনটিই ছিল। আল্লাহ ﷻ যা চান তা-ই করেন।

সফলতার মন্ত্র -১১

দুঃখের পর সুখ আসে

হে মানুষ! ক্ষুধার জ্বালার পর আসে তৃপ্তির সুখ। পিপাসার যন্ত্রণার পর আসে প্রশান্ত নিবারণ। বিনিদ্র জাগরণ শেষে আসে শান্তির ঘুম। অসুস্থতার যন্ত্রণা শেষে আসে সুস্থতার প্রহর।

পথহারা খুঁজে পাবে পথের দিশা। দুঃখ-পীড়িতজন পাবে সুখের দেখা। আঁধার যাবে কেটে।

﴿فَعَسَى اللهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ﴾

> অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। [মায়েদা : ৫২]

রাতকে সুখবর দাও আলোকিত ভোরের। দুশ্চিন্তাগ্রস্তকে সুখবর দাও ত্বরিত আগত সুদিনের। বিপদগ্রস্তকে সুখবর দাও পরম প্রভুর মহানুভবতার। মরুভূমির প্রান্তর যখন সুদীর্ঘ অনুভূত হবে, তখন বুঝবে খানিক বাদেই দেখা দেবে সবুজ-শ্যামল উদ্যান। কান্নার পর আসে হাসি। ভয়ের পর আসে নিরাপত্তা। উদ্বিগ্নতার পর আসে প্রশান্তি।

আগুন পারেনি জ্বালাতে হযরত ইবরাহিম عليه السلام-কে। কারণ, প্রভুর আদেশ ছিল–

﴿يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ﴾

> হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। [সূরা আম্বিয়া : ৬৯]

সমুদ্র পারেনি ডোবাতে হযরত মুসা ﷺ-কে। কারণ, তিনি একনিষ্ঠভাবে বলেছিলেন–

﴿كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

কখনোই নয়। আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। [সূরা শু'আরা : ৬২]

রাসুল ﷺও গুহার ভেতর তাঁর সঙ্গীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন–

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

পেরেশান হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। [তওবা : ৪০]

দুর্দশার শিকার ও হতাশাগ্রস্তরা সবকিছুতেই কেবল সংকীর্ণতা ও দুর্ভাগ্যই দেখে। এর কারণ হলো, তাদের দৃষ্টি ঘরের দরজা ও দেয়াল পর্যন্তই সীমাবন্ধ থাকে। হায়! তারা যদি পর্দার অন্তরালের দৃশ্যও দেখতে পেতো! তাদরে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা যদি দেয়ালের ওপারেও পৌঁছত!

অতএব, হতাশ হয়ো না। মনকে ছোট করো না। অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। আল্লাহ ﷻ-র দয়া ও অনুগ্রহ লাভ এবং সহজতা প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষার চেয়ে উত্তম এবাদত আর নেই। সময় বদলায়। কালের বিবর্তন ঘটে। অদৃশ্য বরাবরই অপ্রকাশ্য। জগতনিয়ন্তার প্রতিদিনই নব নব শান হয়ে থাকে। মনে রেখো, দুঃখের পরই মিলে সুখের দেখা। সংকীর্ণতার পরই আসে প্রশস্ততা।

সলতার মন্ত্র-১২

টক লেবু দিয়ে বানাও মিষ্টি শরবত

বিচক্ষণ সে-ই যে লোকসানকে পরিণত করতে পারে লাভে। কারণ, কেবল নির্বোধরাই একটি বিপদকে দুটি বিপদে রূপ দেয়।

রাসুল ﷺ-কে যখন মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হলো, তখন তিনি মদিনায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দীনি দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ফেললেন। যা ইতিহাসে আজও মহা বিস্ময় হয়ে আছে।

ইমাম আহমদ رحمه الله-কে কয়েদখানায় বন্দি করা হয়েছিল। অত্যাচারে জর্জরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই তিনিই হয়েছিলেন হাদিসের বড় ইমাম।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمه الله-কে জেলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। ছাড়া পাবার সময় তার সাথে ছিল ইলমের এক বিশাল খাজানা।

ইমাম সারাখসী رحمه الله-কে বন্দি করা হয়েছিল। রাখা হয়েছিল একটি পরিত্যক্ত কূপের তলদেশে। তিনি সেখানে বসে বিশ খণ্ডের ইসলামী আইন শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন।

আল্লামা ইবনুল আছীর رحمه الله-কে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেই বন্দি অবস্থায় তিনি হাদিস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ দুটি কিতাব 'জামিউল উসূল' ও নিহায়াহ' রচনা করেছিলেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী ﷺ-কে বাগদাদ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। নির্বাসনে থেকে তিনি সাত কেরাতের তাজভীদ তৈরী করেছিলেন।

মালেক ইবনে রাইব ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তার প্রসিদ্ধতম কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন।

আবু যুআইব আল হুযালী ﷺ-র ছেলেরা মারা যাওয়ার পর তাদের প্রশংসায় তিনি যে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, পৃথিবীবাসী তার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করেছে।

সুতরাং, তুমি যদি কখনও বিপদে পড়ো, তখন ঘাবড়ে না গিয়ে এর আলোকিত দিকটি খোঁজার চেষ্টা করো। কেউ যদি তোমাকে টক লেবুর রস দেয়, তুমি তাতে খানিকটা চিনি ঢেলে দাও আর বানিয়ে ফেলো মিষ্টি শরবত।

কেউ যদি তোমাকে (মৃত) সাপ উপহার দেয়, তবে তার মূল্যবান চামড়াটি রেখে দিয়ে বাকিটুকু ফেলে দাও। মনে রেখো, বিচ্ছু যাকে দংশন করে, সাপের বিষ তার গায়ে ক্রিয়া করে না। প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে মানিয়ে নাও, দেখবে ফুলে ফুলে ভরে যাবে তোমার জীবন।

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

> হতে পারে যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ। [সূরা বাকারা :২১৬]

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স দুজন প্রসিদ্ধ কবিকে বন্দি করেছিল। তাদের একজন ছিল আশাবাদী। আরেকজন নিরাশাবাদী। একদিনের ঘটনা। দুজনই জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বাহিরটা দেখছিল। তখন আশাবাদী কবি হাসছিল। কারণ, সে দেখছিল আকাশের তারকারাজি। নিরাশাদী কবি কাঁদছিল। কারণ, সে দেখছিল রাস্তার পাশের ময়লা-আবর্জনাগুলো।

জীবনটাও এমনই। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে বদলে যায় জীবনের অনেক কিছু। মনে রেখো, পৃথিবীর সবকিছুই মন্দ নয়। তাই, কখনও বিপদ পড়লে তার ভালো দিকটির দিকেই নজর দাও।

সফলতার মন্ত্র-১৩

আল্লাহমুখী হও

অসহায়ের ডাকে কে সাড়া দেয়? বিপদে-আপদে কে সাহয্য করে? বিশ্বজগতের সবাই কার মুখাপেক্ষী? কার যিকির সবার মুখে মুখে? তিনি আল্লাহ ﷻ। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।

দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদে-আপদে স্মরণ করব তাঁকেই। সাহায্য চাইব তাঁর কাছেই। মাথা নত করব তাঁর দরবারেই। তাঁর কাছেই করব প্রার্থনা, হয়ে যাব তাঁরই। তবেই নেমে আসবে তাঁর সাহায্য। খুলে যাবে তাঁর রহমতের দুয়ার।

তিনিই ডুবন্তকে বাঁচান। বিপদগ্রস্তকে মুক্তি দেন। মজলুমকে সাহায্য করেন। পথহারাকে পথ দেখান। অসুস্থকে সুস্থ করেন। নিঃসহায়ের সহায় হন।

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

> তারা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে অল্লাহকেই ডাকে। [সূরা আনকাবুত : ৬৫]

মানুষের দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য যে যেসব দোআ রয়েছে, সেগুলো তুমি হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে পাবে। (আমি এখানে আর তা উল্লেখ করলাম না। সেখান থেকেই শিখে নিও এবং ওগুলোর সাহায্যে) আল্লাহ ﷻ-র সাথে কথা বলো। তাঁর কাছে

সাহায্য চাও। মনে রেখো, তাঁকে যদি পাও তবে সবকিছুই পেলে তুমি। আর তাঁকে যদি না পাও, তবে কিছুই পেলে না তুমি।

দোআ একটি বড় এবাদত। তুমি যদি উত্তমরূপে তাঁর কাছে চাইতে পারো, তাহলে তুমি কখনও ভুগবে না হতাশায়। দুশ্চিন্তারা তোমায় ধরবে না ঘিরে। কেননা, একমাত্র তাঁর রশি ছাড়া সব রশিই যাবে ছিঁড়ে। তার দুয়ার ছাড়া সব দুয়ারই হয়ে যাবে রুদ্ধ। আমাদের অতি কাছেই তিনি আছেন। সবকিছু দেখেন। সবকিছু শোনেন।

দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন তাঁর কাছে ফরিয়াদ জানায়, তখন তিনি তা উত্তমরূপেই শুনতে পান। তিনি মহাপরাক্রমশালী। অমুখাপেক্ষী।

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

> তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। [সূরা মুমিন : ৬০]

তাই, যেকোনো বিপদে, যে কোনো সংকটে, স্মরণ করো তাঁর নাম। ডাকো তাকেই। সাহায্য চাও তাঁর কাছে। তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। লুটিয়ে পড়ো সেজদায়। তবেই তুমি লাভ করবে তাঁর গোলাম হওয়ার মর্যাদা।

দু'হাত তোলো। বিছিয়ে দাও ভিক্ষার আঁচল। ক্ষমা চাও তাঁর কাছে। জপো তাঁর নাম। তালাশ করো তাঁর রহমত। সু–ধারণা পোষণ করো তাঁর প্রতি। হও একনিষ্ঠ। আকড়ে থাকো তাঁর দুয়ার। তবেই তুমি পাবে প্রকৃত সুখ ও সাফল্যের দেখা।

সফলতার মন্ত্র -১৪

অবস্থান করো ঘরেই

মূর্খ ও অসৎ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করো। সম্ভব হলে অধিকাংশ সময় ঘরেই অবস্থান করো। এতে মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করবে। যেসব কাজ তোমাকে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে দেয়, সেসব কাজ থেকে দূরে থাকো। এটি এমন এক ঔষধ, যা আল্লাহর ওলীগণ ব্যবহার করেছেন এবং সুফল পেয়েছেন।

আরেকটি কথা যা আমি তোমাকে বলতে চাই, তা হলো– তুমি সকল প্রকার পাপাচার, অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকো। এতে যেমন কার্যক্ষম হবে তোমার মেধা, তেমনি সুরক্ষিত থাকবে তোমার মর্যাদা। মহান প্রভুর সাথেও সম্পর্ক স্থাপনের মিলবে সুযোগ।

তবে কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সমবেত হওয়া ও মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা প্রয়োজনের গন্ডিতে পড়ে। যেমন, সালাতের জামাত, জুমা, ইলমে দীনের মজলিস ও ভালো কাজে সহযোগিতার স্থান। অতএব, তুমি অলসতা ও অকর্মণ্যতার স্থান থেকে দূরে থাকো। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য রোনাজারি করো। জবানকে সংযত রাখো এবং ঘরের ভেতরেই অবস্থান করো।

বেকার ও অলস লোকদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। যদি করো তবে তুমি যেন নিজের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করলে। মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক স্বস্তিকে নিজ হাতে ধ্বংস করলে। কেননা, এরা

সময় নষ্ট করতে পটু। গুজব রটানোতে সিদ্ধহস্ত। ফেতনা ছড়ানোতে দক্ষ। এরা তোমাকে হতাশা ও নিরাশার সাগরে এমনভাবে হাবুডুবু খাওয়াবে যে, মরার আগেই তুমি দশবার মারা যাবে।

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

> যদি তারা তোমাদের সাথে (অভিযানে) বের হত, তা হলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। [তওবা : ৪৭]

আমার বিশ্বাস, তুমি নিজেকে তোমার ঘরে আলাদা করে রাখবে। একমনে নিজের কাজ করে যাবে। হাঁ, কোথাও কোনে ভালো কাজ কিংবা কল্যাণকর বিষয় থাকলে, অবশ্যই তাতে অংশগ্রহণ করবে। এতে তোমার মন পাবে শান্তি। কাজে লাগবে সময়। জীবন হবে না ধ্বংস। জবান পরনিন্দা থেকে বাঁচবে। কান শোনবে না কোনো মন্দ কথা। মনে জাগবে না কোনো খারাপ আকাঙ্ক্ষা। এই ফর্মুলাটি তুমি ট্রাই করে দেখো, সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে। কল্পনায় যার বসবাস, অনর্থক সময় নষ্ট করা যার অভ্যাস, তাকে দূর থেকেই বলো – সালাম বলো।

সফলতার মন্ত্র-১৫

প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র কাছেই চাও

আল্লাহ ﷻ যদি তোমার কাছ থেকে কোনো কিছু নিয়ে নেন, আর তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং সাওয়াবের আশা রাখতে পারো, তা হলে তিনি এরচেয়েও উত্তম কিছু দিয়ে তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন।

হাদিসে কুদসীতে তিনি এরশাদ করেছেন–

আমি যার দুটি প্রিয় বস্তু অর্থাৎ দুটি চোখ ছিনিয়ে নিই এবং সে ধৈর্যধারণ করে, তার একমাত্র বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্নিত হয়েছে–

এ দুনিয়া থেকে আমি যার কোনো বন্ধুকে ছিনিয়ে নিই আর সে ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে, এর বিনিময়ে আমি তাকে দান করবো জান্নাত।

যদি কেউ সন্তান হারিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যে ঘরের নাম হবে 'বাইতুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। তাই ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। বিপদ-আপদে ঘাবড়ে যাবে না। হা-হুতাশ করবে না।

বিপদ যিনি দিয়েছেন, তাঁর কাছে আছে জান্নাত। আছে সাওয়াবের খাজানা। নেয়ামতের ভান্ডার। সুতরাং, আল্লাহ ﷻ-র যেসকল নেককার বান্দা বিপদ পড়বে এবং সাওয়াবে আশায় ধৈর্যধারণ করবে, জান্নাতে তাদেরকে বলা হবে–

﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾

> তোমাদের উপর মান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে। তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই চমৎকার। (রা'দ : ২৪)

তাই আমাদের উচিত বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং উত্তম প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করা।

﴿أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾

> তারাই হল সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। [সূরা বাকারা : ১৫৭]

মসিবতগ্রস্তদের জন্য সুখবর। দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য সুসংবাদ। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর ধন-সম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ। পক্ষান্তরে পরকাল চিরস্থায়ী ও উত্তম। তার নেয়ামত অফুরন্ত। দুনিয়াতে যে সমস্যা-জর্জরিত, আখেরাতে তার পুরস্কার মহা উন্নত। দুনিয়াতে যে ভোগ করবে ক্লান্তি, আখেরাতে সে লাভ করবে মহা প্রশান্তি।

অতএব, হে বিপদগ্রস্ত! তুমি হারাওনি; বরং পেয়েছো। তুমি লসে নয়, লাভেই আছো।

অপরদিকে পৃথিবীর সাথে যাদের সম্পর্ক সুনিবিড়, দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রতি যারা চরম আসক্ত, তাদের জন্য এর আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। সামান্য বিপদেই ঘাবড়ে যায় তারা। অল্পতেই হয়ে যায় বিচলিত। তুচ্ছ সমস্যাও তাদের সামনে ধরা দেয় সুবিশাল হয়ে।

﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা তাকবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। [সূরা হাদীদ : ১৩]

বস্তুত আল্লাহ ﷻ-র কাছে যা আছে, তা উত্তম, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর।

সফলতাম মন্ত্র- ১৬

আল্লাহ ﷻ-র প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখো

যার মাঝে নেই ঈমানের নূর, যার কাছে নেই বিশ্বাসের ঐশ্বর্য, সে-ই তো হতভাগা। জীবনটা তার ব্যর্থতার চাদরে মোড়ানো। দূর্দশা ও লাঞ্ছনা তার চিরসঙ্গী।

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকুচিত। [সূরা ত্ব-হা : ১২৪]

যদি চাও আত্মাকে পবিত্র করতে, যদি চাও দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকতে, তাহলে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ ﷻ-র প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখো। এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। প্রকৃতপক্ষেই ঈমান ছাড়া জীবনের কোনো স্বাদ নেই। ঈমানহীন জীবন হতভাগা জীবন। ঈমানহারা ব্যক্তি জীবনের বোঝা, শৃঙ্খল ও অন্ধকার থেকে মুক্তির দিশা খুঁজে পায় না।

وَ نُقَلِّبُ أَفْـِٕدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

আমি তাদের মনোভাব তেমনি পরিবর্তন করে দেব, যেমনিতার এর প্রতি ঘুরে বেড়াতে প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেবো। [সূরা আনআম : ১১০]

তোমার ঈমান যতটা সবল ও দুর্বল, দৃঢ় ও কোমল হবে, সে অনুপাতেই তুমি সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾

যে কোনো ঈমানদার নর-নারী নেক আমল করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। [সূরা নাহল : ৯৭]

যদি তোমার অন্তরে থাকে সৌম্যতা, হৃদয় থাকে সদা আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসায় পূর্ণ, মন থাকে বক্রতামুক্ত, বিপদ-আপদে তুমি থাকো প্রশান্ত, তাকদীরের ফয়সালায় তুমি থাকতে পারো সন্তুষ্ট– তবে সেটাই তো 'পবিত্র জীবন'। কারণ, এর অর্থ হলো– তুমি আল্লাহ ﷻ-কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছো।

সফলতার মন্ত্র-১৭

মধু আহরণ করো কিন্তু চাক ভেঙ্গো না

নম্রতার কাজই হলো সৌন্দর্য বিলানো। সে যার মাঝে থাকে, তাকে করে তোলে সুন্দর-সুকুমার। আর যার মাঝে নম্রতা নেই, সে কুৎসিৎ ও দোষ-ত্রুটিতে পূর্ণ। কথাবার্তায় কোমলতা, চেহারায় মৃদু হাসির ঝিলিক, আলোচনায় উত্তমতা– এগুলো এমন উৎকৃষ্ট গুণাবলি, যা ভাগ্যবানরাই কেবল লাভ করে থাকে। এগুলো মুমিনের গুণ।

মুমিনের উপমা মিলে মৌমাছিতে। কারণ, মৌমাছি কেবল পবিত্র বস্তুই খায় এবং পবিত্র বস্তু উৎপাদন করে। মৌমাছি ফুলের উপর বসে ঠিকই কিন্তু ফুলের কোনো ক্ষতি করে না সে।

'নম্রতায় আল্লাহ ﷻ এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতায় পাওয়া যায় না।'

বিনয়ী ও শান্ত স্বভাবের লোকেরা মানুষের ভলোবাসা লাভে ধন্য হয়। সবার দৃষ্টি হয় তাদের প্রতি আকৃষ্ট। অন্তর তাদের দিকে ছোটে। হৃদয় তাদেরকে সালাম করে। কারণ, এরা উত্তম আচরণ, সঠিক লেনদেন, সুন্দর কথাবার্তার জন্য সবার ভালোবাসাই পেয়ে থাকে।

মনে রেখো, বন্ধু বানাতে পারাটাও একটি যোগ্যতা। মহৎপ্রাণ ও ভদ্রজন মাত্রই এ ব্যাপারে অবগত আছেন। এদের স্বভাব-চরিত্র নিচের আয়াতটি সাথে মিলে যায়–

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ﴾

> জওয়াবে তা-ই বল, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সেও যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। [সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৪]

এরা সততা, ভদ্রতা, সহনশীলতা ও ক্ষমা দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে কবর দিয়ে দেয়। ভুলে যায় তাদের সাথে কৃত মন্দ আচরণের কথা। শুধু ভালো বিষয়গুলোই রাখে মনে।

(যেমন, কথিত আছে– একবার দুই বন্ধু মরুভূমির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ যাত্রার পর তাদের দুজনার মধ্যে ঝগড়া হলো এবং এক বন্ধু অপর বন্ধুকে চড় মেরে বসল। চড় খাওয়া বন্ধুটি মনে ভীষন কষ্ট পেলো। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলল না। কেবল মরুভূমির বালিতে লিখে রাখলো– 'আজ আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি আমাকে চড় মেরেছে'।

এরপর তারা হাঁটতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর একটি মরুদ্যান দেখতে পেলো। তারা ঠিক করল সেখানে তারা বিশ্রাম নেবে এবং গোসল করবে। কিন্তু যে বন্ধুটি চড় খেয়েছিল সে চোরাবালিতে আটকে গেলো এবং ডুবতে শুরু করলো। তখন অপর বন্ধুটি তাকে উদ্ধার করলো। উপরে উঠার পর সে পাথরে লিখে রাখল– 'আজ আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি আমাকে এমন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে'। তখন অপর বন্ধুটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আমি যখন তোমাকে চড় মেরেছিলাম তখন তুমি তা বালির উপর লিখে রেখেছিলে আর এখন পাথরের উপর লিখলে, কেন?

উত্তরে সে বলল, যখন কেউ আমাদের আঘাত করে তখন তা বালির উপর লিখে রাখা উচিত, যেন ক্ষমার বাতাস তা সহজেই উড়িয়ে নিয়ে মুছে দিতে পারে। আর যখন কেউ আমাদের কোনো উপকার করে তখন তা পাথরে খোদাই করে লিখে রাখা উচিত, যেন কোনো বাতাসই তা কখনও মুছে দিতে না পারে।– সংগৃহীত [অনুবাদক])

এ জাতীয় লোকেরা নিজেরাও সুখে থাকে, অন্যদেরকেও সুখে রাখে।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত ও জবান থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুমিন সে, যাকে মানুষ নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে।'

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন–

'আল্লাহ ﷻ আমাকে আদেশ করেছেন, যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে, যে আমার উপর জুলুম করে, তাকে ক্ষমা করে দিতে এবং যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে (দু হাত ভরে) দিতে।'

﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ﴾

আর যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। [সূরা আলে ইমরান : ১৩৪]

শান্তি ও সৌভাগ্যের অমূল্য নেয়ামত পৃথিবীতে তারাই লাভ করবে। তারাই পরকালে পরম প্রভুর কাছ থেকে মহাসাফল্য লাভে ধন্য হবে।

﴿فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾

'যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।' [সূরা ক্বামার :৫৫]

সফলতার মন্ত্র - ১৮

যিকির করো, আত্মাকে শান্তি দাও

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

জেনে রেখো! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা শান্তি পায়। [রা'দ : ২৮]

সততা আল্লাহ ﷻ-র প্রিয়। একনিষ্ঠতা আত্মার সাবান। বেশি সাওয়াব অর্জন ও আত্মিক প্রশান্তি লাভে যিকিরের চেয়ে উত্তম নেই কিছুই।

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। [সূরা বাকারা : ১৫২]

দুনিয়ার জান্নাত হলো আল্লাহ ﷻ-র যিকির। ইহলোকের এ জান্নাতে যে প্রবেশ করবে না, আখেরাতের জান্নাতেও সে প্রবেশ করতে পারবে না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তির মাধ্যম যিকির। দুশ্চিন্তা-পেরেশানী থেকে অব্যাহতি দেয় যিকির। শুধু তাই নয়, সামগ্রিক সফলতার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথও এই যিকির।

কোরআন পড়ে দেখো, জানতে পারবে যিকিরের উপকারিতা। পরীক্ষা করে দেখো, পাবে মুক্তির দিশা। আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের কারণে দূর হবে তোমার ভয়-ভীতি। কেটে যাবে তোমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মেঘ। বিতাড়িত হবে হতাশার অমানিশা।

যারা যিকির করে তারা হৃদয়ে অনুভব করে এক আশ্চর্য প্রশান্তির আবেশ– এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনটা হওয়াই তো

বাঞ্ছনীয়। বরং যারা যিকির করে না, তারা বেঁচে আছে কীভাবে– সেটাই তো আশ্চর্যের?

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

তারা মৃত প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে জানে না। [সূরা নাহল : ২১]

ওহে! যার রাত কাটে নিদ্রাহীন। যার অন্তর দুশ্চিন্তা-পেরেশানীতে পর্যবসিত। যার জীবন বিপদ-আপদে জর্জরিত। তুমি স্মরণ করো আল্লাহ ﷻ-কে।

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে জানো? [সূরা মারয়াম : ৬৫]

তুমি আল্লাহ ﷻ-কে যে পরিমাণ ডাকবে, তোমার আত্মা সে পরিমাণই প্রশান্তি লাভ করবে। কারণ, আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের অর্থই হচ্ছে তাঁর উপর ভরসা করা; তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া; তাঁর প্রতি সু–ধারণা পোষণ করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা। যখন তাঁকে ডাকা হয়, তখন অতি নিকটেই থাকেন তিনি। বান্দার আবেদনে সাড়া দেন। তার সমস্যার সমাধান করেন। তাই, তাঁর সাথেই সম্পর্ক জুড়ো। তাঁকেই ভয় করো। তাঁর সামনেই মাথা নত করো। তাঁর যিকিরেই জিহ্বাকে তাজা রাখো। তিনি এক– এ বিশ্বাসে অবিচল থাকো। বেশি বেশি তাঁর প্রশংসা করো। কাকুতি মিনতি করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। দেখবে, (ইনশাআল্লাহ) সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে তুমি।

﴿فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সাওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সাওয়াব। [সূরা আলে ইমরান : ১৪৮]

সফলতার মন্ত্র- ১৯

হিংসা করো না

হিংসা এমন এক এসিড, যা পুড়িয়ে ফেলে হাড্ডিকে। এটি এমন এক ব্যধি যা তিলে তিলে ক্ষয় করে দেহকে। হিংসুক ব্যক্তি নিজেই জালেম। কিন্তু সে নিজেকে প্রকাশ করে মজলুম হিসেবে। বন্ধুরূপী শত্রু সে। হিংসা এমন আগুন, যে আগুনে হিংসুকই প্রথম জ্বলে পুড়ে মরে। হিংসা আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করে। দুশ্চিন্তা পেরেশানী চুষে নেয় আমাদের রক্ত। কেড়ে নেয় আমদের ঘুম। হিংসুক অন্যের জন্য আগুনের গর্ত খনন করে এবং সে আগুনে নিজেই সর্বপ্রথম ঝাঁপ দেয়। হিংসা– দুঃখ-বেদনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বয়ে এনে শান্তিময় জীবনকে করে দেয় বিষাদময়।

হিংসুক ব্যক্তির সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে, সে আল্লাহ ﷻ-র সঙ্গো বিবাদ করে। আল্লাহ ﷻ-র ইনসাফের দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলে। শরীয়তের বিধান অমান্য করে। রাসুলের বিরোধিতা করে।

হিংসুক ব্যক্তি আমৃত্যু হিংসার আগুনে পুড়ে মরে। যতক্ষণ না তোমার কাছ থেকে আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে; কিংবা তোমার প্রতিভা ও যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা তুমি তোমার সদগুণাবলি বিসর্জন দিচ্ছো; ততক্ষণ সে ক্রোধের অনলে জ্বলতে থাকে। তোমার বিসর্জনেই তার অর্জন। তোমার কষ্টেই তার সুখ।

হিংসুকের অকল্যাণ থেকে আমরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হিংসুক ব্যক্তি সেই বিষধর কালো সাপের মতো, যে কোনো নিষ্পাপ দেহে তার বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তি পায় না।

তাই, হিংসা থেকে দূরে থাকো। হিংসুক হিংসা থেকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لَم ينالوا سعيَهُ • فالناسُ أعداءٌ لهُ وخُصومُ

كَضَرائِرِ الحسناءِ قُلْن لوجهِهَا • حَسداً ومقتاً إنهُ لذميمُ

যে উৎর্ষতায় তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে, তাকে তারা হিংসা করে,
তার প্রতি শত্রুতা পোষণ ও তার বিরুদ্ধাচরণ করে,

এরা সেই হিংসুটে নারীদের মতো যারা হিংসার অনলে পুড়ে অন্য সুন্দরী সম্বন্ধে বলে বেড়ায়–সে চরিত্রহীনা।

এক কবি বলেন–

هُمْ يَحْسُدونِي عَلى مَوْتِي فَوَا أسفاً • حَتَى عَلى الْمَوتِ لا أَخْلو مِنَ الحَسدِ

আমার মৃত্যুতেও তারা হিংসা করবে, আহা! এটা কতই না আফসোসের বিষয় যে, মৃত্যুও তাদের হিংসা থেকে আমাকে রেহাই দেবে না।

আরেক কবি বলেন–

وشَكَوتَ مِن ظُلمِ الْوشاةِ ولنْ تَجِدْ • ذَا سؤددٍ إلا أُصيبَ بحُسَّدِ

لَا زلت ياسِبط الكرامِ محسَّداً • والتافهُ المسكينُ غيرُ محسَّدِ

গুজব রটনাকারীদের অবিচার সম্বন্ধে আমি অভিযোগ করলাম, তুমি এমন কোনো সম্মানিত ও সফল ব্যক্তি পাবে না, যে নাকি হিংসার ছোবল থেকে বাঁচতে পেরেছে।

হে সম্মানিত বন্ধু! হিংসার শিকার তুমিও, তবে অসহায় ও হতভাগ্যদের কেউ হিংসা করে না।

সফলতার মন্ত্র-২০

জীবনের সবকিছু সহজভাবে নাও

পৃথিবীর সুখ-শান্তি ক্ষণিকের। বিপদের শেষ নেই এখানে। পৃথিবীর চেহারা অনুজ্জ্বল। কপট তার স্বভাব। এখানে বিপদ-আপদের পালাবাদল মানুষের জীবনে অবিরাম চলমান। তুমি এমন একজন বাবা, স্ত্রী বা বন্ধু পাবে না যে ঝামেলা মুক্ত। এমন কোনো ঘরবাড়ি বা অফিস-আদালত পাবে না, যেখানে সমস্যা নেই।

এখানে ভালো-মন্দ, ঠান্ডা-গরম দুটোই পাশাপাশি থাকবে– এমনটিই আল্লাহ ﷻ-র ফায়সালা। এখানে সুখ-দুঃখ গলাজড়াজড়ি করে চলবে– এমনিটই আল্লাহ ﷻ-র এরাদা। পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দের দেখা কেবল জান্নাতেই থাকবে। আর জাহান্নামে থাকবে কেবল দুঃখ-দুর্দশা আর কষ্ট-বেদনা।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻ-র যিকির ও যিকির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং আলেম ও তালেবে ইলম ছাড়া জগত ও জগতের মাঝে যা কিছু আছে তার সবই অভিশপ্ত।

তাই, কল্পনার ডানায় ভর করে স্বপ্নরাজ্যে ভেসো না। আঁকড়ে ধরো বাস্তবতাকে। পৃথিবী যেমন, তাকে তেমনই গ্রহণ করো। জীবনের স্বাভাবিকতা মেনে নাও। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার আবর্তন-বিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নাও নিজেকে। এখানে কোনো বন্ধুই খাঁটি

নয়। কোনো স্বপ্নই পূরণীয় নয়। দুনিয়ার বৈশিষ্ট্যের মাঝেই পরিপূর্ণতা নেই। তোমার স্ত্রী সর্বগুণসম্পন্না হবে, সবদিক থেকে হবে তোমার মনের মতো– এমনটি কখনও ভেবো না।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে–

কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিনা নারীকে খারাপ না ভাবে। যদি তার কোনো অভ্যাস ভালো না লাগে, তা হলে অন্য কোনোটি ভালো লাগবে।

অতএব, আমাদের উচিত, মানিয়ে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করা। সহজকে গ্রহণ করা ও কঠিনকে বর্জন করা। নিজেকে সংশোধন করা ও অন্যের ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা।

সফলতার মন্ত্র-২১

বিপদগ্রস্তদের দেখে সান্ত্বনা লাভ করো

তোমার চারপাশে তাকাও। দেখো, সবদিকেই বিপদগ্রস্তদের হাহাকার। হতভাগাদের আর্তচিৎকার। প্রতিটি ঘরেই কষ্টের চলছে মাতম। প্রতিটি গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রু। আর্তনাদে কাঁপছে প্রতিটি জনপদ। চারিদিকে কত বিপদ! কত মসিবত! ভালো করে তাকিয়ে দেখো, এখানে কেবল তুমি একাই নও বিপদগ্রস্ত। হিসাব মেলালে দেখবে, অন্যদের তুলনায় তোমার বিপদ খুবই কম।

কত রোগী বছরের পর বছর বিছানায় শুয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রনায় ভুগছে; কষ্টে ছট্‌ফট্ করছে; ব্যথায় কাতরাচ্ছে; হচ্ছে না সুস্থ। কত মানুষ জেলখানার অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দি হয়ে আছে। পারছে না সূর্যের আলোটুকু দেখতে। সে চেনে না জেলখানার ভেতরটা ছাড়া কিছুই।

কত নারীর বুক হয়েছে খালি। তার বুকের মানিককে শৈশব, কৈশোর কিংবা যৌবনেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কত মানুষ দুশ্চিন্তার পাহাড়ে চাপা পড়ে আছে। কতজন ঋণগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত। তুমি তাদরকে দেখে সান্ত্বনা খুঁজে নাও। একটি কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো– 'দুনিয়া ঈমানদারদের জন্য জেলখানা'।

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর ঘর এ দুনিয়া। এখানে সকালের সমৃদ্ধ প্রাসাদগুলো সন্ধ্যায় বিরাণ হয়ে যায়। এখানে জীবন কখনও শান্তিময় কখনও বিষাদময়। এখানে এমন অনেক ঘর আছে, যা আনন্দ-সুখে,

ধন-ঐশ্বর্যে, সন্তান-সন্ততিতে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতায় কানায় কানায় পূর্ণ। যে ঘরের সবকটি মানুষ মিলেমিশে আছে। হঠাৎ দারিদ্র, মৃত্যু, ক্ষুধা, বিচ্ছেদ আর রোগ-শোক তাদের সুখের ঘরে হানা দিয়ে তছনছ করে দেয় সব।

﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ﴾

> আর তোমাদের জানা হয়ে গেছে যে, আমি তাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছি এবং তোমাদের জন্য আমি দৃষ্টান্তও পেশ করেছি। [সূরা ইবরাহীম : ৪৫]

অতএব, উট যেমন মরুভূমিতে চলার জন্য অভ্যস্ত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তুমিও নিজেকে বিপদ-আপদের জন্য অভ্যস্ত করে নাও। জীবন এক দীর্ঘ সফরের নাম। তাই, ভারসাম্য রক্ষা করে চলো। চারপাশের মানুষজন ও পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তগুলো সামনে রাখো। তাদের মাঝে ও তোমার মাঝে তুলনা করে দেখলে বুঝতে পারবে, তাদের তুলনায় কতোটা ভালো আছো তুমি।

জীবন-পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খেলে খেই হারিয়ে ফেলো না। বরং ধৈর্য ধরো এবং আদায় করো আল্লাহ ﷻ-র শুকরিয়া। তিনি যা নিয়ে গেছেন, তাতে সাওয়াবেবর আশা রাখো, এবং আশপাশের লোকদের দেখে সান্ত্বনা লাভ করো।

আল্লাহ ﷻ-র রাসুল ﷺ আমাদের জন্য ধৈর্যের উৎকৃষ্ট উপমা রেখে গেছেন। তাঁর মাথায় উটের ভুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দেহ মোবারক থেকে রক্ত ঝরেছিল, চেহারা রক্তাক্ত হয়েছিল, সাথিবর্গসহ তাঁকে সংকীর্ণ উপত্যকায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল, যেখানে তিনি গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁকে মাতৃভূমি মক্কা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে চারটি দাঁত শহীদ করা হয়েছিল। তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর নামে মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল। সাথি-সঙ্গীদের অনেককেই শহীদ করা হয়েছিল। তাঁর সকল ছেলে ও অধিকাংশ কন্যার মৃত্যু-শোক সইতে হয়েছিল। ক্ষুধার জ্বালায় পেটে

পাথর বাঁধতে হয়েছিল। তাঁকে কবি, যাদুকর, গণক, মিথ্যাবাদী, পাগল হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল; যা ছিল শারীরিক কষ্টের চাইতেও অধিক কষ্টকর।

পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে যাকারিয়া ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছিল। জবাই করা হয়েছিল ইয়াহইয়া ﷺ-কে। অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়েছিল মুসা ﷺ-কে। অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল হযরত ইবরাহিম ﷺ-কে।

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামও শিকার হয়েছিলেন একই অবস্থার। তারাও সহ্য করেছিলেন বর্ণনাতীত নির্যাতন-নিপীড়ন। উমর رضي الله عنه-কে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছিল। উসমান رضي الله عنه-কে শহীদ করা হয়েছিল। আলী رضي الله عنه-কে বর্ষা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এছাড়া নির্যাতিত হয়েছিলেন বহু মুসলিম ইমাম ও মনীষীগণও। তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, জেলখানায় বন্দি করা হয়েছিল। কষ্টের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল তাদের উপর।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا

তোমরা কি মনে কর য, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। [সূরা বাকারা : ২১৪]

সফলতার মন্ত্র-২২

সালাতকে আপন করো

‘﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾’

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। [সূরা বাকারা : ১৫৩]

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় যখন জড়িয়ে পড়বে তুমি, হতাশা ও দুশ্চিন্তা যখন ঘিরে ধরবে তোমায়, তখন দেরি না করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাও। দেখবে, হৃদয়ে শান্তি পাবে। অন্তর শীতল হবে। (ইনশাআল্লাহ) সালাত তোমার সকল দুশ্চিন্তা ও সমস্ত পেরেশানীর কালো মেঘ দূর করে দেবে। রাসুল ﷺ-র সামনে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা দিতো, তখন তিনি বলতেন–

أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ

‘হে বেলাল! সালাতের আযান দিয়ে আমাদেরকে শান্তি দাও’।

সালাত ছিল তাঁর চোখের শীতলতার কারণ। সালাত ছিল তাঁর মানসিক প্রশান্তির মাধ্যম। আমি বহু মানুষের জীবনী পড়ে দেখেছি, বিপদে পড়লেই তারা সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সালাতের মাধ্যমে তারা লাভ করতেন সুদৃঢ় মনোবল ও ইস্পাত কঠিন হিম্মত।

তোমার মনে যখন বাসা বাঁধবে ভয়, তোমার জীবন যখন তলোয়ারের নীচে ধরা হবে মেলে, সেসময় মনে সাহস জোগাতে ও দৃঢ়প্রত্যয়ী

থাকতে সালাতের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকরী আর কিছু নেই। আর সালাতুল খওফ তথা ভয়ের নামাযের দর্শন এটিই।

আজ যারা মানসিক বৈকল্যের শিকার, হতাশার আঁধারে নিমজ্জিত যাদের জীবন, মসজিদই তাদের শেষ আশ্রয়। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সালাতের বিকল্প নেই। অশ্রু নষ্ট করে দিতে পারে চোখ, দুশ্চিন্তা বিকল করে দিতে পারে স্নায়ু, কিন্তু এ থেকে মুক্তি পেতে হলে আঁকড়ে ধরতে হবে সালাত।

তুমি যদি স্থিরচিত্তে একটু ভাবো, তা হলে বুঝতে পারবে, দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দয়াময় প্রভুর এক মহা নেয়ামত। সালাত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা। আল্লাহ ﷻ-র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব ও বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়। আমাদের রোগ-ব্যাধির মহৌষধ। এই সালাত মনে আনে শান্তি। ঈমান-ইয়াকীনে আনে দৃঢ়তা। তাকদীরের প্রতি আনে সন্তুষ্টি।

যারা সালাত ও মসজিদ থেকে দূরে থাকে, দুর্ভোগ-যাতনা তাদের চিরসাথী। একের পর এক সমস্যার চক্রাবর্তে তারা থাকে বন্দি।

﴿فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। তাদের আমল বিফল হয়ে গেছে। [সূরা মুহাম্মাদ : ৮]

সফলতার মন্ত্র-২৩

সর্বাবস্থায় ভরসা করো আল্লাহ ﷻ-র উপর

আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা, তাঁর অঙ্গীকারসমূহের উপর বিশ্বাস, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ, তাঁর ফয়সালা উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ ও এই আস্থা রাখা যে, তিনি সব কিছু সহজ করে দেবেন– এ সবই ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুমিনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

কারণ, বান্দা যখন তার উত্তম পরিণতির ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী হয়, যখন সে নিজের সকল কাজে তার প্রতিপালকের উপর ভরসা করে, তখন সে আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য লাভের হকদার হয়ে যায়।

ইবরাহীম ﷺ-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,

আল্লাহ ﷻ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। অতএব আল্লাহ ﷻ তাঁর জন্য আগুনকে ফুল বাগান বানিয়ে দিয়েছিলেন।

রাসুল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে যখন কাফেরদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছিল, তখন তাঁরা বলেছিলেন–

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৩]

ফলে আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

﴿فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ﴾

অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এলো। কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট ও রাজি, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৪]

দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সঙ্গে মানুষ একাকী লড়াই করতে পারে না। পারে না একাকী বালা-মসিবতের সামনে দাঁড়াতে। কারণ, তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুর্বলরূপে।

তবে হ্যাঁ, যদি সে ভরসা করে তার রবের উপর, নিজের বিষয়-আশয় সোপর্দ করে দেয় তাঁর হাতে, তা হলে করতে পারে সবকিছুই।

﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

আর তোমার আল্লাহর উপরই ভরসা কর; যদি তোমরা মুমিন হও। [সূরা মায়িদা : ২৩]

তাই, যারা নিজের মঙ্গল চায়, তাদের উচিত আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা করা। যিনি মহা ক্ষমতাধর ও অমুখাপেক্ষী। যিনি পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী। তিনিই পারেন তাদেরকে সংকট-সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে।

অতএব,

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

কে–

রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করো। যদি তোমার সম্পদ কমে যায়, ঋণ বেড়ে যায়, আমদানি হ্রাস পায়, তা হলে বলো–

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

সর্বাবস্থায় ভরসা করো আল্লাহ ﷻ-র উপর

যখন শত্রুর ভয় তোমাকে জেঁকে ধরে অথবা জালিমের ভয়ে হয়ে যাও ভীত কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মুষড়ে পড়ো তুমি, তখন বলো–

﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

আরও বলো –

كَفِي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

(তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।)

আল্লাহ ﷻ-র জমিনে ভ্রমণ করো

ভ্রমণ বক্ষকে করে উন্মুক্ত। নৈরাশ্য ও একগুঁয়েমিকে করে বিদূরিত। সৃষ্টিজগতের উন্মুক্ত গ্রন্থটি পড়ো। দেখবে, কুদরতের বহু কলম পৃথিবীর পাতায় পাতায় অবিরাম সৌন্দর্যের কথা লিখে যাচ্ছে। আরও দেখতে পাবে, মনোরম উদ্যান, সুদৃশ্য বন-বনানী ও অপরূপ প্রাকৃতি।

তাই ঘর থেকে বের হও। চারপাশটাকে একটু দেখো। পাহাড়ে চড়ো। উপত্যকায় ঘুরে বেড়াও। স্বচ্ছ-নির্মল পানিতে ডুব দাও। ফুলের ঘ্রাণ নাও। দেখবে, আত্মা খুঁজে পাবে অবাধ স্বাধীনতার সুখ। মন ভরে উঠবে প্রশান্তিতে।

যেমন, পাখিরা কিচিরমিচির করে। খোলা আকাশে উড়ে বেড়ায় স্বাধীনভাবে।

ঘরের বাইরে যাও। চোখ থেকে খুলে ফেলো কালো চশমাটা। তারপর আল্লাহ ﷻ-র তাসবীহ জপতে জপতে জমিনে ভ্রমণ শুরু করো। এরপরও যদি তুমি একাকী ঘরে বসে থাকো, তা হলে বুঝবে তুমি আছো আত্মহত্যার পথে। মনে রেখো, যে কামরাটিতে তুমি থাকো সেটিই পুরো দুনিয়া নয়! আর তুমি একাই কিন্তু নও গোটা সমাজ!

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো, হালকা অবস্থায় হোক কিংবা ভারী অবস্থায়। [সূরা তওবা : ৪১]

এসো! পুকুর পাড়ে বসে, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে, পাখ-পাখালির ভীড়ে কোরআন তেলাওয়াত করো। কান পেতে শোনো কী অপরূপ সুর–ছন্দে স্রষ্টার প্রেমে পাখিরা গেয়ে যাচ্ছে গান। বয়ে চলা পানির ধারা বর্ণনা করে যাচ্ছে পাহাড়ের বুক বেয়ে তার নেমে আসার গল্প।

أَيُّها الشَّاكِي وَمَا بِكَ دَاءٌ • كُنْ جَمِيْلًا تَرَي الْوُجُوْدَ جَمِيْلًا

أَتَرَى الشَّوْكَ فِي الْوُرُوْدِ وتَعْمَى • أن تَرَى فَوقَهُ النَّدى إكْلِيلاً

হে অভিযোগকারী (তুমি অভিযোগ করছ) অথচ (অভিযোগ করার মতো) তোমার কিছুই হয়নি। তুমি সুন্দর হও, দেখবে গোটা সৃষ্টিজগত কত সুন্দর।

তুমি কি গোলাপের মাঝে শুধু কাটাই দেখতে পাচ্ছ? তার উপর মালার মতো অপরূপ শিশির বিন্দু কণা কি চোখে পড়ছে না তোমার?

সংকট-সমস্যায় জর্জরিত যাদের জীবন, মানসিক অস্থিরতায় ডুবন্ত যাদের প্রাণ, ডাক্তাররা বলেন, ভ্রমণ তাদেরকে দিতে পারে আনন্দ ও আরোগ্য দান।

তাই! ভ্রমণে বের হও। মনে শান্তি পাবে। হৃদয় প্রফুল্ল হবে। সময়কে ব্যয় করো চিন্তা ও গবেষণায়।

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا﴾

তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এস অনর্থক সৃষ্টি করেননি। [রা আলে ইমরান : ১৯১]

সফলতার মন্ত্র - ২৫

ধৈর্যশীল হও

দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তারা যে কোনো বিপদের মোকাবেলা করতে পারেন। তাছাড়া এ সময় ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া তোমার আমার আর কী-ই বা করার আছে বলো?

এক মহৎ ব্যক্তি ছিল। বিপদ-আপদের পালা বদল তার উপর সদা নিপতিত ছিল। তথাপি তিনি আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা করে ধৈর্য ধরে ছিলেন। মহৎ ব্যক্তিরা এমনই হয়ে থাকেন। হাজারো বিপদ-আপদ তারা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেন। সংকট-সংকীর্ণতা উত্তমরূপে কাটিয়ে উঠেন।

আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه, অন্তীম রোগে আক্রান্ত হলে লোকেরা তাঁকে দেখতে এলো। তারা জিজ্ঞেস করল, আমরা কি আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডাকবো?

তিনি বললেন, ডাক্তার আমাকে দেখে গেছেন।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কী বলে গেছেন?

তিনি বললেন, ডাক্তার বলে গেছেন, আমি যেন যা ইচ্ছা তা-ই করি।

ধৈর্য একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্যেই হওয়া উচিত। ধৈর্যে যেন থাকে মুক্তির দৃঢ়তা; থাকে উত্তম পরিণতির আশা। ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে

নিয়ত যেন এমন থাকে যে, এটি আমার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।

> أخلِقْ بذي الصَّبرِ أنْ يحظى بحاجتِهِ • ومُدْمِنِ القرْعِ للأبوابِ أن يلِجا
>
> ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, যে অনবরত দরজার কড়া নেড়ে যায়, সে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

তুমি ধৈর্য ধরো। সমস্যা যত প্রকটই হোক, পথ যত বিপদ-সঙ্কুলই হোক, ধৈর্য ধারণ করলে সাহায্য অবশ্যই আসবে। কারণ, দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির পরেই নেমে আসে অনাবিল সুখ। নির্মল প্রশান্তি। পৃথিবীর বহু সফল ব্যক্তির জীবনী আমি পড়েছি। কঠিন বিপদ-আপদে তাদের ধৈর্য-সহ্যের ক্ষমতা দেখে হতবাক হয়েছি। সমস্যা-সংকট তাদের উপর এভাবে এসেছিল, যেভাবে বৃষ্টি ঝরে আকাশ থেকে। কিন্তু তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যের উপর অবিচল থেকেছেন। অটল থেকেছেন পাহাড়ের মতো। ফলে কিছুদিন পরই আলোকিত প্রভাত বিজয়ের বার্তা নিয়ে তাদের সামনে উদিত হয়েছে। তাদের জন্য নেমে এসেছে আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য।

তারা বিপদ-আপদে কেবল ধৈর্যই ধরেননি; বরং সফলভাবে সংকটের মোকাবেলা করেছেন এবং বালা- মসিবতকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন–

> اِنْ كَانَ عِنْدَكَ يَا زَمَان بَقِيَّة • مِمَّا يُهَانُ بِه الْكِرَام فَهَاتِهَا
>
> হে যুগ! তোমার কাছে যদি (সমস্যা-সংকটের) আর কিছু অবশিষ্ট থাকে। যা দ্বারা তুমি সম্মানিতদের করতে চাও লাঞ্ছিত তবে তা নিয়ে আস।

সফলতার মন্ত্র- ২৬

সারা দুনিয়ার বোঝা তোমার কাঁধে তুলে নিও না

কিছু মানুষ এমন আছে, যাদের মাথার ভেতর সারাক্ষণ চলতে থাকে বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে তারা আক্রান্ত হয় পেটের পীড়া, ব্লাড প্রেসার, ডায়বেটিকসহ নানা ধরনের মারাত্মক ব্যাধিতে। তাদের ভেতর সারাক্ষণ জ্বলতে থাকে হাজারো বিষয় ও ঘটনার অগ্নি। যা তাদেরকে প্রতিনিয়ত অস্থিরতায় ভোগায়।

অল্পতেই নৈরাশ্য এদের জেঁকে ধরে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখলে এরা ক্ষেপে যায়। এভাবে সর্বদাই তারা অস্থির, উদ্বিগ্ন, বিরক্ত ও বিষণ্ণ থাকেন।

﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

> যে কোনো শোরগোলকেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। [সূরা মুনাফিকুন : ৪]

এ ধরনের লোকদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, সারা দুনিয়ার বোঝা তুমি তোমার কাঁধে তুলে নিও না। যা কিছু ঘটে তার বোঝা ভূমিকেই বহন করতে দাও। কিছু কিছু মানুষের মন যেন স্পঞ্জ; যা সব ধরনের গুজব-রটনাই শুষতে থাকে। সামান্যতেই তারা হয়ে পড়ে উৎকণ্ঠিত। খুশির ক্ষুদ্র উপকরণেই হয়ে যায় অত্যধিক আনন্দিত। স্বল্প সমস্যাতে

তাদের মন হয়ে যায় অস্থির। এ ধরণের মানসিকতা যার আছে তার ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বিলুপ্ত। কখনো বা তার অস্তিত্বই পড়ে যায় হুমকির মুখে।

যারা সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত, সমস্যা-সংকট তাদের বিচলিত করে না; বরং এগুলো তাদের ঈমান-ইয়াকিনে বৃদ্ধি ঘটায়। পক্ষান্তরে দুর্বলচিত্তদের জন্য বিপরিত অবস্থাটাই সত্য। সমস্যা-সংকট ও প্রতিকূল অবস্থা তাদের ভয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। অথচ বীর পুরুষদের দেখো, দুর্যোগের বিরুদ্ধে তারা কেমন হাসিমুখে খেলা করে। সাহস তাদের পাহাড়সম। বিশ্বাস তাদের সুদৃঢ়। স্নায়ু তাদের সুশীতল। তারা হয়ে থাকেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর থাকে তাদের মন।

এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে কাপুরুষ ও ভীরুদের মাঝে। বিপদের আশঙ্কা ও কল্পিত সংকটের তারবারী তাদেরকে প্রত্যহ দ্বিখন্ডিত করতে থাকে বারবার।

অতএব, জীবনে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি যদি তোমার কাম্য হয়, তা হলে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় সচেস্ট হও।

﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। [সূরা রূম : ৬০]

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾

এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না। [সূরা নাহল : ১২৭]

পরিবেশের চেয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হও তুমি। দুর্বিপাকের ঝড়ো হাওয়ার চেয়েও কঠিন হও তুমি। মনে রেখো, ভীতু ও দুর্বলমনারা করুণার পাত্র হয়ে থাকে। কালের আবর্তন-বিবর্তন তাদেরকে বিচলিত করে তোলে।

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾

Contents

তুমি তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক লোভী দেখতে পাবে। [সূরা বাকারা : ৯৬]

আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মপ্রত্যয়ীরা আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

﴿فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾

তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন। [সূরা ফাতাহ : ১৮]

সফলতার মন্ত্র- ২৭

তুচ্ছ কারণে ভেঙ্গে পড়ো না

অনেক মানুষ আছে যারা অতি তুচ্ছ কারণে অল্পতেই ভেঙে পড়ে। হয়ে যায় বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন।

وتعْظُمُ في عينِ الصغيرِ صغارُها * وتصغرُ في عينِ العظيمِ العظائِمُ

ছোট (মনের) মানুষের চোখে ছোট জিনিসও দেখায় বড়, আর মহৎ মানুষের চোখে বড় জিনিসও দেখায় ছোট।

মুনাফিকদের অবস্থা দেখো। তাদের হিম্মত কত দুর্বল। সংকল্প কত নড়েবড়ে। তারা বলে–

﴿لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ﴾

গরমের মধ্যে অভিযানে বের হওয়া না । [সূরা তওবা : ৮১]

﴿ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ﴾

আমাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে) অব্যহতি দিন। আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। [সূরা তওবা : ৪৯]

﴿إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ﴾

আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। [সূরা আহযাব : ১৩]

﴿نَخْشٰى أَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ﴾

আমাদের আশংকা হয়– আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে। [সূরা মায়িদা : ৫২]

﴿وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। [সূরা আহযাব : ১২]

কতই না নীচ তারা! কতই না অনুভূতিহীন! দৃষ্টি তাদের পেটপূজা, বাড়ি-গাড়ি আর দালান কোঠার মাঝেই সীমাবন্ধ। বিস্তীর্ণ আকাশের অধরা উচ্চতার দিকে তাকাতে তারা অভ্যস্ত নয়। শ্রেষ্টত্বের তারকারাজির দিকে তারা চায় না চোখ মেলে দেখতে। তাদের চিন্তার পরিধি জুড়ে রয়েছে কেবল দামি গাড়ি, জামা, জুতা ও খাওয়া- দাওয়া এসব।

আবার এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, বউ-বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়েই যাদের অহর্নিশ ব্যস্ততা। ছোট খাটো ঝগড়া, গালমন্দ কিংবা ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েই যারা মর্মপীড়ায় ভোগে। তাদের সামনে সুউচ্চ কোনো লক্ষ্য নেই। মহৎ কোনো পরিকল্পনা নেই । কথায় বলে— ‘পাত্র যখন শূন্য হয়, বাতাসে তা পূর্ণ হয়।’

তাই, ভেবে দেখো, যে বিষয়টি নিয়ে তুমি পেরেশানীতে ভুগছো তা কোন পর্যায়ের। সেটি কি আদৌ পেরেশান হবার মতো কোনো বিষয়? বিষয়টি কি এতটাই জটিল যে, তুমি তার জন্য তোমার রক্ত, মাংস, সময়, শান্তি সবকিছু নষ্ট করবে? তা হলে যে এ ব্যবসায় তোমার কেবল লোকসানই গুণতে হবে।

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্য মতে, প্রতিটি বস্তুকে তার প্রাপ্য মূল্যানুপাতে মূল্য দিতে হবে। এরচেয়েও বিশুদ্ধতম কথা হলো আল্লাহ ﷻ-র বাণী—

﴿قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا﴾

আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করে রেখেছেন। [সূরা তালাক : ৩]

অতএব, প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন তার বাস্তবতা, প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুপাতে করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি করা যাবে না।

তুচ্ছ কারণে ভেঙ্গো পড়ো না

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার একটি ঘটনা স্মরণ করো। রাসুল ﷺ-র হাতে সাহাবায়ে কেরাম বাইআত হচ্ছিলেন। তখন তাঁদের সমস্ত মনোযোগ ও চিন্তা চেতনা ছিল বাইআতকে ঘিরেই। ঠিক সে সময় তাদের সঙ্গো এমন এক লোকও ছিল, যে ছিল তার হারানো উটের চিন্তায় বিভোর। ফলে সে বঞ্চিত হয়েছিল বাইয়াতের মহান নেয়ামত থেকে। মাহরূহ হয়েছিল আল্লাহ ﷻ-র স্থায়ী সন্তুষ্টি অর্জন থেকে।

সুতরাং, তুচ্ছ-নগন্য বস্তুর জন্য পেরেশান হয়ো না। দেখবে, অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আনন্দ ও সুখে কাটবে তোমার সময়।

সফলতার মন্ত্র-২৮

আল্লাহ ﷻ যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো

আল্লাহ ﷻ তোমাকে যে ধন-সম্পদ, রূপ-সৌন্দর্য, ঘর-বাড়ি, সন্তান-সন্ততি, মেধা-যোগ্যতা দান করেছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

ঐশী আদেশও সেরকমই–

﴿فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ﴾

আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও। [সূরা আ'রাফ : ১৪৪]

আমাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কেরাম ও ইসলামের সূচনা লগ্নের মানুষেরা গরীব ছিলেন। বাড়ি-গাড়ি, দালান- কোঠা, গোলাম-বাঁদি কিছুই ছিল না তাদের। তথাপি তারা ছিলেন সুখী ও সফল। মানবতার কল্যাণে তারা কাজ করে গেছেন নিরলস। কারণ, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে কল্যাণের যতটুকু তওফীক দিয়েছিলেন, তার যথাযথ প্রয়োগ তারা করেছিলেন। ফলে তারা সকল কাজকর্মে পেয়েছিলেন প্রভূত বরকত।

অপরপক্ষে এমনকিছু মানুষ ছিল যাদেরকে ধন-ঐশ্বর্য, সন্তান-সন্ততিসহ সব ধরণের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। কিন্তু সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে সেসকল নেয়ামত তাদের কোনো কাজেই আসেনি। দুর্ভাগ্য ও অস্থিরতা কখনও তাদের পিছু

ছাড়েনি। পার্থিব উপায়-উপকরণই যে সব কিছু নয়– এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

তুমি দেখবে, এমন অনেক মানুষে রয়েছে, যারা বড় বড় বহু ডিগ্রী বগলদাবা করে ঘুরছে। কিন্তু তাদের মেধা, ও যোগ্যতা অকেজোই থেকে গেছে। এর বিপরীতে তুমি এমনও বহু মানুষ দেখতে পাবে, যাদের ইলম ও জ্ঞান সীমিত। কিন্তু সেটুকুতেই তারা মানবজাতির উপকার ও কল্যাণের জন্য নির্ঝরিনী বানিয়ে প্রবাহিত করছে।

যদি তুমি সুখী হতে চাও, তা হলে আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত তোমার রূপ-সৌন্দর্য যেমনই হোক; যে বংশেই হোক তোমার জন্ম, যেমনই হোক তোমার কণ্ঠ, তাতেই থাকো তুমি সন্তুস্ট। নিজের আয়-উন্নতির উপরই থাকো পরিতৃপ্ত।

ইতিহাস পড়ে দেখো, সেখানে এমন বহু মানুষের কথা উল্লেখ রয়েছে, যাদের জীবন কেটেছে অল্পেতুষ্টিতে। ফলে তারা অর্জন করতে পেরেছিলেন জগতজোড়া সুনাম-সুখ্যাতি।

উদাহরণত:

আতা ইবনে আবী রাবাহ ﵀ : তিনি তার সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। অথচ তিনি পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন। তার গায়ের রঙ ছিল কালো। নাক ছিল চেপ্টা। তদুপরি তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

আহনাফ ইবনে কাইস ﵀ : ধৈর্য ও সহনশীলতায় সমগ্র আরবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ছিলেন শীর্ণকায়, কুঁজো, দুর্বল ও ন্যুব্জ। তার এক পায়ের গোছা ছিল আরেক পায়ের তুলনায় বেশ খাটো।

আ'মাশ ﵀ : তিনি তার সময়ের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন আযাদকৃত গোলাম। তার দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ। ছিলেন হতদরিদ্র। ছেঁড়া-ফাটা ছিল তার পোশাক।

এছাড়াও আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনও আমাদের সামনে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অনেক নবী-রাসুলই মেষ চড়িয়েছিলেন। দাউদ ﷺ ছিলেন

কর্মকার। যাকারিয়া ﷺ ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। ইদরিস ﷺ ছিলেন দর্জি। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব।

মনে রেখো, তোমার মূল্য ও মর্যাদা নির্ণিত হয় তোমার যোগ্যতা ও কর্মে। তাই, রূপ-লাবণ্য, ধন-সম্পদ কিংবা পরিবারে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে সেজন্য দুঃখ করো না। আল্লাহ ﷻ যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾

আমিই তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করে দিয়েছি পার্থিব জীবনে। [সূরা যুখরুফ : ৩২]

সফলতার মন্ত্র - ২৯

জান্নাতের কথা স্মরণ করো

পৃথিবীতে যদি তুমি অভুক্ত, অসুখী, মুখাপেক্ষী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অসুস্থ, প্রতারিত ও অত্যাচারিত হও, তা হলে স্মরণ করো চিরস্থায়ী জান্নাতে কথা। যখন তুমি এমনটি করা শুরু করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে, তখন দেখবে, তোমার লোকসানগুলো পরিণত হবে লাভে। বিপদ-আপদগুলো পরিণত হবে উপহারে।

দুনিয়ার বুকে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী তিনিই, যিনি আখেরাতের জন্য কাজ করেন। কেননা, আখেরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

সৃষ্টিজীকুলের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ সে-ই, যে দুনিয়ার সুখ-শোভা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এ শ্রেণির লোকেরা যখনই কোনো বিপদে পড়ে, তখন ভীষণ রকম ঘাবড়ে যায়। সীমাতিরিক্ত অস্থিরতায় ভোগে। কেননা, তাদের দৃষ্টির সীমা জুড়ে রয়েছে কেবল এই তুচ্ছ-নগণ্য দুনিয়া। তাদের সকল কার্যাদির কেন্দ্র জুড়ে রয়েছে এই পার্থিব জীবন। দুনিয়া ছাড়া তাদের ভাবনায় নেই অন্যকিছুই।

إِنَّ الآخِرَةَ قَدْ اِرْتَحَلتْ مقبِلَةً ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قد اِرْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً

আখেরাত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, আর দুনিয়া যাচ্ছে দূরে সরে।

فَكُوْنُوا مِن أَبناءِ الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِن أَبناءِ الدُّنْيا ،

তাই হও আখেরাতমুখী; দুনিয়ামুখী হয়োনা।

فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ ولا حسابٌ ، وغَداً حسابٌ ولا عَمَلٌ.

মনে রেখো, দুনিয়া আমলের জায়গা, হিসাব-নিকাসের জায়গা নয়; আর আখেরাত হিসাব-নিকাসের জায়গা আমলের জায়গা নয়।

নির্বিঘ্ন জগত-জীবন, নির্ঝঞ্ঝাট সুখ-শান্তিই তাদের একমাত্র কাম্য। অথচ তাদের দিলের মরিচা যদি দূর হতো, তাদের চোখ থেকে যদি মূর্খতার পর্দা সরে যেতো, তা হলে তারা চিরস্থায়ী জান্নাত, তার অফুরন্ত নেয়ামত, সুরম্য অট্টালিকা ও চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভাবতো। পবিত্র কোরআনে জান্নাতের যে সকল গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতো।

জান্নাতের সেই নেয়ামতরাজি পেতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের। জান্নাতের সুখ-শোভা, আরাম-আয়েশ হবে অসীম। আমারা কি ভেবে দেখেছি যে, জান্নাতবাসীরা কখনও হবে না রোগাক্রান্ত। হবে না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারা সেখানে অমর ও চিরকুমার হয়ে থাকবে। তাদের পরিধানের কাপড় কখনো হবে না পুরোনো। জান্নাতের কক্ষগুলো এমন হবে যে, বাইরে থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাইরে দেখা যাবে। সেখানে থাকবে এমনসব নেয়ামত, কোনো চক্ষু যা কখনও দেখেনি, কোনো কান যা কখনও শোনেনি, কোনো অন্তর যার কল্পনাও কখনও করেনি।

আরোহী ব্যক্তি একশ' বছরেও জান্নাতের একটি গাছের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। জান্নাতের একটি তাবুর দৈর্ঘ হবে ষাট মাইল। জান্নাতের নদীগুলো থাকবে সদা প্রবাহমান।

প্রাসাদগুলো হবে সুরম্য ও সুবিশাল। গাছের ফলগুলো থাকবে সন্নিকটে ঝুলন্ত। নির্ঝরিনী প্রবাহিত হতে থাকবে অবিরাম। হাতের কাছেই প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র। বিছানো থাকবে কোমল আসন ও অমূল্য

গালিচা। থাকবে আনন্দ-সুখের পূর্ণ আয়োজন। চারপাশ সুবাসে করবে মৌ মৌ। জান্নাতের সবকিছুই হবে সতেজ-সজীব। এক কথায়, জান্নাতের গুণ-বৈশিষ্ট বর্ণনাতীত।

কী হলো আমাদের বিবেক-বুদ্ধির? কেন আমরা তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করছি না? আমরা সবাই যেহেতু চাই জান্নাতে প্রবেশ করতে, তা হলে রুগ্ন, দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্তদের কিসের দুশ্চিন্তা? শেষ পরিণতি শুভ হবে—এই ভেবে বরং তাদের খুশিই হওয়া উচিত। আমদের সকলেরই উচিত, পার্থিব দুঃখ-কষ্টের প্রতি লক্ষ না করে নেক আমল করে যাওয়া। যাতে পেতে পারি আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতরাজি। হতে পারি তাঁর জান্নাতে হকদার।

﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ﴾

> তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছ, সেজন্য তোমাদের উপর শান্তি; কতই না উত্তম এই পরিণাম। [সূরা রা'দ : ২৪]

সফলতার মন্ত্র- ৩০

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো

তোমার বিবেক ও শরীয়ত দুটোই তোমাকে বলে– মধ্যমপন্থী হতে। বলে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি কোনোটিই না করতে। চরমপন্থা কিংবা নরমপন্থা কোনোটিই অবলম্বন না করতে। সুখ-অন্বেষী ব্যক্তির উচিত নিজের কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা; সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্ট সর্বাবস্থায়ই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। কেননা, পরিস্থিতির প্রভাবে আচার-আচরণে বাড়াবাড়ি কিংবা অপরিমিত শিথিলতা নফসের উপর জুলুম করার নামান্তর। মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তম পন্থা। শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে নির্দিষ্ট একটি মানদন্ড নিয়ে। জীবনের ভারসাম্যতা ন্যায়ানুগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সর্বাধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। তুচ্ছ বিষয়ও তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। আলোকে অন্ধকার মনে হয়। ঈর্ষা, কপটতা ও হিংসা-বিদ্বেষের চতুর্মুখী লড়াইয়ে তার মন ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। সে কল্পনা-বিলাসে মোহগ্রস্ত থাকে। দুনিয়ার সবাইকে সে তার বিরুদ্ধবাদী জ্ঞান করতে থাকে। সবাই তাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত– এমনটি ভাবতে থাকে। এ কারণে সে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর আবর্তে সে ঘুরপাক খেতে থাকে। এমনটা কেবল সে-ই করে, যে আত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত ও ঐশী হুকুম আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ।

﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

প্রত্যেক শোরগোলকেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। [সূরা মুনাফিকুন : ৪]

অতএব, তোমার মনকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। প্রায়ই এমন হয় যে, যে বিষয় নিয়ে অধিক আশঙ্কা করা হয়, তা ঘটে না। তাই তুমি যে বিষয়টি নিয়ে ভয় পাচ্ছো তার সর্বাপেক্ষা অশুভ পরিণতির কথা ভেবে সে পরিণতিতে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকো। এভাবে তুমি নিজেকে সেসকল আতঙ্ক ও অমূলক ধ্যান-ধারণা থেকে রক্ষা করতে পারবে, যেগুলো ঘটার আশঙ্কায় তুমি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে।

অতএব, প্রতিটি বিষয়কে তার বাস্তবতা ও প্রয়োজন অনুপাতে মূল্যায়ন করো। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি করো না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো । অহেতুক সন্দেহপ্রবণ ও কল্পবিলাসী হয়ো না। অলীক ধ্যান-ধারণার পেছনে পড়ো না। ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা–উভয় ক্ষেত্রেই হাদিসে বর্ণিত মাপকাঠি মেনে চলো–

> أَحبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْناً مَا ، فَعَسى أَن يَّكُوْنَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا ، وَأَبغضْ بَغِيْضَكَ هَوْناً مَا ، فَعَسى أَن يَّكُونَ حَبِيْبَكَ يَوْماً مَا
>
> যাকে তুমি ভালোবাস তাকে পরিমিত পরিমাণে ভালোবাসো, কেননা হতে পারে এমন একদিন আসবে, যেদিন সে তোমার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবে। আর যাকে তুমি ঘৃণা করো, তাকে সংযত পরিমাণে ঘৃণা করো। কারণ, হতে পারে এমন একদিন আসবে, যেদিন সে তোমার প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে।
>
> عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে হয়তো বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আল্লাহ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [সূরা মুমতাহিনাহ : ৭]

মনে রেখো, অধিকাংশ আশঙ্কা ও গুজব বাস্তব হয় না ।

তুমিও সফল হবে

ঈমান : সুখময় জীবনের পূর্বশর্ত

ঈমান দূর করে দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্য। ঈমান মোমিনের চোখে আনে প্রশান্তি, ইবাদতকারীর জন্য হয় সান্ত্বনা।

* প্রত্যেক জ্ঞানীই চায় জ্ঞান, সম্পদ ও মর্যাদার মাধ্যমে সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যার মাঝে ঈমান আছে। কেননা, ঈমানের মাধ্যমে অর্জিত সুখ ও সৌভাগ্য স্থায়ী।

* ঈমান, সুস্থতা, স্বাধীনতা, যৌবন ও ইলম– ব্যস, এগুলোর জন্যেই চেষ্টা করে থাকেন জ্ঞানীগণ। অবশ্য কোনো একক ব্যক্তির মাঝে সবকটি গুণের সম্মিলন বিরল।

* খাঁটি ঈমানের মাঝেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য। যার মন-মনন, চিন্তা-চেতনা আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসায় ভরপুর, কেবল সে-ই অনুভব করতে পেরেছে ঈমানের অব্যক্ত স্বাদ।

* দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তর জিনিস হচ্ছে খাঁটি ঈমান, উত্তম চরিত্র, সুস্থ বিবেক, সুস্থ শরীর এবং উত্তর রিযিক।

* রাজা ভৃত্যের সাথে, রাষ্ট্রপ্রধান বডিগার্ডের সাথে, প্রসিদ্ধ কবি অখ্যাত ফকিরের সাথে এবং ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের সাথে সমাধীস্থ হবে। কিন্তু বৃহের জগতে ঈমান ও নেক আমল অনুপাতে সকলেরই স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে।

* 'ওই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে, যে আল্লাহ ﷻ-কে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসুল হিসেবে মেনে নেবে।' এ তিনটি বিষয় সন্তুষ্টি ও সফলতার ভিত্তি।

* খাওয়া-দাওয়ার সুখ একদিনের । ভ্রমন সুখ এক সপ্তাহের। বিবাহের সুখ এক মাসের। ধন-সম্পদের সুখ এক বছরের। আর ঈমানের সুখ সরা জীবনের।

* সব জ্ঞানীরাই ইলম, ধন সম্পদ বা খ্যাতি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের উন্নতি সাধন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের মাঝে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হলো– ঈমানদার। কারণ, তার উন্নতি তার রবের সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত চলমান থাকে।

* পাথর গাছপালা থেকে শক্তিশালী, লোহা পাথর থেকে শক্তিশালী, আগুন লোহা থেকে শক্তিশালী, বাতাস আগুন থেকে শক্তিশালী আর ঈমান– ঝঞ্ঝা বাতাস থেকেও শক্তিশালী।

* একজন মানুষ দুর্বল হতে পারে এবং তার থেকে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মত ঘটনাও ঘটতে পারে। কেননা, মানুষকে স্বভাবতই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক মুহূর্তে সে পথভ্রষ্টও হতে পারে। কেননা, তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু যখন তার অন্তরে ঈমানের বীজ বোপন করা হয় এবং তার গাছ ফল দিতে শুরু করে, তখন তার প্রকৃত চেতনা ও ঈমানের দৃঢ়তা ষোলকলা পূর্ণ করে সামনে আসে।

সালাত পড়ো, সফল হও

'হে বেলাল (তাড়াতাড়ি) সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করো এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে একটু আরাম দাও।' রাসুল ﷺ এটা এজন্য বলেছেন যে, সালাত হলো প্রশান্তির ফোয়ারা। সালাত হলো সেই নির্মল ঠান্ডা হাওয়া যা অন্তরের উপর দিয়ে আলতোভাবে বয়ে যায়। ফলে নিভে যায় ভয় ও দুশ্চিন্তার অগ্নিধারা।

* সালাত বিপদ-আপদ দূরীকরণ ও জটিলতা নিরসনে সাহায্য করে। সালাত নফসের মর্যাদাকে সমুন্নত করে। সালাত রূহকে আলোকিত করে এবং পৌঁছে দেয় সফলতার শিখরে।

* তোমার জন্য সুসংবাদ হলো, সালাত পূর্বের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়। বর্তমান গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। ভবিষ্যত জীবনকে পরিশুদ্ধ করে। সালাত মুক্তি দেয় বন্দিত্ব থেকে। সালাত হয়ে থাকে চোখের শীতলতা।

* সালাত সময়কে করে সুবিন্যস্ত। তাই প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর কোনো একটি সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করে রাখো।

* রজনীর সালাত দিবসের আলো। অন্যের কল্যাণকামিতা অন্তরের পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। দুরাবস্থা থেকে মুক্তির অপেক্ষা– ইবাদত।

* দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা পাঁচটি কাজের মাঝে নিহিত–
১. জামাতের সাথে সালাত আদায় করা ২. অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করা ৩. মুসলমানদের ভালোবাসা অর্জন করা ৪. গুনাহ পরিত্যাগ করা ৫. হালাল রিযিক ভক্ষণ করা।

তুমিও জিতবে

* (তুমিও জিতবে–) চোগলখোর, হিংসুক ও পরচর্চাকারীদের সঙ্গো ওঠাবসা করবে না। কারণ, এরা মানুষের ক্ষতি করে বেড়ায়। এরা মানুষের মাঝে দুঃখ ও হতাশা ছড়িয়ে দেয়।

* (তুমিও জিতবে–) যাপিত জীবনে কোরআনকে বানাও সঙ্গী। মুখস্ত করো কোরআন। তেলাওয়াত শোনো কোরআনের। বোঝার চেস্টা করো কোরআন। হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণে কোরআনের বিকল্প নেই।

* (তুমিও জিতবে–) হালাল রিযিক উপার্জন করো। হারাম থেকে বেঁচে থাকো। মানুষের কাছে হাত পেতো না। মনে রেখো, চাকুরী করা থেকে ব্যবসা করা অধিকতর শ্রেয়। তাই নিজের অর্থ-সম্পদ কাজে-কারবারে বিনিয়োগ করো। জীবন যাপনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।

* (তুমিও জিতবে-) সর্বদা তাকবীরে তাহরীমার সাথে সালাত আদায় করো। মসজিদে বেশি বেশি সময় কাটাও এবং এটাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও। সালাত আদায়ের জন্য আগে আগে মসজিদে যাও। এতে হৃদয়-মনে প্রশান্তি অনুভব করবে।

* (তুমিও জিতবে-) যা কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করো। হতাশ হয়ো না। প্রতিপালকের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করো। তাঁর পক্ষ থেকে ভালো ও মঙ্গালজনক বিষয়ের অপেক্ষা করো।

* (তুমিও জিতবে-) ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের পেছনে পড়ে নিজের সুস্থতা, স্বস্তি, দিবা-নিশীর শান্তি বরবাদ করো না। অর্জিত সম্পদ অপচয় কিংবা হারাম কাজে ব্যয় করো না।

* (তুমিও জিতবে-) হৃদয়ে লালিত ঘৃণার আগুন নিভিয়ে ফেলো। তাকে মাফ করে দাও যে তোমাকে কখনও তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।

* (তুমিও জিতবে-) কখনো এমন ভেবো না যে, তুমি ছাড়া অন্যরা বুঝি পৃথিবীর সব সুখ-সম্ভোগ পেয়ে গেছে। মনে রেখো, এ পৃথিবীতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এবং এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে সকল পেরেশানী থেকে নিরাপদ আছে।

* (তুমিও জিতবে-) বালা-মসিবতের জন্য অপেক্ষা করো না। অকল্যাণকর কিছু কামনা করো না। গুজবে কান দিও না। কুৎসা রটনাকারীদের কথা বিশ্বাস করো না।

* (তুমিও জিতবে-) নির্ভীক, কর্মঠ ও দৃঢ়প্রত্যয়ী হও। মনোবল দৃঢ় রাখো। কোনো বাঁধা-বিপত্তি ও উড়ো কথা তোমার সম্মান ক্ষুন্ন করতে পারবে না।

* (তুমিও জিতবে-) মন্দের প্রতিদান দাও ভালোর দ্বারা। বিনয়ী হও মানুষের প্রতি। পরিহার করো শত্রুতা। সন্ধি করে নাও শত্রুর সাথে। বৃদ্ধি করো বন্ধুর সংখ্যা।

* (তুমিও জিতবে-) রাগ করো না। রাগ এলে চুপ হয়ে যাও। শয়তানে অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় চাও। নিজের স্থান পরিবর্তন করো। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়ো। বেশি বেশি যিকির করো।

সৌভাগ্য ও সফলতার মূলতত্ত্ব

সৌভাগ্য ও সফলতার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে যদি তুমি উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল হও, তা হলে তা পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে থাকো। আর যদি না হও, তা হলে সৌভাগ্য ও সফলতার খোঁজে এদিক-ওদিক শুধু ঘুরতেই থাকবে এবং না পাওয়ার অনুভূতি তোমাকে কেবল দংশন করতেই থাকবে। তোমার উপর ছড়িয়ে পড়বে হতাশার ছায়া। অস্থির হয়ে অভিযোগ করতে থাকবে তুমি।

মতাবস্থায় তুমি অপেক্ষায় থাকো এবং বর্তমানকে অতীত হতে ও। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর তোমার কাছে কিছুই থাকবে না। কবে শুধু স্মৃতির শুষ্ক ডালে ফুলের অঝরা কিছু শুকনো পাঁপড়ি, যার জাপতি উড়ে গেছে অনেক আগে।

* সৌভাগ্য আর সাফল্যের একটিই রাস্তা। যে বস্তু আমাদের ইচ্ছার বৃত্ত থেকে বাইরে; যা আমাদের সাধ্যের অতীত, সেটি হাসিল করার জন্য উন্মত্ত না হওয়া। থামো; ও দিকে আর পা বাড়িয়ো না।

* সৌভাগ্যের চিন্তা আবশ্যকভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। আর এই ভাবনা সৌভাগ্যের অনুভূতি নষ্ট করে দেয়।

* সফলতার মিষ্টতা ধৈর্যের তিক্ততাকে মিটিয়ে দেয়। বিজয়ের স্বাদ কষ্টের ক্লান্তিকে দূর করে দেয়। যেকোনো কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করার মাধ্যমে কষ্ট দূর হয়।

* সফল ব্যক্তিদের ব্যাপারে হিংসুকদের সমালোচনা, প্রকারান্তরে তাদের সফলতারই ঘোষণা। বিনা পারিশ্রমিকে হিংসুকরা তাদের সফলতার প্রচার করে বেড়ায়। হিংসুকদের সমালোচনা তাদের সফলতার স্বীকারোক্তি।

* যে মানুষ নিজেকে নিজে চিনেছে, নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা সম্পর্কে অবগত রয়েছে এবং সেগুলোকে যথাযথ কাজে লাগিয়েছে, সেই প্রকৃত সফলতার আনন্দ লাভ করতে পেরেছে।

* বংশগৌরব ও ধন-সম্পদের নামই সফলতা নয়। দীন, ইলম আদব ও প্রয়োজনের পরিপূর্ণতার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা।

* সফলতার ক্লান্তি স্বস্তিদায়ক। হিম্মতের প্রতিদান সুমিষ্ট। কাজের ঘাম মেশক-আম্বর। স্তুতি-প্রশংসা উত্তম সুগন্ধি।

* যখন আল্লাহ ﷻ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, তোমার আশেপাশের লোকেরাও সন্তুষ্ট থাকবে, সর্বোপরি সন্তুষ্ট থাকবে তোমার নফস এবং তোমার কৃত কাজগুলো যখন হবে কল্যাণকর-তখনই তোমাকে সফল বলে মানা যাবে।

* সফল ব্যক্তি কখনও ফাসেক হতে পারে না, অসুস্থ হতে পারে না, ঋণগ্রস্ত হতে পারে না, গরীব হতে পারে না, চিন্তিত হতে পারে না, বন্দি হতে পারে না এবং মানুষের কাছে অপন্দনীয় হতে পারে না।

* বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দুর্ভোগ, বাধা-বিপত্তি, ধৈর্য-পরীক্ষা ইত্যাদির সমষ্টিগত নাম সফলতা। পক্ষান্তরে অলসতা, অযোগ্যতা, কর্মহীনতা ইত্যাদির নাম ব্যর্থতা।

* নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখো। অযথা বেকার বসে থেকো না। অলসতা পরিহার করো। নিজের ঘর ও পারিবারিক পাঠাগারের সঠিক দেখভাল করো। অর্পিত আবশ্যিক কর্তব্যগুলো যথাযথ আঞ্জাম দাও। দেখবে, আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় সৌভাগ্য, আনন্দ, স্বস্তি ও অন্তরের প্রশস্ততা লাভ করবে।

দুশ্চিন্তা করো না, পেরেশান হয়ো না

* দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর মাধ্যমে হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া যায় না। ভয় ও শঙ্কা দ্বারা গঠন হয় না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দ্বারা লাভ করা যায় না কাঙ্খিত সফলতা। বরং সুন্দর মন ও প্রশান্ত হৃদয়ই হয়ে থাকে সৌভাগ্যের বাহন।

* যদি দুশ্চিন্তার পাহাড় তোমার উপর চেপে বসে, হাজারো পেরেশানী তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, ধন-সম্পদ কিংবা অন্য কিছুর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, তখনও তুমি হয়ো না নিরাশ। দেখো, আল্লাহ ﷻ কোনো না কোনো পথ অবশ্যই খুলে দেবেন।

* দুশ্চিন্তা-পেরেশানী বিষতুল্য। অক্ষমতা মৃত্যুতুল্য। অলসতা ব্যর্থতার আরেক নাম। মানসিক অস্থিরতা চরম বিশৃঙ্খলার কারণ। অতএব, এসব থেকে দূরে থাকো।

* আল্লাহবিমুখতা ও জাগতিক লোভ-লালসাই দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও উদ্বিগ্নতার কারণ।

* অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র-সংকট, বিপদ-আপদ সব কিছুরই তো প্রতিদান পাবে। তা হলে কিসের দুশ্চিন্তা তোমার?

* রাসুল ﷺ-র প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠানো দ্বারা দূর হয় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী। ব্যথিত হৃদয় খুঁজে পায় সান্ত্বনা। ইলমের দরজা হয় উন্মুক্ত এবং খুলে যায় তাকদীর।

* চিন্তা-ভাবনাকে লাগামহীন ছেড়ে দিও না। তা হলে দেখবে সে কেবল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীই বয়ে নিয়ে আসবে। তাই, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর পরিবর্তে তোমার চিন্তাকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রাখো।

* নেক আমল করো। মানুষের সেবা করো। একাকী থেকো না। কারণ, একাকিত্ব দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে।

* মন থেকে দুঃখ-কষ্ট ও হতাশা উদ্রেককারী বিষয়াদি ঝেড়ে ফেলো। দুশ্চিন্তার জন্ম দেয় এমন কোনো বিষয় সামনে এলে শারীরিক কোনো কাজ শুরু করে দাও। এতে আত্মিক ও মানসিক উভয় অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন, ব্যায়াম করতে পারো, বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যেতে পারো, ইত্যাদি।

* চিন্তা-ফিকিরের ঘোড়াকে লাগামহীন ছেড়ে দিও না। তাহলে তারা তোমাকে নিয়ে যাবে দুশ্চিন্তার বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। সর্বদা প্রাপ্ত নেয়ামত, রহমত, যোগ্যতা ও সাফল্য নিয়ে চিন্তা-ফিকির করো।

* তুমি পেরেশানী নিয়ে চোখ জুড়ানো হাজারো শহর সফর করলেও আনন্দ পাবে না। তাই এক অনুভুতি থেকে অন্য অনুভুতিতে চলে যাও, তা হলে আনন্দ পাবে।

خَلِيلَيَّ لا واللهِ ما مِنْ مُلِمَّةٍ • تَدُومُ على حَيٍّ وإنْ هِيَ جلَّتِ

বন্ধু আমার, শপথ করে বলছি আল্লাহর, বিপদ যত কঠিনই হোক তা কারো উপর স্থায়ী হয় না।

فَإنْ نزلتْ يوماً فلا تَخْضَعَنْ لها • وَلا تُكثِرِ الشَّكْوى إذا النَّعلُ زلَّتِ

তাই, আজ কোনো বিপদ দেখলে, তাতে দমে যেওনা।
পা পিছলে গেলে, অভিযোগ করো না।

فَكَمْ مِنْ كريمٍ قدْ بُلِيَ بنوائبٍ • فصابرها حتى مضتْ واضمحلَّتِ

কতো মহান ব্যক্তিদের বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে।
তারা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। অতঃপর বিদূরিত হয়েছে সব আপদ।

وَكَانتْ على الأيامِ نفسي عزيزةً • فَلمَّا رأتْ صَبري عَلى الذُّلِّ ذلَّتِ

আমার এ অন্তর কতকাল দুনিয়ার প্রতি মত্ত ছিল।
যখন সে দেখল যে ধৈর্য আমার হার মেনেছে, তখন সে দমে গেলো।

وَالهمُّ يخترمُ الجسيم نحافةً • ويُشيبُ ناصية الغلامِ ويُهرِمُ

দুশ্চিন্তা মোটা ব্যক্তিকেও বানিয়ে দেয় শীর্ণকায়,
যুবকের চুল করে দেয় শুভ্র, তাকে বানিয়ে দেয় বৃদ্ধ।

سَهرَتْ أعينٌ ونامتْ عيونٌ • في شؤونٍ تكونُ أو لا تكونُ

কিছু চোখ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন, তখন কিছু চোখ ক্লান্ত-সজাগ,
কী ঘটবে, কী ঘটবে না তা নিয়ে চিন্তামগ্ন;

فدعِ الهمَّ ما استطعتَ فحِمْــلانُك • الهمومَ جُنونُ

তাই, যথাসম্ভব দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর;
কেননা, দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করা পাগলামি বৈ কিছু নয়

إن رباً كفاكَ ما كانَ بالأمــسِ •سيكفيكَ في غدٍ ما يكونُ

যে প্রভু তোমার গতকালের সমস্যা সমাধান করেছেন।
তিনি তোমার আগামীকালের সমস্যাও সমাধান করবেন।

دعِ المقاديرَ تجري في أعنَّتِها • ولا تنامنَّ إلا خالي البالِ

ঘটনা প্রবাহকে চলতে দাও তার পূর্ব নির্ধারিত পথে। আর তুমি ঘুমাও প্রশান্ত চিত্তে।

مَا بينَ غمضةِ عيْنٍ وانتباهتِها • يغيِّرُ اللهُ مِن حالٍ إلى حالِ

কেননা, পলকের মধ্যেই আল্লাহ ﷻ পারেন অবস্থার পরিবর্তন করে দিতে।

وَلَرُبَّ نازلةٍ يضيقُ بها الفتى • ذَرْعاً وعندَ اللهِ منها المخرَجُ

মসিবতে পড়লে কত যুবকই হয়ে যায় নাজেহাল,
অথচ পরিত্রানের উপায় আছে কেবল আল্লাহর কাছেই।

ضَاقَتْ فلمَّا استحكمتْ حلقاتُها • فُرِجَتْ وكانَ يظنُّها لا تُفرجُ

একসময় অবস্থা হয়ে পড়ে বেগতিক, অতঃপর যখন রশি শক্তভাবে কষে তখন তা ছিঁড়ে যায়, অথচ তারা ভাবতো যে রশি বুঝি ছিড়বে না।

وَمَا رونقُ الدُّنيا بباقٍ لأهلها • وَمَا شدَّةُ الدُّنيا بضَرْبةِ لازِمِ

দুনিয়ার সৌন্দর্য তার অধিবাসীদের জন্য স্থায়ী হবে না।
দুনিয়ার দুঃখ কষ্টও নয় কঠিন কোনো আঘাত।

لِهذا وَهذا مُدَّةٌ سوف تنقضي • ويُصبِحُ ما لاقيتُهُ حلم حالكِ

এটা ওটা সবটার জন্যই রয়েছে নির্ধারিত সময়, অচিরেই যা ফুরিয়ে যাবে।

আর আমি অর্জন করেছি যে অভিজ্ঞতা, তা স্বপ্ন দ্রষ্টার স্বপ্ন হয়ে যাবে।

অতীত নিয়ে ভেবো না

* যা অতীত হয়েছে তা চলে গেছে চিরদিনের তরে। যে সময় গত হয়েছে তা আর কখনও আসবে না ফিরে । তাই অতীত নিয়ে ভেবো না কখনও।

* আমরা অতীতকে বদলাতে পারি না; নিজেদের ইচ্ছামত নির্মাণ করতে পারি না ভবিষ্যতকেও। তা হলে সেসব বস্তুর বেদনায় কেন জীবনকে বিপন্ন করি, যেগুলো আমাদের ইচ্ছার বাইরে।

* অতীতের জন্য অশ্রু ফেলা বন্ধ করো। অনর্থক কান্নাকাটি কোরো না। কেননা, তুমি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বর্তমান হচ্ছে

প্রকৃত জীবন। অতীতের দুঃখবেদনা এবং দূর ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই।

* অতীত ও বর্তমানকে জরিপ দাও। জীবন হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমষ্টি। মানুষের উচিত অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন কামিয়াব করা।

* অতীত হয়ে যাওয়া বিপদাপদ, আকস্মিক ঘটনাবলি, অসহনীয় স্মৃতি ও ভুলত্রুটি স্মরণ করা এবং সেগুলোর মধ্যে নিমগ্ন থাকা সমীচীন নয়।

* যে বিপদ নিয়েছে বিদায়, অনাকাঙ্খিত যে ঘটনা হয়েছে গত, দু:সহ যে স্মৃতি কেবল কষ্ট বাড়ায়, অতীতের যে ভুলত্রুটির স্মরণ সম্মুখের পথ আগলে দাঁড়ায়– সেগুলো নিয়ে মগ্ন থাকা সমীচীন নয়। কারণ, তুমি কি কোথাও শুনেছো যে, দুঃখ ও বেদনা অতীতের ক্ষয়-ক্ষতি এবং চিন্তা-চেতনার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে পারে? তা হলে অযথা কেন এই দুঃখবেদনার পসরা সাজিয়ে বসেছো?

* অতীত হচ্ছে একটি স্বপ্ন, যা বিগত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে; আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল। আজই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব।

* অতীত নিয়ে পড়ে থাকা বোকামী ও পাগলামী। এর উপমা হচ্ছে- আটাকে পুনরায় পেষা; চিরা কাঠকে পুনরায় চিরা; মৃত লাশকে কবর থেকে বের করে আনা।

* অতীত হচ্ছে একটি স্বপ্ন, যা বিগত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে; আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল। আজই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব।

* অতীতের কথা মনে পড়লে নিজের শানদার ইতিহাসের কথা স্মরণ করো; যাতে আনন্দিত থাকতে পারো। আজকের দিনে নিজের কামিয়াবীর প্রতি দৃষ্টি দাও; যাতে সুখী হতে পারো। আগামীকালের

কথা স্মরণ হলে নিজের সুন্দর স্বপ্নের কথা মনে করো এবং শুভ লক্ষণ গ্রহণ করো।

مَا مَضَى فَاتَ وَالمؤمَّل غَيْبٌ • وَلَكَ السَّاعةُ الَّتِيْ أَنْتَ فِيهَا

যা অতীত হয়ে গেছে তা তো চিরদিনের জন্য চলে গেছে, যা আশা করা হয় তা তো অজ্ঞাত।

আর তোমার যা আছে তা হলো বর্তমান মুহূর্তটি।

বর্তমান ও ভবিষ্যত

* বিত্তশালী ও তোমার জন্য দিন কেবল একটিই– আজকের দিন। সুখময় গতকাল ফিরে পাবে না তারাও, ফিরে পাবে না তুমিও। আর আগামীকাল– না তোমার, না তাদের। সকলের জন্য দিন একটিই-আজকের দিন; যা খুবই সংক্ষিপ্ত।

* গতকাল বিদায় নিয়েছে। আজ যাই যাই করছে। আগামীকাল আসেনি এখনও। কেবল আজকের দিনটিই রয়েছে তোমার হাতে। অতএব, কাজে লাগাও একে। স্রষ্টার আনুগত্য করো। প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

* আজ যে সুখ পেলে তা নিয়েই থাকো সন্তুষ্ট। কারণ, আগামীকালও তা বাকি থাকবে কি না সেই নিশ্চয়তা নেই। কালের পাকড়াও থেকে আমরা কেউই নিরাপদ নই।

* সকালে করো না সন্ধ্যার আশা। থাকো আজকের গন্ডির ভেতরই। তোমার আজ-কে সংশোধন করার জন্য প্রচেষ্টার সবটুকু ব্যয় করো।

* ভবিষ্যতের কথা ছাড়ো। তাকে আসতে দাও। আগামীর চিন্তায় বিচলিত হয়ো না। তোমার আজ যদি দুরস্ত হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ আগামীও হবে সুন্দর।

* আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা বর্তমানের ব্যাপারে অক্ষম। বসে থাকি অতীত নিয়ে। আজ কোনো কাজ করি না, আগামীকাল কী হবে সে ভাবনায় থাকি বিভোর। বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবি তো এটা নয়।

* যা হারিয়েছো তা নিয়ে কেন মিছে দুশ্চিন্তা করছো? যা আছে কেন তার শুকরিয়া আদায় করছো না? কেন ভুলে যাচ্ছো তোমার বর্তমান নেয়ামতরাজির কথা? কেন অধরা নেয়ামতের জন্য করছো হা-হুতাশ? অন্যকে দেখে কেন হিংসায় জ্বলছো? যে আছে তোমার পাশে কেন অবজ্ঞা করছো তাকে?

* তুমি যদি তোমার বর্তমান অবস্থার উপর খুশি না থাকতে পারো, তাহলে সেই খুশির জন্য মিছে অপেক্ষায় থেকো না, যা দিগন্তের ওপার থেকে আসবে বলে ভাবছো।

* যে সত্তা তোমার অতীতের সমস্যার সমাধান করেছেন, তিনি তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোরও সমাধান করবেন। ভরসা রাখো তাঁর উপর। তিনি যদি পাশে থাকেন, তবে ভয় কি তোমার? আর তিনি যদি তোমার বিরোধী হন, তবে তোমার আশা-ভরসার জায়গা কোথায়?

* তুমি আগামীকালের রিযিকের চিন্তায় পেরেশান! অথচ তোমার জীবনে আগামীকাল আসবে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আর গতকাল তোমার জীবন থেকে চলে গেছে, তা আর কোনোদিন সে আসবে না ফিরে।

তাকদীরকে মেনে নাও, সুখী হবে

* তাকদিরের অবধারিত সিদ্ধান্ত ও বন্টিত রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থেকো। যা কিছু হয় তা তাকদিরের ফয়সালা হিসেবে মেনে নিও। অযথা পেরেশান হয়ো না।

* তোমার উপর যে বিপদ এসেছে, তা না-আসার ছিল না। আর যে বিপদ আসেনি, তা আসার ছিল না। শুকিয়ে গেছে কলম। গুটিয়ে ফেলা হয়েছে দফতর। তাই, তাকদীরের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া নেই কোনো উপায়।

* তাকদীরে যা লেখা আছে, তা বাস্তবায়ন হবেই। মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী। রিযিক বণ্টিত। অতএব, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও বিষণ্নতায় কী লাভ?

* যে সন্তুষ্ট নয় তাকদীরের ফায়সালার উপর এবং যে চায় অন্যের মতো হতে– তার চেয়ে বড় হতভাগা আর কেউ নেই।

كُلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدرْ * والمنايا عِبرٌ أيُّ عِبرْ

তাকদীরের ফয়সালা অনুসারেই ঘটে সবকিছু, আর অন্যদের মৃত্যুর মাঝে রয়েছে শিক্ষা।

যিকির করো, দিল ঠাণ্ডা হবে

* আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে– হৃদয় হয় শীতল, পাপ হয় মাফ, প্রতিপালক হন সন্তুষ্ট, দুশ্চিন্তা হয় বিদূরিত।

* যিকিরের দ্বারা আল্লাহ ﷻ সন্তুষ্ট হন; মানুষ সৌভাগ্যবান হয়; শয়তান লাঞ্ছিত হয়; পেরেশানী দূর হয় এবং নেকীর পাল্লা ভারী হয়।

* ইখলাসের সঙ্গে বেশি বেশি
  يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ও يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
  পাঠ করো। এতে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও প্রশস্ততা লাভ করবে।

* বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করো। এতে বক্ষ হয় প্রশস্ত। অবস্থা হয় উন্নত। বোঝা হয় লঘু এবং আল্লাহ হন সন্তুষ্ট।

* নিয়মিত لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ পাঠ করো। কারণ, বালা-মসিবত দূরীকরণে এটি খুবই কার্যকরী একটি দোআ।

* বিভিন্ন সময় ও স্থানে পাঠ্য দোআ ও যিকিরের প্রতি যত্নবান হও। কারণ, এগুলো তোমার নিরাপত্তা ও হেফাজতের মাধ্যম।

* যখন পেরেশানীর মুখোমুখি হবে এবং একের পর এক দুশ্চিন্তা তোমাকে চেপে ধরবে, তখন কালিমায়ে তাইয়্যেবার যিকির করো– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ; -আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ (প্রতিপালক) নেই।

যিকির করো, দিল ঠাণ্ডা হবে

* দুনিয়ার বুকেও একটি জান্নাত আছে। সেই জান্নাতে যে প্রবেশ করে না, আখেরাতের জান্নাতেও সে প্রবেশ করবে না। দুনিয়ার সেই জান্নাতটি হলো– আল্লাহ ﷻ-র যিকির, তাঁর আনুগত্য, তাঁর মুহাব্বত, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাঁর প্রতি আগ্রহ।

* যিকির-আযকার ও ইবাদত-বন্দেগী করার সময় অন্তরকে হাযির রাখা এবং মনোযোগের সবটুকু সেদিকেই দেওয়া উচিত। কেননা, যে ইলম-এ কোনো গভীরতা নেই, সেই ইলম-এ কোনো ফায়দা নেই। ঠিক তেমনিভাবে খুশুখুযুহীন সালাত-ইবাদত এবং চিন্তা-গবেষণাহীন পাঠেও বেশি উপকার নেই।

* সর্বদা স্মরণ করো সেই মহান পবিত্র সত্তাকে, যিনি লাঞ্ছনাকে ইয্যত, মুখাপেক্ষিতাকে অমুখাপেক্ষিতা, চাওয়াকে সম্মান, বিনয়কে উচ্চতা ও তাওয়াক্কুলকে প্রাচুর্য বানিয়ে দিয়েছেন।

* حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –আশ্চর্য এক দোয়া। এ দোয়াটি কখনো ভুলে যেও না। এ দোয়ার বরকতে নিভে যায় জ্বলন্ত আগুন, বেঁচে যায় ডুবন্ত মানুষ, পথ খুঁজে পায় পথহারা; সর্বোপরি আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্ক হয় সুদৃঢ়।

হে পাখি! কতইনা সুখী তুমি। ঘুড়ে বেড়াও নদীর পাড়ে। গাছের চূড়া নিবাস তোমার। খাও নানা ফলফলাদি। কোনো কিছুর নেই আশঙ্কা। নেই জাহান্নামে যাওয়ার ভয়ও। অবস্থার বিবেচনায় মানুষের তুলনায় তুমিই বেশি সুখী।

* গাইরুল্লাহর ভালোবাসা মন থেকে দূরে সরিয়ে দাও। কারণ, এটা রূহের আযাব; অন্তরের ব্যাধি। আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ ও আনুগত্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হও।

ومنْ لقاءَ اللهِ قد أحبَّا • كان له اللهُ أشدَّ حُبَّا

وعكسُه الكارِهُ فالله اسألُ • رحمتهُ فضلاً ولا تتكِلُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতে আগ্রহী, আল্লাহ ﷻ তাকে বেশি ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহ ﷻ-কে ভালোবাসে না তার অবস্থা এর বিপরিত (অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ তাকে ভালোবাসেন না)। অতএব শ্রেষ্টত্ব পেতে হলে আল্লাহ ﷻ-র কাছে রহমত চাও। এবং অলস বসে থেকো না (বরং নেক কাজ করো)।

দান-সদকা করো, হোক না সামান্যই

* দানশীল হও। কারণ, দানশীল ব্যক্তির বক্ষ থাকে উন্মুক্ত। হৃদয় থাকে প্রশস্ত। আর কৃপণ ব্যক্তির চিন্তা- চেতনা ও ধ্যান-ধারণা হয়ে থাকে সংকীর্ণ।
* দান-খয়রাত করো, হোক না তা পরিমাণে স্বল্প। কারণ, দান-সদকা পাপ মোচন করে। হৃদয়ে প্রফুল্লতা আনে। দূশ্চিন্তা দূর করে। রিযিকে বরকত আনে।
* রহমতের অন্যতম এক দরজা হচ্ছে সদকা। এর মাধ্যমে উদারতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা বাড়ে। এতে মন খুলে নেক কাজ করার আবেগ সৃষ্টি হয়। এজন্য সদকার মতো মহান আমল যারা করেন, তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ যথেষ্ট। এর বিনিময়ে তিনি হৃদয়ের উন্মেষ, ঈমানের নূর, মনের উদারতা ও সুখময় জীবন দান করেন।
* সদকা করো, চাই তা সামান্য হোক না কেন। সদকায় প্রদেয় বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। খেজুরের টুকরা, এক লোকমা খাবার, এক ঢোক পানি অথবা সামান্য মাঠা কোন মিসকীনকে দিয়ে দাও।

কোনো ক্ষুধার্তকে খাবার দাও। কোনো রোগীকে দেখতে যাও। তখন তোমার কাছে অনুভূত হবে যে, আল্লাহ ﷻ তোমার পেরেশানী দূর করে দিয়েছেন। তোমার দুঃখ-বেদনা, বিরক্তি ও অস্থিরতা দূর করে দিয়েছেন। সদকা এমন একটি পরীক্ষিত ওষুধ, যা শুধু ইসলামী দাওয়াখানায় পাওয়া যায়।

* 'উত্তম কথাও সদকা'। কেননা, এর দ্বারা নফ্স বিজয়ী হয়। অন্তর আনন্দিত হয়। দিলের জখম ভালো হয়। ক্রোধ দূরিভূত হয়। নিরাপত্তা ও শান্তি বিস্তৃত হয়।

* অন্যের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও সদকাতুল্য। কারণ, চেহারা হচ্ছে ভেতরের শিরোনাম; মনের আয়না; অন্তরের নির্দেশক এবং আমাদের প্রথম পরিচয়।

اللهُ أعطاك فابذلْ مِنْ عطيتهِ • فالمالُ عاريةٌ والعمرُ رحّالُ

أريني كريماً مات مِنْ قبلِ حِينهِ • فيرضى فؤادي أو بخيلاً مخلدًا

সম্পদ আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, তার দেওয়া সম্পদ থেকেই খরচ করো।

আমাকে এমন একজন দানশীল ব্যক্তি দেখাও (দান করার কারণে অভাবে পড়ে যে) তার নির্ধারিত সময়ের আগেই মৃত্যুবরণ করেছে।

অথবা আমাকে শান্তি দাও এমন একজন কৃপন ব্যক্তিকে দেখিয়ে যে (তার খাজানা নিয়ে) চিরকাল বেঁচে আছে।

সৌভাগ্যের সাতকাহন

* সৌভাগ্য নামক বৃক্ষটির জন্য যে আলো, বাতাস ও পানির প্রয়োজন তার যোগান আল্লাহ ﷻ ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

* ৪টি জিনিস বয়ে আনে সৌভাগ্য – উপাকরী বই, নেককার সন্তানাদি, প্রেমবতী স্ত্রী, ভালো বন্ধু। এদের সকলের প্রতিদান আল্লাহ ﷻ-র কাছে।

* মা-বাবার দোআ– সৌভাগ্যের বড় মাধ্যমগুলোর একটি। তাদেরকে অমূল্য সম্পদ মনে করো। তোমার যে কোনো অনিষ্টের বিরুদ্ধে তাদের দোআ ঢালের মতো কাজ করবে।

* রাসুল ﷺ-কে তোমার আদর্শরূপে গ্রহণ করো। (ইহলোকে) সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে পারবে। (পরকালে) মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে।

* যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি অর্জনের পেছনে ছুটে বেড়ায়, সে সৌভাগ্যের শত্রু।

* বাড়িতে কিংবা অফিসে চিৎকার-চেচামেচি থেকে বিরত থেকো। শান্তশিষ্ট থাকাটাও সৌভাগ্যের একটি নিদর্শন।

* বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারাটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। সফলতা অর্জনের মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই।

* সৌভাগ্যের ভিত্তি পাঁচটি জিনিস– শান্তি, নিরাপত্তা, অমুখাপেক্ষিতা, দীন ও সুস্থতা। দরিদ্র ব্যক্তি সর্বদা থাকে ভীত। অসুস্থ ও বেদীন ব্যক্তির সুখ মিলে না কখনও।

* তুমি আল্লাহ ﷻ-র হুকুম কতটা মানো, তাঁর সৃষ্টিজীবের সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করো– এর উপরই নির্ভর করবে তোমার সৌভাগ্য ও সফলতা। মনে রেখো, শ্রুতিমধুর ও চটকদার কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু কঠিন হলো সে অনুযায়ী আমল করা।

* নেক ও কল্যাণকর কাজে সময়কে কাজে লাগাও। এক্ষেত্রে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করো। তুমি যদি কারো উপকার করতে পারো, অপরের কল্যাণ সাধনে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারো, তাহলে জেনে নিও, তুমিই পরম সৌভাগ্যবান।

* চারটি জিনিষ এমন যা সৌভাগ্যকে বয়ে আনে–
  ১. উপকারী বই
  ২. নেক সন্তান
  ৩. প্রিয়তমা স্ত্রী
  ৪. ভালো সঙ্গী।

আর আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রত্যেকের জন্যেই রয়েছে যথাযথ প্রতিদান।

আলোকিত মানুষ হতে চাও যদি

* কারও কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির আশা করো না। প্রতিদানের জন্যে তো প্রতিপালকই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে কৃতঘ্নের অকৃতজ্ঞতা ও হিংসুকের হিংসা তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

* তোমার মনকে পরশ্রীকাতরতা থেকে পবিত্র রাখো। মন থেকে দূর করো ঘৃণা, বৈরিতা ও শত্রুতা ।

* মানুষের কল্যানকামী হয়েই কেবল তাদের সাথে মেলামেশা করো। বেশিরভাগ সময় ঘরেই অবস্থান করো। নিজের কাজ নিয়েই থাকো ব্যস্ত। লোকজনের অধিক সাহচর্য থেকে থাকো দূরে।

* নিজ আকৃতি, কার্যদক্ষতা, পারদর্শিতা, পরিবার ও গৃহ নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকো। শান্তি ও সফলতা লাভ করতে পারবে।

* কারো প্রতি মন্দ ধারণা, ভিত্তিহীন ভাবনা ও বিকৃত মানসিকতা পরিত্যাগ করো।

* নিন্দুকের নিন্দায় বিচলিত হয়ো না। এতে নিন্দুক নিজেই কষ্ট পাবে।

* শত্রুপক্ষ যদি তোমার দুর্নাম করে বেড়ায়, হিংসুকেরা যদি তোমাকে গালমন্দ করে, তাহ লে এতে তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কারণ, এর দ্বারা তুমি মানুষের মাঝে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

* মানুষের সাথে সাক্ষাতকালে হাসিখুশি থাকো। তাদের ভালোবাসা পাবে। কথায় বিনম্র ও আচরণে বিনয়ী হও। তাদের সম্মান পাবে।

* মানুষকে সহজরূপে গ্রহণ করো, সে যেমনই হোক। ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো তাদের দোষত্রুটি। মনে রেখো, ক্ষমা ও অনুগ্রহ আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ গুণ।

তুমিও সফল হবে

* (তুমিও সফল হবে-) তোমার কাজগুলোকে ভাগ করে নাও। সব কাজ একই সময়ে করার জন্য জমিয়ে রেখো না। খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে কাজ করো। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নাও। এতে তোমার কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে।

* (তুমিও সফল হবে-) ক্ষুদ্র ও সাধারণ বিষয় নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়ো না। যে বিষয় যতটা গুরুত্বের দাবি রাখে, তার চেয়ে বেশি তাকে গুরুত্ব দেবে না। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ভয় ও বাড়াবাড়ির শিকার হবে না।

* (তুমিও সফল হবে-) মানসিকভাবে উদার হও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করল, তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করে তাকে ক্ষমা করার জন্য ওজর তালাশ করো।

* (তুমিও সফল হবে-) মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, বৈরিতা, শত্রুতা, ও হিংসাকে কখনো মনের কোণে জায়গা দিও না। কারণ, এগুলো স্থায়ী শাস্তি হয়ে তোমাকে সর্বদা কষ্টে রাখবে।

* (তুমিও সফল হবে-) যে কোনো আসরে মার্জিত থেকো। যা কিছু ভালো তাই বলবে নয়তো চুপ থেকো। সহাস্যবদন থেকো। পাশে

উপবিষ্টদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখো। কেউ কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারও কথার মাঝে কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না।

* (তুমিও সফল হবে-) মাছির মতো হয়ো না– যা কেবল জখমের স্থানেই বসে। মানুষের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখো। কারও দোষ তালাশ করো না। কারও ভুল-ত্রুটি নিয়ে হাসি-তামাশা করো না।

* (তুমিও সফল হবে-) পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি মানের পোশাক পরিধান করো। যা খুব উচ্চমূল্যের নয় কিংবা নয় অতি নিম্নমানেরও। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করো না। সবার মতোই সাধারণ থাকো।

* (তুমিও সফল হবে-) রাগ করো না। রাগের কারণে স্বভাব তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। বিগড়ে যায় আচরণ। জীবনে নেমে আসে অকল্যাণ। ছিন্ন হয় ভালোবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক।

* (তুমিও সফল হবে-) মাঝে মাঝে ভ্রমনে বের হও। এতে জীবনে আসবে সজীবতা, কর্মে আসবে চাঞ্চল্য। দেখা হবে বাইরের দেশ, শহর ও জনপদ। মনে রেখো, ভ্রমণ সবসময়ই উপভোগ্য।

* (তুমিও সফল হবে-) নিজের ওপর আস্থা রেখো। অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না। সব মানুষ তোমার বিরোধী, কেউ তোমার আপন নয়– এমনটি ভাববেন না। আল্লাহতো তোমার সাথেই আছেন। সে ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ো না, যে কেবল সুখের দিনেই তোমার পাশে থাকে।

* (তুমিও সফল হবে-) 'এখন নয় পরে', 'আজ নয় কাল'–আবশ্যিক কর্ম সম্পাদনে এই মানসিকতা পরিহার করো। এগুলো ব্যর্থতা ও অসফলতার কারণ।

* (তুমিও সফল হবে-) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঙ্কোচ-সংশয় পরিহার করো। দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নাও এবং তদনুযায়ী কাজ করো।

* (তুমিও সফল হবে-) বারবার চাকুরী, পেশা ও কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না। কারণ, এভাবে তুমি কোনো ক্ষেত্রেই সফল হতে পারবে না।

* (তুমিও সফল হবে-) মানুষের সাথে সাক্ষাতকালে আগে সালাম দাও। হাসিমুখে কথা বলো। মনোযোগের সবটুকু তাদের দিকে নিবদ্ধ রাখো। এতে তাদের অন্তরে তোমার প্রতি সৃষ্টি হবে ভালোবাসা। তুমি হবে তাদের প্রিয়।

মনে রেখো

* মনে রেখো, যারা আযানের ধ্বনি শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে, তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায়ের জন্য যারা সর্বাগ্রে মসজিদ পানে ছোটে, প্রথম কাতারে জায়গা পাবার জন্য যাদের মন ব্যাকুল থাকে, জিকিরের মজলিশগুলো যাদের উপস্থিতিতে সরব থাকে, হৃদয় যাদের উদার, সুন্নাতের প্রতি যারা যত্নবান, আল্লাহর জিকিরে জিহ্বা যাদের সতেজ, রিযিক যাদের হালাল, মুসলিম ভাইয়ের দুঃখে কাঁদে যাদের মন, ঝগড়া-বিবাদ থেকে যোজন যোজন দূরে যাদের অবস্থান, বিপদে ধৈর্য ধারণ যাদের সহজাত স্বভাব, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ যারা করেন, উপযুক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় যারা করেন– তারাই হলেন প্রকৃত আল্লাহওয়ালা।

* মনে রেখো, দুঃখের পরই আসে সুখ। অসচ্ছলতার পরেই আসে সচ্ছলতা। অবস্থা সর্বদা এক রকম থাকে না। কালের বিবর্তন চিরন্তন।

* মনে রেখো, পৃথিবীতে তুমি একাই বিপদগ্রস্ত নও। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত নয় কেউই। সংকট মানুষের পিছু ছাড়ে না।

* মনে রেখো, তোমার মাঝে যে নেয়ামতের ভান্ডার ও কল্যাণের খাজানা রয়েছে, তা আল্লাহ ﷻ-রই দান।

* মনে রেখো, তোমার জীবন অপ্রসন্ন ও বিষাদময় হোক--এটাই কামনা করে তোমার শত্রুপক্ষ। তাই নিজের দুশ্চিন্তা- পেরেশানী ও দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে তাদেরকে খুশি করো না।

* মনে রেখো, যে ব্যক্তি দুনিয়া পাওয়ার আশায় কোনো কাজ করে, আল্লাহ ﷻ তাকে ওই কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই পুরোপুরি দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে আখেরাতের জন্য ভালো কাজ করে, সে তার ফল দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই লাভ করে।

সুখময় জীবন পেতে

* সুবিন্যস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে পরিচালিত গোটা জগত-সংসার। তাই গৃহে কিংবা অফিসে, সর্বত্র সর্বকাজে শৃঙ্খলার প্রতি রাখো সুদৃষ্টি।

* উন্মুক্ত স্থান ও মনোরম বাগিচায় ঘুরতে বের হও। সৃষ্টির বৈচিত্রে করো স্রষ্টার অন্বেষণ।

* জীবনে আনো নুতুনত্ব। জীবনোপকরণে গ্রহণ করো অভিনব পদ্ধতি। প্রাত্যহিক রুটিনে আনো পরিবর্তন।

* চা, কফি ও এ জাতীয় উত্তেজক পানীয় পরিহার করে চলো। সিগারেট-তামাক ও এ জাতীয় দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করো।

* পোশাকাদি পরিচ্ছন্ন রাখো সর্বদা। ব্যবহার করো সুগন্ধি। মেসওয়াক করো নিয়মিত। নিজের বহ্যিক অবয়বের প্রতি হও যত্নবান।

* সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হও। অপচয় ও কার্পণ্য থেকে দূরে থাকো। মনে রেখো, দৈহিক স্থুলতা রূহকে দূর্বল করে দেয়।

* তার দিকে দৃষ্টি দাও, যে দৈহিক আকৃতি, চেহারা-সুরত, ধন-সম্পদ, ঘরবাড়ি, চাকরি-বাকরি ও সন্তান-সন্তাতিতে যে তোমার চেয়ে নিম্নতর। এতে তুমি বুঝতে পারবে যে, হাজারো মানুষ থেকে তুমি কতো ভালো আছো।

* নির্দিষ্ট সময়ে আহার গ্রহণ করো। সাস্থ্যকর খাবার খাও। বেশি এবং উদর পূর্তি করে খাবার খেও না।

* তুমি যদি কোনো সংকটে পড়ো, তাহলে স্মরণ করো, ইতিপূর্বে তুমি কতবার বিভিন্ন সংকটে পড়েছ আর আল্লাহ তাআলা তোমার সংকট মোচন করেছেন। তবেই তোমার বোধদয় হবে যে, পূর্বে যিনি সংকট মোচন করেছেন এবারও তিনিই মোচন করবেন।

হৃদয়ে প্রশান্তি পেতে

* মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের কল্যাণে ব্যাপৃত থাকো। অসুস্থের শুশ্রুষা করো। অভাবগ্রস্তকে দান করো। এতিমের প্রতি অনুগ্রহ করো। হৃদয়ে প্রশান্তি পাবে।

* তাকে ক্ষমা করো, যে তোমার উপর অবিচার করে। তার সঙ্গো সম্পর্ক জুড়ো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাকে দান

করো, যে তোমাকে বঞ্চিত করে। তার প্রতি সহনশীল হও, যে তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে। এতে তুমি লাভ করবে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা।

কৃতঘ্ন নয় কৃতজ্ঞ হও

* আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ তিনি তোমাকে (সত্য) দীন, (সঠিক) বিবেক, সুস্থ দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, রিযিক, সন্তানাদিসহ বিপুল নেয়ামতরাজি দ্বারা পরিপূর্ণতা দান করেছেন। কারণ, তুমি জানো, বহু মানুষ এমন রয়েছেন যাদের বিবেক ঠিক নেই, দেহ সুস্থ নেই। অনেকেই রয়েছেন কারাগারে বন্দি। রয়েছেন নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায়।

* মাঝে মাঝে হাসাপাতালে যাওয়া আসা করো। বুঝতে পারবে সুস্থতার মূল্য। সময় করে জেলখানায়ও ঘুরে এসো। জানতে পারবে স্বাধীনতার দাম। একটু সুযোগ করে যেও মানসিক হাসপাতালেও। অনুধাবন করতে পারবে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির কদর। কারণ, এই নেয়ামতগুলো গুরুত্ব তুমি সাধারণত অনুভব করো না।

* তোমার আছে দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি হাত, দুটি পা, একটি জবান; তোমার কাছে ঈমান আছে, কোরআন আছে, নিরাপত্তা আছে, তারপরও কেন তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করো না?

  ‘তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?’ [সূরা আর রহমান : ১৩]

* তুমি তো দিব্যি নিজের পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ, অথচ এ পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দু'টি পা-ই নেই। তুমি তো নিশ্চিন্ত মনে আরামে ঘুমাচ্ছ, অথচ এমন বহু মানুষ রয়েছে যাদের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। তুমি তো পেট পুরে খেতে পারছো, অথচ এমন অসংখ্য রয়েছে যারা পড়ে আছে না খেয়ে।

* অন্ধ, বধির কিংবা মূক নও তুমি। দেখেতে পারো, শোনতে পারো, কথা বলতে পারো তুমি। নও তুমি পাগলও। কুষ্ঠ, ক্যান্সার ও প্যারালাইসিস রোগ থেকে মুক্ত তুমি। তবুও, কতটুকু আদায় করো দয়াময়ের কৃতজ্ঞতা?

* অনুগ্রহের বিনিময়ে যে কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয় তার আওয়াজ পাখিদের কিচিমিচির থেকেও সুমিষ্ট। প্রভাতের নির্মল বায়ুর চেয়েও শ্রেয়। গাছের ঝরা পাতার মর্মরধ্বনি ও গানের সুমধুর সুরের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয়।

* আল্লাহ ﷻ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই কৃতজ্ঞ থাকো। কারণ, তিনি তোমার ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো জানেন। অসুস্থ হলে এ কথা বলবে না–'হায়! যদি আমি অসুস্থ না হতাম।' দরিদ্র হলে এ কথা বলবে না– 'হায়! যদি আমি ধনী হতাম।'

* আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামত যিনি পেয়েছেন, তার উচিত নেয়ামত দাতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আনুগত্যের মাধ্যমে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা। বিনয়ের সাথে তা কাজে লাগানো। তাহলে নেয়ামত স্থায়ী হবে।

* নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, প্রয়োজনীয় জীবিকা, উত্তম প্রতিবেশী– এ সবই এমন নেয়ামত, যার মূল্য বহু মানুষ উপলব্ধিই করতে পারে না।

* নেয়ামতের শুকরিয়া করলে বিদূরিত হয় আযাব। গুনাহ পরিত্যাগ করলে অন্তর পায় সজীবতা। নফসের উপর বিজয় লাভ করা বড়দের বিশেষ গুণগুলোর একটি।

* নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নেয়ামত স্থায়ী হয় আর কৃতঘ্নতা প্রকাশ করলে নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

* আল্লাহ ﷻ তোমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তা যত স্বল্পই হোক– তার শুকরিয়া আদায় করো। কারণ, তুমি যদি স্বল্প নেয়ামত পেয়ে শোকরগুজার না হতে পারো, তাহলে অধিক নেয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবে?

* বহু মানুষ নিজের জীবনটাকে নাচ-গান, ক্রীড়া-কৌতুক আর অনর্থক কাজে নষ্ট করে দিচ্ছে। তোমার কাছে কল্যাণ যতটুকুই আছে, তার জন্য আল্লাহ ﷻ-র শুকরিয়া আদায় করো। কারণ, যার জ্ঞান আছে, সে বিপদে পতিত ব্যক্তিকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

* অবিশ্বাসীদের দেখে ঈমানের নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। গুনাহগারদের দেখে তাকওয়ার জন্য আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা করো। মূর্খদের দেখে ইলমের এবং বিপদগ্রস্তকে দেখে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ ﷻ-র কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

* সূর্য তোমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ফায়দা হাসিল করো। চন্দ্র তোমার জন্যই জোছ্না বিলায়, তার আলোতে অবগাহন করো। বাতাস তোমার জন্যই প্রবাহিত হয়, তা থেকে উপকৃত হও। ঝরনা তোমার জন্যই বানানো হয়েছে, তার পানির স্বাদ গ্রহণ করো। ফলফলাদি তোমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আনন্দের সাথে তা ভক্ষণ তোমার এবং দান-অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ ﷻ-র কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

* فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ 'আমি আপনাকে যা দিয়েছি, তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ থাকো।' (সূরা আ'রাফ : ১৪৪) নিজের জিনিস নিয়ে তুষ্ট থাকো। তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকো। যোগ্যতা বৃদ্ধি করো। নিজের শক্তিকে উপকারী কাজে নিযুক্ত করো। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের শোকর আদায় করো।

* অন্ধ ব্যক্তি দেখার, বধির ব্যক্তি শোনার, ল্যাংড়া ব্যক্তি চলার এবং বোবা ব্যক্তি কথা বলার শুধু আকাঙ্ক্ষাই করে যায়, কিন্তু সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে তুমি দেখতে পাও, শুনতে পাও, চলতে পারো এবং কথা বলতে পারো। অতএব, কৃতজ্ঞ থাকো।

ماءٌ وخبزٌ وظِلٌّ • ذاك النعيمُ الأجَلُّ
كفرتُ نعمةَ ربِّي إنْ قلتُ إني مُقِلُّ *

পানি রুটি ও ছায়া– এগুলো তো মহা নেয়ামত।
আমি আমার প্রভুর নেয়ামতকে অস্বীকার করলাম; (এসব পেয়েও) যদি নিজেকে বলি অভাবী।

বিপদে পড়লে ঘাবড়ে যেও না

* বিপদ-আপদের কারণে আল্লাহ ও তোমার মাঝে দূরত্ব কমে যায়। নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। বিপদ-আপদ তোমাকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা করতে শেখায়। বিপদ-আপদ তোমার ভেতর থেকে দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা ও অহংকার দূর করে।

* বিপদ-আপদের সম্মুখিন হলে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁর সকাশে কান্নাকাটি করা। কারণ, তিনি ছাড়া কোনো হেদায়াত দাতা নেই, রিযিকদাতা নেই, তাওফীক দাতা নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।

* দুনিয়া বিপদ-আপদের ক্ষেত্র ও পরীক্ষার স্থান– এ বিশ্বাসটি সুদৃঢ় করো। তাই, দুনিয়াকে গ্রহণ করো সেভাবেই। এবং সাহায্য প্রার্থনা করো আল্লাহ ﷻ-র কাছে।

* তাদের কথা ভাবো– যারা অতীত হয়ে গেছেন, জেল-জুলুম সয়েছেন, খুন-নির্যাতন-নীপিড়নসহ নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছেন।
* দুশ্চিন্তা-হতাশা, ক্ষুধা-দারিদ্রতা, রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ, ধার-কর্জসহ আপনি যে বিপদেরই সম্মুখিন হন না কেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ ﷻ তোমাকে প্রতিদান দেবেন।
* জেনে রেখো, বিপদ-আপদের কারণে মানুষের চোখ-কান খোলে। হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার হয়। নফস কামনা-বাসনা পরিহার করে। বান্দা আল্লাহ ﷻ-কে বেশি বেশি স্মরণ করে। অধিক সাওয়াব অর্জন হয়।
* পাপ থেকে দূরে থাকো। কেননা, পাপ মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বিপদ-আপদ বয়ে আনে। অব্যাহত দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
* বিপদের সময় সর্বাপেক্ষা বড় আশঙ্কার কথা মাথায় রেখো। যাই ঘটুক তা মেনে নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থেকো। এতে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করবে।
* সূরা 'আলাম নাশরাহ' নিয়ে গবেষণা করো। বিপদকালে এ সূরা বেশি বেশি পাঠ করো। এ সূরা দুশ্চিন্তা নামক ব্যাধির জন্য মহৌষধ।
* বিপদে পড়লে এই দোআটি বেশি বেশি পাঠ করো–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

* বিপদ-আপদের পজিটিভ দিকটিই দেখো। বিনিময়ে সাওয়াব লাভের আশা রাখো। তোমার বিপদ অন্যদের তুলনায় কম। অন্যান্য বিপদগ্রস্তদের দেখে নিজেকে প্রবোধ দাও।
* বিপদ দেখে ঘাবড়ে যেও না। বিপদাপদের কারণে দৃঢ় হবে অন্তর। অনুভব করবে সুস্থতার স্বাদ। বৃদ্ধি পাবে সাহস ও মর্যাদা। প্রকাশ পাবে তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

* বিপদ-আপদে ঘাবড়ে যেও না। তুমি দেখো নি, সিংহ একাই উটের পালের দিকে কেমন নির্ভয়ে এগিয়ে যায়! অনেক কাজ দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়ো না। তুমি নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, একটি গাধা কত বোঝা বহন করে নিয়ে যায়। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ো না। মনে রেখো, চিতা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যেও শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

* মনে রেখো, যখন কোনো বিপদ-আপদ আসে, তখন সময়ের সাথে সাথে তার মাত্রাও কমতে থাকে। প্রতিটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তুমি আনন্দিত হও। কেননা, মানুষের জীবনের মতো বিপদ-আপদেরও নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা আছে, যা থেকে প্রতিদিন কিছু কিছু অংশ কমতে থাকে।

* বিপদ-আপদের সঙ্গে খেলতে অভ্যস্ত হও। জীবনকে উপভোগ করার একটিমাত্র উপায় এই যে, বিপদ-আপদকে প্রতিহত করার জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখবে।

* কখনও কোনো বিপদে পড়লে সেটাকে বড় করে দেখো না। বরং তা থেকে দ্রুত উত্তোরণের পথ খোঁজো। মনে রেখো, বিপদ-আপদ আছে বলেই সুখের এতো মূল্য।

* মনে রেখো, বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা অনেক কঠিন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল ও যথাযথ প্রস্তুতির। আর তা তুমি অর্জন করতে পারো কয়েকভাবে। যথা-

১. সংকট যত বড়ই হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করবে এবং মনে মনে এই খেয়াল রাখবে যে, সমস্যাটা আরো গুরুতর হতে পারত।

২. তুমি যা হারিয়েছো, তা থেকে উত্তম বদলা পেতে পারো। উদাহরণস্বরূপ- যদি তোমার একটি সন্তান মারা গিয়ে থাকে,

তাহলে হতে পারে আল্লাহ ﷻ তোমাকে এরচেয়ে উত্তম আরেকটি সন্তান দান করবেন।

৩. বিপদ-আপদ যেমনই হোক এর প্রতিদান তুমি পাবেই। পেতে পারো তা দুনিয়াতেই কিংবা আখেরাতে।

৪. এমনও হতে পারে, বিপদে ধৈর্য ধারণের ফলে মানুষ করবে তোমার প্রশংসা। আর আল্লাহ দেবেন তোমায় প্রতিদান।

* যে কোনো সমস্যায় উদ্বিগ্ন কিংবা পেরেশান হয়ে কোনো ফায়দা নেই। এটি সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের কোনো প্রক্রিয়াও নয়। বরং ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম।

* তোমার চারপাশে তাকাও। দেখো সর্বত্রই বিপদগ্রস্ত ও সংকটপন্নদের ভীড়। ঘরে ঘরে কান্নার আওয়াজ। প্রতিটি কপোলে বয়ে যাচ্ছে অশ্রুর স্রোতে। প্রতিটি উপত্যকাতেই চলছে শোকের মাতম।

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا 'নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।' [সূরা নাহ্ল : ১২৮]

তিনি শত্রুর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। বিপদ-আপদ থেকে তাদেরকে হেফাজত করেন। অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করেন। দুঃসময়ে তাদেরকে সাহায্য করেন।

قَدْ يُنعِمُ اللهُ بِالْبَلْوى وَإِنْ عَظُمَتْ • وَيبتَلِي اللهُ بَعض القومِ بالنِّعمِ

বিপদ-আপদের মাধ্যমেও আল্লাহ ﷻ (তার বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ করতে পারেন, হোক না তা যতই বড়? এবং কিছু লোককে নেয়ামত দিয়েও ফেলতে পারেন বিপদে।

নিরবতা ও একাকীত্বের ফায়দা

* নীরবতা অবলম্বন করো। কারণ, যে চুপ থাকে তার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নীরব শ্রোতাকে সবাই ভালোবাসে। বেশি কথা কেবল বিপদই বাড়িয়ে দেয়।

* একাকিত্ব তোমাকে হিংসুক, অহংকারী, শত্রু, গীবতকারী ও মন্দলোক থেকে নিরাপদ রাখে।

* প্রতিদিন কিছু সময় একাকী থাকো। নিজ কৃতকর্ম নিয়ে ভাবো। পরকালের কথা চিন্তা করো। সে অনুযায়ী নিজের ইহকালীন জীবন পরিশুদ্ধ করো।

* মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করা, তাদের অনর্থক কথাবার্তা শোনা ও দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে বসে থাকা অন্তরের পক্ষে কষ্টদায়ক। এতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। ইলম ও ইবাদতের সাথে একাকিত্বের চেয়ে উত্তম কোনো বিষয় নেই।

* অসৎ বন্ধুর চেয়ে এককিত্ব ঢের ভালো এবং একাকিত্ব থেকে ভালো একজন সৎ বন্ধুর সঙ্গ।

* একাকিত্বে আছে শান্তি¡। আনুগত্যে আছে নিরাপত্তা। ওফাদারীতে আছে মুহাব্বত।

ইবাদতে একনিষ্ঠ হও

* ইবাদতের ব্যাপারে নিজের উপর অধিক বাড়াবাড়ি করো না। সুন্নতের অনুসরণ করো। আল্লাহ ﷻ-র আদেশ মেনে চলো। বাড়াবাড়ি পরিহার করো। সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।

* খালেস একত্ববাদ অবলম্বন করো। এতে হৃদয় হয় প্রশস্ত। একত্ববাদে তুমি যতটা খাঁটি হবে, ইবাদতে ততটা একনিষ্ঠ হবে; সে অনুযায়ী তোমার সৌভাগ্যের দুয়ার উন্মোচিত হবে।

* রাতের শেষ প্রহরে এমন বার্তা পাঠাও, অশ্রু হবে যার কালি, কপোল হবে যার কাগজ, কবুলিয়্যত হবে যার ডাক, রবের আরশ হবে যার গন্তব্য। তারপর অপেক্ষায় থাকো প্রতিউত্তরের।

* সেজদায় লুটিয়ে পড়ে মনের গোপন কথাগুলো খুলে বলো তাঁর কাছে। তাঁর কাছে যে, গোপন নেই কিছুই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই জানেন তিনি। তবে সেসব কথা কারো কাছে বলবে না। কারণ, ভালোবাসার গোপন ভেদ ফাঁস করতে নেই। আর এ ভেদ তো তোমার আর প্রভুর মাঝে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে। তাছাড়া মানুষের মাঝে কল্যাণকামী ও হিংসুক সব ধরনের লোকই থাকে।

* শেষ রাতে উঠো। হাত প্রসারিত করো। একাগ্রচিত্তে বলো– 'দয়াময় প্রভু! সামান্য পুঁজি নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি পুরোপুরি দান করো।

* ইবাদতই সৌভাগ্য। যোগ্যতাই সাফল্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, সর্বদা করতে থাকে দোআ-ইস্তেগফার, আল্লাহর কাছে তুলে ধরে মুখাপেক্ষিতা তার– সেই তো নেককার।

সুখি হতে যদি চাও

* বিশ্বাস করো, তোমার ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব– যাদের সাথে তোমার সার্বক্ষণিক উঠা বসা– তারা কেউই সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়। অতএব, তারা যে যেমন তাকে সেভাবেই গ্রহণ করো।

* লব্ধ যোগ্যতা ও প্রাপ্ত রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট থাকো। যে কাজ নিজের জন্য উপযুক্ত মনে হবে, সেটাই গ্রহণ করো।

* আক্রমণাত্মক উক্তি করা থেকে বিরত থাকো। সেটা কোনো ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারেই হোক না কেন। নিজের জবানকে হেফাজতে রাখো। সুমিষ্টভাষী হও। কখনও কারো ক্ষতি করবে না।

ধৈর্য ধারণ করো, সহনশীল হও

* ধৈর্য, স্থিরতা ও সহিষ্ণুতা দোষত্রুটিকে ঢেকে দেয়। দানশীলতা একটি প্রশস্ত কাপড় যা অপরাধ ও দোষত্রুটিকে ঢেকে করে রাখে।

* ওহে দরিদ্রজন! ধৈর্য ধারণ করো। ধন-সম্পদের যিম্মাদারী ও রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট থেকে বেঁচে গেছো তুমি। রেহাই পেয়ে গেছো

হারাম মালের আমদানি ও সে ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-র দরবারে জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে।

* ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ে পিঁপড়ার মতো হও। পিঁপড়া যদি শতবার চেস্টা করেও গাছে চড়তে ব্যর্থ হয়, তারপরও সে পুনরায় চড়ার চেস্টা করে; যতক্ষণ না তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সে কখনও বিরক্ত হয় না।

* اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ –'ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো।' [সূরা বাকারা : ৪৫] এ দুটি বিষয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। সফরের পাথেয়। আশার দুয়ার। প্রশস্ততার চাবি। যে ধৈর্য ধারণ করে, সালাতের পাবন্দী হয়, তাকে শুভ্র প্রভাত, প্রকাশ্য বিজয় ও নিকটবর্তী সাহায্যের সুসংবাদ দাও।

* নূহ ﷺ সাড়ে নয় শত বছর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন। কিন্তু তিনি কখনও ধৈর্যহারা হননি। বরং অবিচলতার সঙ্গে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, দিনে-রাতে সব পন্থাই অবলম্বন করেছেন। ফলে আল্লাহ ﷻ তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদেরকে বন্যা ও তুফানের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

* ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার উদ্দিষ্ট বস্তু লাভে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি কল্যাণের জন্য কস্ট করে, সফলতার আলোক রশ্মিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়। তাড়াহুড়া অকৃতকার্যতার কারণ হয়ে থাকে।

قَدْ يُدرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ • وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُتَعَجِّلِ الزَّلَلُ

ধীরস্থির ব্যক্তি তার প্রয়োজনের খানিকটা মেটাতে পারে, পক্ষান্তরে ব্যর্থতা তাড়াহুড়া প্রবণ ব্যক্তির সঙ্গী হয়।

হীরা, চুনি, পান্না

* রশি বেশি শক্ত হলে তা ছিঁড়ে যায়। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত সন্নীকটে আসে। আঁধার শেষে আলোর দেখা মিলবে। দূর হবে বিপদের অমানিশা। মনে রেখো, একটি সংকট দুটি শান্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

* দয়ালু প্রভুর দয়ার কথা ভাবো। কুকুরকে পানি করিয়েছে বলে যিনি বেশ্যাকে ক্ষমা করেছেন। যিনি ক্ষমা করেছেন একশত মানব সন্তানের খুনিকেও। মনে রেখো, আল্লাহ ﷻ তওবাকারীদের তওবা কবুল করে থাকেন।

* ক্ষুধার পর পরিতৃপ্তি। তৃষ্ণার পর নিবারণ। অসুস্থতার পর সুস্থতা। দারিদ্রতার পর স্বচ্ছলতা। দুশ্চিন্তার পর আনন্দ। এসবই আল্লাহ ﷻ-র চিরায়ত রীতি।

* নিজের ক্ষতিগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলো লাভ দ্বারা। টক লেবু দিয়ে প্রস্তুত করো মিষ্টি শরবত। বিপদ-আপদের পানিতে ঢালো মুঠো মুঠো চিনি। পরিস্থিতি যাই হোক তাকে নিজের জন্য ইতিবাচকরূপে গ্রহণ করতে হও সচেস্ট।

* আল্লাহ ﷻ-র অশেষ রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ভুলে যেও না তার অনুগ্রহের কথা। মনে রেখো, কষ্ট অনুপাতেই নেমে আসে তাঁর সাহায্য।

* তোমার পছন্দনীয় বস্তুর তুলনায় অপছন্দনীয় বস্তুতেও থাকতে পারে অধিক কল্যাণ। পরিণামের কথা জানা নেই কারো। শাস্তির খোলসে সুপ্ত থাকে অনেক নেয়ামত। অকল্যাণের চাদরে আবৃত থাকে বহু কল্যাণ।

* যে কাজ উপকারী ও সুচিন্তিত, তা নফসকে অকল্যাণের অনুভূতি, মন্দ চিন্তা ও হারামের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

* মানুষের কাছ থেকে সদাচরণ পেতে চাইলে তুমিও তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করো, যেমনটি তুমি তাদের কাছে কামনা করছো। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে কার্পন্য করো না।

* এক চিলতে মাথা গোজার ঠাঁই, কাঙ্খিত সুস্থতা ও একদিনের প্রয়োজনীয় রিযিক যার কাছে আছে, সে যেন গোটা পৃথিবীটাই লাভ করে ফেলেছে।

* যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসুল হিসেবে মানে, তার উপর আল্লাহ ﷻ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, এটিই আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি লাভের মূল ভিত্তি।

* কেবল আহার-নিদ্রা আর ভোগ-বিলাস দ্বারাই তুমি পারবে না সুখী হতে। সুখী হতে চাইলে কাজের মাধ্যমে সুখী হও। পৃথিবীতে একমাত্র কাজই মানুষকে শ্রেষ্টত্বের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে।

* বন্ধু-সুহৃদদের সাথে আলাপচারিতা দূর করে বিষণ্নতা। সদাচরণ বয়ে আনে নিরাপত্তা। কবিতা শ্রবণে হৃদয়-মননে ছুঁয়ে যায় প্রশান্তির আবেশ।

* জীবন আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ করার জন্য; প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করার জন্য; হালাল পন্থায় উপভোগ করার জন্য; বিবেককে পরিশুদ্ধ করার জন্য; অন্তরকে আলোকিত করার জন্য।

মুচকি হাসো

* মুচকি হাসি সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। ভালোবাসা তার দুয়ার। আনন্দ তার বাগান। ঈমান তার নূর আর নিরাপত্তা তার দেয়াল।

* যে সংসারে স্ত্রী মুচকি হাসির মাধ্যমে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানায় এবং স্বামীও স্ত্রীর হাসির জবাবে মুচকি দেয়, ওই সংসার সুখের সংসার। কারণ, হাসি হলো একতা, মিল-মহব্বত ও মীমাংসার প্রথম ধাপ।

* পরিমিত হাসি– বক্ষে আনে উদারতা, অন্তরে জোগায় শক্তি, দূর করে বিষণ্নতা, কর্মে আনে চাঞ্চল্য, হৃদয়-মন করে পরিচ্ছন্ন।

* মুচকি হাসি ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ঘোষণা। ভালোবাসা ও শান্তির পয়গাম। কবুল হওয়া সদকা; যা প্রমাণ করে এ সদকাকারী সন্তুষ্ট, প্রশান্তচিত্ত ও দৃঢ়।

* মুচকি হাসি হলো হালাল যুদ্ধ। ভালোবাসার বায়না। ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা। এটি এমন ত্বরিত বার্তা যা শান্তি ও ভালোবাসা বহন করে এবং এমন গৃহিত দান যা তার দাতার সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি বুঝায়। তাই, মুচকি হাসির মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দাও বন্ধুত্ব ও উষ্ণতা। সরল কথামালা ও আন্তরিক মহব্বতের মাধ্যমে দূর করো শত্রুর শত্রুতা। দান সদকার মাধ্যমে সাহায্য করো গরিব-মিসকীনদের।

তওবার অশ্রুতে পরিচ্ছন্ন হও

* তোমার প্রভুর অনুগ্রহ ও ক্ষমার ব্যাপ্তি সুবিশাল। তিনি তওবা কবুল করেন। ক্ষমা করেন তার বান্দাদের। বান্দার পাপগুলোকে পরিবর্তন করে দেন পূণ্য দ্বারা।

* খাঁটি তওবা দূর্ভাগ্য পীড়ার নিরাময়ী পথ্য। বিপদগ্রস্ত মোমিন বান্দার জন্য উচিত, তার বিপদের কারণ বাইরে তালাশ না করে নিজের ভেতরে খোঁজ করা। কারণ, মোমিন বান্দার সৌভাগ্যের লক্ষণ হচ্ছে, সে তার নিজের নফস ও গুনাহসমূহের হিসাব নেবে এবং সেগুলোকে সংশোধন করতে সচেস্ট থাকবে। বিপদে পড়া মাত্রই কারণ খোঁজার পেছনে অযথা সময় নস্ট না করে তৎক্ষণাৎ তওবা ও আত্মসংশোধনে ব্রত হবে।

* তওবার অশ্রুতে দিল পরিচ্ছন্ন হয়। আর এ হচ্ছে অনুশোচনার আগুন, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তা ছাড়া এ হচ্ছে লজ্জার অনুভূতি, যা চোখ থেকে প্রতিক্রিয়ার বন্যা প্রবাহিত করে। এ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জনকারীদের মূলধন। আল্লাহ ﷻ-র দিকে যাত্রাকারীদের প্রথম ধাপ। আল্লাহ ﷻ-র দিকে ধাবমানদের অবিচলতার চাবি।

তওবাকারী কাঁদে; কাকুতি-মিনতি করে এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে মাগফেরাতের দোআ করে। যখন লোকজন স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে, তখন তওবাকারীর দিল আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে অস্থির

থাকে। যখন আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টি আয়েশ করতে থাকে, তখন তওবাকারী আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত থাকে। ভগ্ন হৃদয়ে পেরেশান হয়ে সে নিজের রবের সামনে দাঁড়ায় এবং অনুশোচনার ভারে মাথা নত করে। নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে ভয়ে কেঁপে ওঠে। তার মাঝে তৈরী হয় পেরেশানী ও অস্থিরতার ভাব। তার অন্তরে জ্বলতে থাকে এক প্রকারের আগুন। চোখ থেকে বইতে থাকে অশ্রুর বন্যা। তার অন্তর অপেক্ষা করতে থাকে আগামী কালের সাফল্যের। কেননা, গুনাহের ভার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, যাতে পুলসিরাত পার হতে পারে সহজে।

* আল্লাহ ﷻ-র নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করো। এতে রিযিক, সন্তানাদি, উপকারী এলেম ও সহজতা অর্জন হয় এবং পাপ হ্রাস পায়।

* সৎ কাজ, বিপদে ধৈর্য ধারণ, তওবা, মুসলমানদের দোআ, আল্লাহ ﷻ-র রহমত ও রাসুল ﷺ-র সুপারিশ– গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। অতএব, এগুলোর প্রতি যত্নবান হও।

* আল্লাহ ﷻ-র কাছে দয়া ও ক্ষমা চাও। যদি এ দুটি পেয়ে যাও, তবে মনে করবে পেয়ে গেছো সবই। বেঁচে গেছো সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে।

* তওবা করার দ্বারা খুলে যায় মনের বন্ধ তালা। উন্মোচিত হয় বক্ষ। পেরেশানী হয় বিদূরিত। তওবা রিযিকের জানালা ও তাওফীকের দরজা।

* إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ –'তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল।' [সূরা নাজম : ৩২] তিনি গুনাহগারদের ক্ষমা করেন। ভুলত্রুটি মাফ করেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দেন। মন্দকে ঢেকে রাখেন এবং তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করেন।

* আমাদের আদি পিতা আদম عليه السلام গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন। আর আল্লাহ ﷻ তাঁকে নির্বাচন করেছেন, হেদায়েত দিয়েছেন এবং তাঁর ঔরস থেকে নবী-রাসুল, শহীদান, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন সৃষ্টি করেছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে গুনাহের পূর্বের তুলনায় পরেই উন্নত হয়েছেন।

* নূহ عليه السلام ফরিয়াদ করেছেন। তুফান তখন চরম আকার ধারণ করেছে। 'হে দয়াময়! হে অনুগ্রহকারী!' বলে তিনি আহ্বান করেছেন। চোখের পলকেই আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য নেমে এসেছে এবং তিনি কামিয়াব হয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা কুফরি করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।

* ইউনুস عليه السلام সমুদ্রে তিন স্তরের অন্ধকারে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দয়াময়ের দরবারে দয়ার আবেদন করেছিলেন। আবেদনে ছিল ভুলের স্বীকারোক্তি ও ওজর প্রকাশ। সর্বোপরি তাঁর যোগযোগের মাধ্যমও উন্নত ছিল। ফলে সাহায্যও এসেছিল বিজলীর ন্যায় অতি দ্রুত।

* দাউদ عليه السلام ভুল করে অনুতপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ ﷻ-র দরবারে কান্নাকাটি করেছেন। ফলে সেই ভুল তাঁর জন্য এক মহামূল্যবান নেয়ামতে পরিণত হয়েছে। কারণ, তিনি তাঁর প্রভুকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে নিজের অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। আর এটাই দাসত্বের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ ﷻ-র সামনে দীনতা, হীনতা, অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা দাসত্বের মূল স্তম্ভ।

* 'মুমিনের বিষয়টি কতই না উত্তম যে, আল্লাহ ﷻ তার জন্য যে ফায়সালাই করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে'—রাসুল ﷺ-র এই বাণীটির ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمه الله-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মুমিন বান্দা যদি কোনো গুনাহ করে ফেলে, তা হলেও কি তা তার জন্য কল্যাণকর

হবে? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ; তবে শর্ত হচ্ছে গুনাহের পর লজ্জিত হতে হবে। তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে গুনাহ মুমিনের জন্য অপছন্দনীয় বিষয় হলেও আভ্যন্তরীণভাবে গুনাহও কল্যাণকর হতে পারে, যদি তার শর্ত পূরণ হয়ে থাকে।

* সব সময় তওবা-ইস্তিগফার করতে থাকো। কারণ, দিন-রাত সব সময়ই আল্লাহ ﷻ-র রহমতের বাতাস বইতে থাকে। হতে পারে তা থেকে এক ঝাপটা তুমিও পেয়ে যাবে আর তা-ই কেয়ামতের দিন তোমার মুক্তির কারণ হয়ে যাবে।

বই-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো

* ভালো বই এমন এক সঙ্গী, যা অমঙ্গল, অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে তোমাকে প্রলোভন দেখায় না। এটা এমন এক বন্ধু যা তোমাকে বিরক্ত করে না। এটা এমন এক প্রতিবেশি, যে তোমার ক্ষতি করে না। এটা এমন এক অপরিচিত ব্যক্তি যে তোষামোদ করে তোমার থেকে কোনো সুবিধা বাগিয়ে নিতে চায় না। এটা ছলনা ও মিথ্যার মাধ্যমে তোমাকে প্রতারণা করে না। বই তোমার অনুভূতিকে শক্তিশালী ও মেধাকে তীক্ষ্ণ করে।

* বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে যদি সঠিকরূপে উপকৃত হতে চাও, তবে অনেক বিষয় একসাথে পড়ে মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত করো না। বরং প্রথমে সুন্দর একটি রুটিন তৈরি করে নাও। অতঃপর সে অনুযায়ী সামনে অগ্রসর হও। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

* বই পড়ার সুযোগ যিনি পান, তিনিই সৌভাগ্যবান। কারণ, পৃথিবীর বাগান থেকে তিনি ফল সংগ্রহ করেন এবং জগতের বিস্ময়াবলি অবলোকন করেন। কালের গন্ডি পেরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান।

* মানুষের সর্বোত্তম সঙ্গী- বই। তাই বই, জ্ঞান ও জ্ঞানীকে স্থায়ী বন্ধুরূপে গ্রহণ করো।

* সেসব বই-পুস্তক পাঠ করো না, যা উৎকন্ঠা ও ব্যাকুলতা নৈরাশ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

* তোমার ঘরের গ্রন্থাগারটি তোমার জন্য সবুজ-শ্যামল বাগিচা স্বরূপ। তুমি সেখানে, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণী আলেম-উলামা, কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিচরণ করো।

* সব সময় বই সাথে রেখো। সময়ের সংরক্ষণ ও অবসরকে কাজে লাগাতে বইয়ের বিকল্প নেই।

পাঠের কিছু উপকারিতা হলো, এতে জবান খোলে, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, অন্তর পরিষ্কার হয়, দুশ্চিন্তা দূর হয়।

* দালান-কোঠা ও ধন-ঐশ্বর্য থেকে সেই বই উত্তম, যা দ্বারা বোধশক্তি শাণিত হয়, হৃদয়ে আনন্দ জাগে, নফসে শক্তি সঞ্চার হয়; যা বক্ষকে করে উন্মুক্ত ও চিন্তা-চেতনাকে করে পরিচ্ছন্ন।

* ধর্মদ্রোহীদের বই-পুস্তক পড়ো না। তাদের বই-পুস্তকে সেই সব ময়লা-আবর্জনা ও নোংরামি থাকে, যা অন্তরকে কলুষিত করে; এমন বিষ থাকে, যা আত্মাকে হত্যা করে ফেলে। এ সবের চিকিৎসা হচ্ছে ইলমে ওহী; যার দ্বারা আত্মা সুস্থতা লাভ করে।

* ইতিহাস পড়ো। ইতিহাসের বিস্ময়কর বিষয়গুলো নিয়ে ভাবো। তার দূর্লভ-দুস্প্রাপ্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করো। উপভোগ করো ও উপকৃত হও ইতিহাসের ঘটনাবলি ও বৃত্তান্ত থেকে।

اِقْرَأ التَّارِيْخَ إِذْ فِيهِ الْعِبَرُ • ضَلَّ قَوْمٌ لَيْسَ يَدْرُوْنَ الخَبَرُ
ইতিহাস পড়ো কেননা এতে রয়েছে শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, কেননা, যে জাতি নিজের খবর রাখে না, সে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

২০টি নীলকান্তমণি

১. তাড়াহুড়া করে কিংবা ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোনো কাজ করবে না। কারণ, এতে বিনষ্ট হয়ে যায় কাজের সুফল এবং সম্মুখীন হতে হয় অযাচিত ক্ষতির। মনে রেখো, ধীরস্থিরতা ও নম্রতার মাঝেই নিহিত রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

২. কাজের ক্ষেত্রে প্রথমে অধিক গুরুত্বপূর্ণটি সম্পাদন করো। তারপর তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণের দিকে মনোযোগ দাও।

৩. যে ব্যক্তি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নয়, তার সফর দীর্ঘ হয়, তার সওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার চেষ্টা বিফলে যায়।

৪. কর্মজীবনে যে কাজে তুমি স্বস্তি বোধ করো, সে কাজই তোমার করা উচিত। অর্থাৎ তুমি এমন পেশার অনুসন্ধান করো যা তোমার পছন্দ। যদি তুমি তা করতে না পারো, তা হলে এমন ব্যস্ততা গ্রহণ করো, যাতে তোমার মন প্রফুল্ল থাকে। অবসর সময় উক্ত কাজে ব্যয় করো এবং সেই বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠো। মনের বিরোধী কাজ করে অযথা নিজেকে কষ্টে ফেলো না।

৫. ভারসাম্যতা অবলম্বনকারী সুখী হয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী সফল হয়। সহজ-সরল জীবন যাপনকারী কৃতকার্য হয়।

৬. কাউকে উপেক্ষা করা, এড়িয়ে চলা কিংবা তার ভালো কাজের মূল্যায়ন না করা– এগুলো মনের নীচুতা ও সৌজন্যবোধের অভাব থাকার পরিচায়ক। তাই এসব গুণ পরিহার করো।

৭. তুমি যদি অন্যকে সম্মান করো, অন্যের সুখ কামনা করো, অন্যের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণাবলি স্বীকার করো, তাহলে তুমিও তাদের থেকে ইজ্জত-সম্মান পাবে।

৯. হঠাৎ অনাকাঙ্খিত কোনো অবস্থার সম্মুখীন হয়ে গেলে সর্বাপেক্ষা খারাপ ফলাফলের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকো, পাশাপাশি যথাসম্ভব চেষ্টা করো তা থেকে বেঁচে থাকার। কারণ, যে ব্যক্তি তার ব্যবসায় বড় ধরণের লোকসানের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে, আংশিক লোকসান তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে না।

১০. কেবল ধন-সম্পদ ও আসবাব-উপকরণের আধিক্যের মাঝেই সুখ নেই। কারণ, যাদের শুধুমাত্র মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে, তারা অনেকেই বহু ধনীর তুলনায় বেশি সুখী।

১১. খাঁটি মোমিন বান্দা সেই– যে পার্থিব সম্পদ বিনষ্ট হলে তার জন্য পেরেশান হয় না। পার্থিব সম্পদ তো নগণ্য, নশ্বর ও ধ্বংসশীল।

১২. যখন তুমি কল্যাণমূলক কোনো কাজ শুরু করবে, তখন তোমার স্নায়ুগুলো হবে শীতল, নফস পাবে প্রশান্তি, লাভ করবে নিশ্চিন্ততার সুখ।

১৩.কোনো কিছু চাইতে হলে আল্লাহ ﷻ-র কাছেই চাও। সাহায্য-সহযোগিতা-তত্ত্বধান, হেদায়েত-পথপ্রদর্শন-দয়া, অনুগ্রহ-মেহেরবানী-প্রশস্ততা সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে লাভ হয়।

১৪.নারীদের সঙ্গে নম্র আচরণ করো। তাদের মন ভাঙ্গা থেকে বিরত থাকো। তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও। মানুষের উপর অনুগ্রহ করো। আবেগের প্রতি লক্ষ রাখো। অন্যের উপর রহম করো। জগতবাসীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।

১৫.রাগ-গোস্বা লুকিয়ে রাখো। মানুষের ভুলত্রুটি দেখেও না দেখার ভান করো। মন্দ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো। ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করো। তা হলে তুমি মানুষের প্রিয়পাত্র হতে পারবে।

১৬.আয়েশী জীবন বেকার। প্রয়োজনের অধিক মালামাল বোঝা। প্রয়োজনীয় জীবিকার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অপব্যয় ও অপচয় থেকে উত্তম।

১৭.কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। কারও পিছনে পড়বে না। মানুষ তোমাকে নিয়ে ভাবছে এমনটি ভাববে না। সকলেই নিজ নিজ সমস্যায় আক্রান্ত ও ব্যস্ত।

১৮.পাপী, অসুস্থ, রোগী, দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বন্দী, পাগল প্রমুখ লোকজন সুখী হতে পারে না কখনও। দুশ্চিন্তার সমাপ্তি, শত্রুতার বিলুপ্তি, আমলে সালেহ এবং প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করার নামই সুখ।

১৯.যা নিয়ে অধিক আশঙ্কা করা হয়, অনেক সময় তা সত্য হয় না। অধিক আলোচিত বিষয়টি অনেক সময় বাস্তবে পরিণত হয় না। তাই আল্লাহ ﷻ-ই যথেষ্ট। সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ তিনিই করেন। সাহায্যও তাঁরই পক্ষ থেকে আসে।

২০.যে ব্যক্তি কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী থাকে, মানুষের সাথে সদাচরণ করে এবং বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সেই আল্লাহ ﷻ-র কাছে অধিক পছন্দনীয়।

নেতৃত্ব নয়, আনুগত্যে তৃপ্ত হও

* যে সিয়াম পালন করে, তার খাবার হয় উৎকৃষ্ট। যে রাত কাটায় সালাতে, তার ঘুম হয় পবিত্র। যে দান করে অকাতরে, তার বৃদ্ধি পায় প্রশংসা। যে নেতৃত্ব লাভ করে, তার বেড়ে যায় শত্রু-সংখ্যা।

* আচরণে সারল্য, ব্যবহারে বিনম্রতা, দয়া-মায়া ও ক্ষমার মতো মহাগুণে গুণান্বিত মানুষের সংখ্যা বড়ই কম। কারণ, এ সকল ক্ষেত্রে নিজেকে রাখতে হয় দমিয়ে এবং চিরতরে মিটিয়ে ফেলতে হয় নেতৃত্ব অর্জনের আকাঙ্খা।

مَنْ أخمل النَّفس أَحْيَاهَا وَرَوَّحَهَا • وَلَمْ يبتْ طَاوِياً مِنْهَا عَلى ضَجرِ

إنَّ الرِّيَاحَ إذا اشتدَّتْ عَواصفُها • فَلَيسَ تَرمي سِوى الْعَالِي مِنَ الشَّجرِ

যে ব্যক্তি নেতৃত্বে নয় আনুগত্যে তৃপ্ত, সে নিজের জন্য বয়ে আনে সৌম্যতা, শান্তিতে কাটে তার রাত। নিশ্চয় বাতাস যখন প্রচন্ডরূপে বয়, তখন তা গাছের শিখরেই হানে আঘাত।

অনুকরণ প্রিয় হয়ো না

* অনুকরণ প্রিয় হয়ো না। যাপিত জীবনে বাস্তববাদি হও। মানুষের কাছ থেকে কেন সেটা আশা করো, যা তুমি নিজে করতে পারো না। তাই, ন্যায়পরায়ণ হও।

* অন্যের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করা এবং অন্যের অনুকরণে লেগে থাকা আত্মহত্যা ও নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নামান্তর।
* কথাবার্তা, চালচলন, ওঠাবসা কোনো কিছুতেই তুমি অন্যের অনুকরণ করতে যেও না। অনুকরণের কষ্ট থেকে নিজেকে বিরত রাখো।

আচারিক সৌন্দর্যে বলিয়ান হও

সাধারণ মানুষ অন্যদের জন্য আয়নাস্বরূপ। যদি মানুষ অন্যদের সাথে উত্তম আচরণের সাথে ওঠাবসা করে, তা হলে অন্যরাও তার সাথে উত্তম আচরণ দেখায়। তার শিরা-উপশিরা কোমলতা অনুভব করে; হৃদয় শান্ত হয়। তার কাছে মনে হয় যে, সে বন্ধুত্বের অনুপম পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করছে।

পক্ষান্তরে যখন একজন মানুষ অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তখন অন্যরাও তার সাথে খারাপভাবে মেশে এবং রুক্ষ আচরণ করে। যে ব্যক্তি অন্যদের আদব-এহতেরাম করে না, অন্যরাও তার আদব-এহতেরাম করে না।

উত্তম আচরণের ব্যক্তি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। সংকট, সমস্যা ও পেরেশানী থেকে দূরে থাকে। তা ছাড়া উত্তম আচরণ হচ্ছে এবাদত। এর উপর নবী ﷺ অনেক বেশি তাগিদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের বাণী হলো—

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾

'মার্জনার পথ অবলম্বন করো; নেক কাজের হুকুম করো এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো। [সূরা আ'রাফ :১৯৯]

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

(হে নবী!) আল্লাহর রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য কোমলহৃদয় হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি দুর্ব্যবহারকারী ও পাষ-হতে, তা হলে এরা সবাই তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি মাফ করে দাও। তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং দীনের কাজে তাদেরকেও পরামর্শে রাখো। এরপর যখন তুমি কোন কাজের সংকল্প করো, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা (তাঁর উপর) ভরসা করে। [সূরা আলে ইমরান : ১৫৯]

নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে তারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যারা আচার-ব্যবহারে সবচেয়ে ভালো; যারা সমন্বিত হৃদয়ের অধিকারী; যারা অন্যদেরকে চায় এবং অন্যরাও যাদেরকে চায়। আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের লোক হচ্ছে তারা, যারা এর কাছে ওর কাছে কথাবার্তা লাগায় এবং পরস্পর মহব্বতকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নেককারদের দোষ অনুসন্ধান করে।

সাগরসেচা কিছু মুক্তা

* পৃথিবীকে তুমি যে দৃষ্টিতে দেখো পৃথিবী তেমনই। কারণ, পৃথিবীটাকে তুমি তোমার নিজস্ব দৃষ্টিতেই দেখে থাকো। তাই চোখে কালো চশমা পরবে না।

* কেবল তাদের কথাই ভেবো, যাদের তুমি ভালোবাসো। তাদের কথা ভেবে জীবনের এক মুহূর্তও নষ্ট করো না, যারা তোমাকে অপছন্দ করে। কারণ, তারা তুমি ও তোমার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানে না কিছুই।

* নিজের সাফল্য ও কর্মফল নিয়ে ভাবো। ভালো যা কিছু করেছ তার জন্যে খুশি হও। প্রশংসা করো আল্লাহ ﷻ-র। এতে তোমার বক্ষ হবে প্রশস্ত।

* সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাণকে করে সতেজ, হৃদয়ে আনে প্রফুল্লতা, স্নায়ু রাখে শীতল, বাড়িয়ে দেয় কাজের গতি, জীবনকে করে তোলে মূল্যবান ও ফলপ্রসূ।

* কোরআনে কারীমের হাফেজ– যে সকাল-সন্ধ্যায় তা তেলাওয়াত করে, সে কখনও ক্লান্তি ও বিরক্তির শিকার হয় না। কারণ, কোরআন জীবনকে আনন্দে ভরে দেয়।

* বুদ্ধিমান ব্যক্তি বন্ধু বেশি বানায়, শত্রু বানায় কম। কারণ, বন্ধু জুটতে বছর লেগে যায় আর শত্রুর দেখা মেলে প্রতিদিনই। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, আল্লাহ ﷻ যাকে মাখলুকের কাছে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন।

* তোমার পার্থিব অভীষ্টের একটি সীমা নির্ধারণ করে নাও। যা সাধনের লক্ষ্যে তুমি কাজ করে যাবে। নয়তো তোমার অন্তর হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, বক্ষ হয়ে যাবে সংকীর্ণ, অবস্থা হবে সংকটাপন্ন, সর্বপোরি জীবন হবে দুর্বিষহ।

* যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তার সম্ভাব্য সকল দিক ভালোভাবে ভেবে দেখো। তারপর এস্তেখারা করো। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো। তারপর যদি সফল হও তবে তো তোমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হলো। অন্যথায় লজ্জিত হবে না।

সমালোচনায় কান দিও না

* তোমার সমালোচনা হচ্ছে? ক্ষুব্ধ কিংবা নিরাশ হবার কিছু নেই। এটা আনন্দের ব্যাপার। কারণ এর অর্থ হচ্ছে তুমি আলোচনার যোগ্য। জ্ঞান-গরিমা, ধন-দৌলত, পদ-পদবী কিংবা সামাজিক মর্যাদায় তুমি ছাড়িয়ে গেছো তাদের।

* তোমার ব্যাপারে যে সমালোচনাই করা হোক না কেন, তুমি তা নিজের বিরুদ্ধে মনে করবে না। বরং সমালোচনাকারীর উদ্দেশ্যের দিকে না তাকিয়ে তা থেকে ফায়দা গ্রহণ করো। কারণ, প্রশংসার চেয়ে তোমার সংশোধন অনেক বেশি প্রয়োজন।

* যে ব্যক্তি সমালোচনাহীন বাঁচতে চায়, সকলের সম্মান পেতে চায়, অথচ তার মূল্য পরিশোধ করে না, সে অধিকাংশ সময়ই বঞ্চিত হয়।

* তোমার বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করলে কিংবা মানহানিকর মন্তব্য করলে তার জবাব দিতে যেও না। নইলে সে আরো দশগুণ বাড়িয়ে তোমার দোষ বর্ণনা করে বেড়াবে।

* সবসময় নিজের প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি থাকো। তোমার প্রণয়নকৃত রুটিনের উপর যথাযথ আমল করো। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিজের কর্মের প্রতি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস রাখা এবং প্রতিকূলে আসা সমালোচনায় কান না দেওয়া।

* তুমি নিজের উপর নিজে সন্তুষ্ট থাকো। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোনো বিষয়ে ফায়সালা করার পর সে ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকো। তা নিয়ে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, তুমি তাতে কান দিও না, যতক্ষণ তুমি সঠিক পথে আছো। কারণ, যেখানেই সন্দেহ পথ পেয়ে যায়, সেখানেই আনন্দ খতম হয়ে যায়।

إذا كنت ذا رأي فكُنْ ذا عزيمةٍ * فإنَّ فساد الرأي تتردَّدا

যদি তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হও, তা হলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও। কেননা, ভুল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল।

একগুচ্ছ রজনীগন্ধা

* যার নফস তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত, যার ফিকির ঈমানী চেতনায় পরিশুদ্ধ, যার চরিত্র কল্যাণমুখী, তিনি আল্লাহ ﷻ ও মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন।

* অলস-অকর্মণ্যরাই কেবল বিষণ্ন ও ক্লান্ত হয়ে থাকে। পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি তো হাসি-আনন্দের সাথে জীবন যাপন করে।

* যে কোনো ভুলের জন্য নিজেকেই নিজে তিরস্কার করো। অন্যকে তিরস্কার করতে যেও না। কারণ, তোমার নিজের দোষ-ত্রুটির সংখ্যাই এতো বেশি যে, সেগুলো সংশোধন করতেই তো সময়ের প্রয়োজন।

* তোমার কাছে যদি দুটি রুটি, সাতটি খেজুর, এক পেয়ালা পানি, কক্ষে একটি চাটাই ও কোরআন শরীফ থাকে,তাহলে পৃথিবীকে বলো 'সালাম'।

* দানশীলতা, আত্মত্যাগ, কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং বড়াই ও অহংকার পরিত্যাগ করার মাঝেই সুখের রহস্য নিহিত।

* প্রকৃত সুখী ওই ব্যক্তি, যে সেসব বিষয় ভুলে যায়, যেগুলোর প্রতিবিধান করা অসম্ভব। সুখী ওই ব্যক্তি, যে স্মরণ রাখে মানুষের অনুগ্রহের কথা এবং ভুলে যায় তাদের অসদাচরণগুলো।

* যার উপর তুমি রাখতে পারো পূর্ণ আস্থা, যার থেকে পাও তুমি শান্তি, যার কাছে খুলে বলতে পারো মনের সব কথা, দু:খের দিনেও যে থাকে তোমার পাশে, তোমার প্রাইভেসি যে করে না প্রকাশ– সে-ই হলো প্রকৃত বন্ধু তোমার।

* সুখ যা পেয়েছো, তার থেকে বেশি কামনা করো না। হাতছাড়া হতে পারে তা-ও। অপেক্ষায় থেকো না নতুন বিপদের। তাহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তোমাকে জেঁকে ধরবে।

* তুমি ভেবো না যে, তুমি সবকিছুই করতে পারো; হতে পারে অনেক ভালো কাজ করতে পারো তুমি। তবে মনে রেখো, সর্বগুণী হওয়া ও সব কাজ করতে পারা সহজ ব্যাপার নয়।

* মহৎ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো– মন্দ বিষয়কে ভুলে যাওয়া, প্রাপ্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ রাখা এবং মানুষের দোষত্রুটি না দেখা।

* প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে ক্ষমা করে দেওয়া অধিকতর সুস্বাদু। কর্মহীনতা থেকে কর্ম মজাদার। ধন-সম্পদ থেকে অল্পেতুষ্টি অধিক উত্তম এবং প্রাচুর্য থেকে সুস্থতা বহুগুণে ভালো।

* অনর্থক চিন্তার সূতিকাগার হলো একাকিত্ব। নির্বোধ ব্যক্তিরাই মানুষের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করে। মানুষের উপর অধিক

নির্ভর করে। তাদের থেকে শত্রুতা ক্রয় করে নিজের অমঙ্গাল ডেকে আনে।

* অসৎ স্বভাব একটি আযাব। হিংসা বিষতুল্য। গীবত নীচুতা। অন্যদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা লাঞ্ছনাদায়ক।

* নিরাপত্তার সঙ্গো শুকনো রুটি আশঙ্কাযুক্ত মধু থেকে উত্তম। পর্দাওয়ালা তাবু ফেতনাপূর্ণ প্রাসাদ থেকে উত্তম।

* দুনিয়া পেয়ে খুশি হওয়া ছেলেমানুষি বৈ কিছু নয়। সম্পদের সাধনার শেষফল লাঞ্ছনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সম্মান।

কয়েকটি ফুটন্ত গোলাপ

* কারো মন্দ কথায় দুঃখ পেও না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-র সঙ্গোই তো মানুষ বেয়াদবি করে থাকে। যিনি তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে দান করেছেন অস্তিত্ব। তারা তাঁরই অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। যিনি তাদেরকে সময়মতো আহার দিয়ে দূর করে ক্ষুধার জ্বালা মেটান। তথাপি তারা আদায় করে না তাঁর শুকরিয়া। তিনি তাদেরকে করেন ভয় মুক্ত, অথচ তারা তাঁর সঙ্গো লিপ্ত হয় যুদ্ধে।

* গোটা পৃথিবীটাকে তোমার মাথায় তুলে নিতে যেও না। তোমার কথা স্মরণ রাখতে কার দায় পড়েছে ? দেখবে, সামান্য সর্দি-কাশি হলেও তারা তোমার-আমার মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে।

* দুনিয়ার জীবন এভাবে কাটাও, যেন তুমি এক অচেনা মুসাফির। সালাত এভাবে আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ

সালাত। কথাবার্তায় সাবধানী হও। এমন কোনো কথা বলো না, যার কারণে পরবর্তীতে পেশ করতে হয় ওজর। কখনও লোভ করো না অন্যের জিনিসের প্রতি।

* তার জীবন কীসের জীবন যাকে ঘৃণা করা হয়? সে শান্তি কিসের শান্তি যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়? পাপীর কোনো শান্তি নেই। কেউ ভালোবাসে না তাকে। মিথ্যার কোনো প্রশংসা করা হয় না। প্রতারকের উপর মানুষ ভরসা রাখে না।

* মোমিনের বিষয়টি অবাক করার মতো। কারণ, মোমিনের প্রতিটি কাজই কল্যাণকর আর এটি একমাত্র তারই বৈশিষ্ট। কষ্ট পেলে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে কোনো নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য শুকরিয়া আদায় করে, তাহলে তা-ও তার জন্য কল্যাণকর।

* দৈহিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি শক্ত পাথরের উপরও এভাবে শুয়ে থাকতে পারে, যেন সে শুয়ে আছে নরম রেশমের উপর। যবের রুটিও সে এভাবে খেতে পারে, যেন সে খাচ্ছে সারীদ (রুটিকে গোশতের ঝোলে ভিজিয়ে খাওয়া আহার্য বস্তু)। ঝুপড়ি ঘরেও এভাবে দিনগুজরান করতে পারে, যেন সে আছে কিসরার প্রাসাদে।

* বিত্ত-বৈভব থেকে সন্তান-সন্ততি উত্তম। ধনাঢ্যতা থেকে সুস্থতা ভালো। ঘর থেকে নিরাপত্তা শ্রেয়। সম্পদ থেকে অভিজ্ঞতা দামি।

* আনুগত্য ছেড়ে দিলে মরে যায় অন্তর। পাপের উপর অবিচলতা বয়ে আনে দুর্নাম। আল্লাহর স্মরণে গাফলতি করা, তার পাকড়াও থেকে নির্ভয় থাকা এবং নেককারদের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান করা– দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ।

* আপন গৃহে যে সুখী নয়, সে সুখী হতে পারবে না কোথাও। যাকে তার ঘরের লোকজন ভালোবাসে না, তাকে ভালোবাসবে না অন্যরাও। যে তার 'আজ' কে করে নষ্ট, তার 'আগামীকাল'ও হবে তথৈবচ।

অল্পেতুষ্ট হও

* আল্লাহ ﷻ-র মুহাব্বত পেতে চাও, তবে দুনিয়া বিমুখ হও। পেতে চাও মানুষের ভালোবাসা, তবে অল্পে তুস্ট থাকো। লোভ করো না কারো জিনিসের প্রতি। কোরআন অনুযায়ী আমল করো। চির বিদায়ের জন্য সদা প্রস্তুত থাকো। আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করো।

* অল্পে তুস্ট ব্যক্তি বাদশাহ। অপচয়কারী অন্ধ। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি পাগলামির শিকার। তাড়াহুড়াকারী নিজের ক্ষতি সাধন করে। আর হিংসুক জুলুম করে।

* বইয়ের তুলনায় অধিক উপকারী আর কিছু নেই। কবরের চেয়ে বড় উপদেশদাতা আর কেউ নেই। গুনাহের তুলনায় অধিক বিরক্তকারী আর কিছু নেই। দুনিয়াবিমুখতার তুলনায় অধিক সম্মানজনক আর কিছু নেই। অল্পেতুষ্টির তুলনায় বড় কোনো ঐশ্বর্য নেই।

وَالنَّفسُ راغبةٌ إذا رغَّبْتها • وَإذَا تُرَدُّ إلى قَليلٍ تقْنعُ

আত্মাকে প্রলোভন দেখালে, সে আরো বেশি চাইবে। কিন্তু যখন তাকে অল্পে অভ্যস্ত করা হয়, তখন সে অল্পেতুস্ট হয়।

أَطَعْتُ مَطامِعِي فَاستَعْبدتني • وَلَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُراً

লালসা আমাকে দাস বানিয়ে দিয়েছে; কেননা আমি সেগুলোর আনুগত্য করেছি।

আহা! আমি যদি অল্পেতুস্ট হতাম, তা হলে স্বাধীন থাকতাম।

তোমাকে বলছি হে বোন

* সতীত্ব ও পর্দা অবলম্বনের হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ ﷻ। এটাই নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

* বন্ধুত্ব রাখো ও সাহচর্যে থাকো সেসব নারীদের– যারা নেককার, যারা অবলম্বন করেন তাকওয়া; দীনের প্রতি রয়েছে যাদের খাঁটি মুহব্বত এবং উন্নত মূল্যবোধ যাদের প্রথম পছন্দ।

* মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়, প্রতিবেশিদের প্রতি অনুগ্রহ এবং এতীমদের দায়িত্বগ্রহণ করাকে নিজ কর্তব্য মনে করো।

* উপকারী বই-পুস্তক মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করো এবং উত্তম রচনা ও সাহিত্য থেকে ফায়দা লাভে সচেষ্ট হও। শরীর ও ঘরদোরের নোংরা ও এলোমেলো করে রেখো না।

* উত্তম আচরণ, দীনদারী, পর্দা, গাম্ভীর্য, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ এবং স্বামীর খেদমত ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করো। মনে রেখো, দীনদারীই তোমার সোনারূপা; সুন্দর আখালাকই তোমার অলঙ্কার এবং শালীন শিষ্টাচারই তোমার ধন-সম্পদ।

* গুনাহ থেকে বিরত থাকো। কেননা, গুনাহ দুঃখবেদনা ও পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে। বিশেষত ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো, নারীরা যেগুলোতে অধিকহারে লিপ্ত। যেমন,

পরপুরুষদেরকে দেখা, তাদের সঙ্গো নির্জনে সময় কাটানো, অভিসম্পাত, গীবত, অশ্লীল কথাবার্তা, স্বামীর কৃতঘ্নতা, তার হক আদায়ে অনীহা এবং তার সদ্ব্যবহার অস্বীকার করা ইত্যাদি। আল্লাহ ﷻ-র গযব থেকে বাঁচার চেস্টা করো। মনে রেখো, তাঁর শান অত্যন্ত উঁচু। তাকওয়া অবলম্বন করো। কেননা, তাকওয়াই হৃদয়ের আলোকবর্তিকা ও সৌভাগ্যের সোপান।

* আল্লাহ ﷻ অসন্তুস্ট হন এমন কোন কাজে নিজের সময় নস্ট কোরো না। বিশেষত টেলিভিশনের ওইসব চ্যানেল দেখো না, যেগুলোতে বেকার, অশ্লীল ও অনর্থক প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হয়, যেগুলো রূহকে করে তোলে অসুস্থ; দুঃখ ও পেরেশানী করে বৃদ্ধি, যেগুলোর কারণে মানুষ এতটাই অলস হয়ে পড়ে যে, সে নিজের কাজ আঞ্জাম দিতেও ভুলে যায়। যেগুলোর কারণে লজ্জা, পবিত্রতা, ও দীনদারী বিনস্ট হয়।

* প্রতিদিন কিছু সময় অতিবাহিত করো কোরআন তেলাওয়াতে, কোরআন নিয়ে ভাবনায়, কোরআন অনুযায়ী আমলের প্রত্যয় ও তওবা-এস্তেফারে।

* সন্তান প্রতিপালনে মেনে চলো ইসলামী অনুশাসন। তাদের লেখাপড়ায় অবলম্বন করো নববী শিক্ষা পদ্ধতি। তাদেরকে পরিচালিত করো উভয় জাহানের কামিয়াবির পথে।

* পরিবার ও সমাজে তুমি এমন কর্মকাণ্ডের প্রতি গুরুত্ব দাও, যেগুলো আল্লাহ ﷻ-র সন্তুস্টির মাধ্যম হয়। তুমি সমাজের বুকে একটি সুন্দর আদর্শ কায়েম করো। উম্মতের নতুন প্রজন্মের জন্য তুমি হও আলোর মিনার। হও উত্তম নমুনা। মারইয়াম, আসিয়া, খাদীজা, আয়েশা ও ফাতেমার উত্তম আদর্শকে তোমার আনুগত্যের মডেল হিসেবে গ্রহণ করো। চলো তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং অবলম্বন করো তাদের জীবনচরিত। প্রতিদানে আল্লাহ ﷻ

তোমাকে কল্যাণ, সুস্থতা, স্বস্তি ও সুখ দান করবেন। (আল্লাহ ﷺ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।)

* সবচেয়ে মূল্যবান ও সুন্দর পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি পরিধান করো। তা হলে নিঃসন্দেহে তুমি হয়ে যাবে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তোমার বাহ্যিক পোশাকটি হোক না সাদামাটা ও পুরোনো। ইজ্জত-আব্রুর গাউন পরিধান করো। কেননা, তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিতা নারী, যদিও বাহ্যত তোমার পায়ে জুতো নেই।

  সাবধান! কাফেরা, ফাজেরা, ও আব্রু বিক্রেতা নারীদের বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে ধাঁধায় পড়ে যেও না। কারণ, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হতে চলেছে।

* মনে রেখো, কোনো নারী যদি পুরো পৃথিবীরও মালিক হয়ে যায়, জগতের সমস্ত ডিগ্রিও যদি সে অর্জন করে নেয়, তারপরও সে অসহায়– যদি তার স্বামী না থাকে।

কিছু দুষ্প্রাপ্য মানিক-রতন

* প্রফুল্ল মন বিদ্বেষের কীটকে হত্যা করে। তৃপ্ত আত্মা ঘৃণার কীটকে নিঃশেষ করে।

* তোমার ঘরের পথটিই সর্বাধিক শঙ্কাহীন পথ। সেদিনটিই সবচেয়ে বরকতময়, যেদিনটিতে তুমি নেক আমল করো। সে সময়টি সর্বাধিক মন্দ সময়, যখন তুমি কারও সঙ্গো অসদাচরণ করো।

* ছয়টি জিনিসকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যম বানিয়ে নাও–
  ১. সুখকে শোকরের মাধ্যম
  ২. দুশ্চিন্তাকে সবরের মাধ্যম
  ৩. চুপ থাকাকে ফিকিরের মাধ্যম
  ৪. দৃষ্টিকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম
  ৫. কথাকে যিকিরের মাধ্যম
  ৬. জীবনকে আনুগত্যের মাধ্যম।

* ওই পাখির মতো হও, যে সকাল-সন্ধ্যা (তার প্রভুর পক্ষ থেকে) রিযিক পায়। যে পরোয়া করে না আগামীকালের; যে নির্ভরও করে না কারও উপর, যে কখনও কষ্টও দেয় না কাউকে।

* যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করবে, মানুষ তার মানহানি করবে। যে তাদের সঙ্গে কৃপণতা করবে, তারা তাকে ঘৃণা করবে। যে তাদের সঙ্গে সহনশীলতার আচরণ করবে, তারা তাকে সম্মান করবে। যে তাদের সঙ্গে দানশীলতার পরিচয় দেবে, তারা তাকে ভালোবাসবে। যে তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে, তারা তাকে ঘৃণা করবে।

* আকাশের রঙ প্রতিনিয়ত বদলায়। কালের বিবর্তন ঘটে। অবস্থা সব সময় থাকে না এক রকম। প্রতিদিন আল্লাহ ﷻ-র হয় নতুন নতুন শান। তা হলে কেন তুমি পেরেশান?

* তুমি কেন ধরনা দেবে রাজা-বাদশাহদের দরবারে? তাদের ভাগ্যই তো রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র কব্জায়। তুমি তো যেন হাত পাতছো ফকিরেরর দুয়ারে! সাহায্যের আবেদন করছো কৃপণের কাছে! অভিযোগ করছো আহতের নিকট!

মনে রেখো

* মনে রেখো, আনন্দের মুহূর্তগুলো ধার করা। পেরেশানী কাফ্‌ফারা। গোস্বা অকল্যাণকর। বেকারত্ব ক্ষতিকর। ইবাদত উপকারী ব্যবসা।

* মনে রেখো, কলম তোমার সাথী। বই তোমার বন্ধু। ঘর তোমার রাজত্ব। তোমার রিযিক তোমার ধনভাণ্ডার। অতএব, যা চলে গেছে তার নিয়ে আক্ষেপ করো না।

* মনে রেখো, কিছু বিষয়ের শুরুটা কষ্টের হয়ে থাকে; কিন্তু তার ফলাফল মিষ্টি হয়ে ধরা দেয়। যেমন, মেঘ। শুরুতে তর্জন-গর্জন করলেও শেষটায় বর্ষণ করে রহমতের বারিধারা।

* মনে রেখো, দুটি নেয়ামত অপ্রকাশ্য। ১. শরীরের সুস্থতা। ২. স্বদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা।

দুটি নেয়ামত প্রকাশ্য ।১. মানুষের চর্চিত স্তুতি-প্রশংসা। ২. সৎ ও নেককার সন্তান-সন্তুতি

* মনে রেখো, যে তোমার দোষচর্চা করছে, সে তার অর্জিত নেকগুলো তোমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে দিচ্ছে। তোমার পাপরাজি মিটিয়ে দিচ্ছে। তোমাকে লোক সমাজে প্রসিদ্ধ করে তুলছে। এটাও এক প্রকারের নেয়ামত।

* মনে রেখো, তোমার মন সেই তরল বস্তুর ন্যায়, যা পাত্রসমূহকে নিজের রঙ দান করে। অতএব, তোমার মন যদি সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত হয়, তা হলে সে সুখ, কল্যাণ ও সৌন্দর্য দেখবে। আর যদি সে

সংকীর্ণ হয় এবং অশুভ লক্ষণ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়, তা হলে সে অশান্তি, অকল্যাণ ও মন্দেরই মুখোমুখী হবে।

* মনে রেখো, সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم আজমাইন অন্যদের মন নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতেন না; নফসের ওয়াসওয়াসা ও অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কে অন্তরে স্থান দিতেন না। বরং মূলনীতির উপর জোর দিতেন এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক মনোযোগী থাকতেন। আর এ জন্যই তাঁরা সকলের চেয়ে সুখী ছিলেন।

* মনে রেখো, উদারতা হচ্ছে, অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি। সাহস হচ্ছে কাপুরুষতা ও বেপরোয়াভাবের মাঝামাঝি। মুচকি হাসি হচ্ছে ভ্রূকুটি ও অট্টহাসির মাঝামাঝি। ধৈর্য হচ্ছে কঠোরতা ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের মাঝামাঝি।

* মনে রেখো, কেউ যদি অল্লাহ ﷻ-র জন্য কোনোকিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ ﷻ তাকে এরচেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন । কারণ, আল্লাহ ﷻ পবিত্র, পবিত্র জিনিসকেই তিনি কবুল করে থাকেন।

কয়েকটি নীলপদ্ম

* ছয়টি বিষয় ভালো এবং যথেষ্ট–
(১) দ্বীন (২) ইলম (৩) অমুখাপেক্ষিতা (৪) বদান্যতা (৫) দয়া (৬) ক্ষমা।

* মহত্ত্বের লক্ষণ হলো– অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, কারও কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা, নীচু স্বরে ধীরে ধীরে কথা বলা এবং উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা ।

* মানুষ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তুমিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে– এটাই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে মূল্যবান সওদা।

* অসৎ সঙ্গের চেয়ে একাকিত্ব ভালো। সুউচ্চ প্রাসাদ থেকে নেক কাজ ভালো। সুনামের সঙ্গে পরিচিতিই মাহাত্ম্য।

* দীন যার পথপ্রদর্শক, বিবেক যার রাহবার, আভিজাত্য যার রক্ষক, লজ্জা যার সৌন্দর্য, মনে করতে হবে তার মাঝে সকল উৎকৃষ্ট গুণের সমাগম ঘটেছে।

* যে ব্যক্তি পরিহার করবে মতানৈক্য, ত্যাগ করবে অহংকার, বেঁচে থাকবে মিথ্যা থেকে, সন্তুষ্ট থাকবে তাকদীরের ফায়সালার উপর, পরিত্যাগ করবে হিংসা-বিদ্বেষ, আল্লাহ ﷻ সৃষ্টিকূলের অন্তরে তার জন্য গড়ে দেবেন স্থান।

* যে ব্যক্তি বাদশাহকে হেয় করবে, তার দুনিয়া হবে নষ্ট। যে ব্যক্তি বন্ধুকে হেয় করবে, তার মর্যাদা হবে ক্ষুন্ন। যে আল্লাহ ﷻ-কে হেয় করবে, তার দুনিয়া-আখেরাত সবই হবে বরবাদ।

* মানুষ তোমার কাছে কিছু কামনা করে– এটি তোমার জন্য একটি নেয়ামত। এতে বিরক্ত হয়ো না। অন্যথায় নেয়ামত সংকটে পরিণত হয়ে যাবে। তোমার সর্বোত্তম সময় তো সেটাই, যখন তুমি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হও। তবে তুমি কারও কাছে কিছু আশা করো না।

* প্রত্যহ ঘুমানোর আগে ক্ষমা করে দাও সকলকে। ক্ষমার সুশীতল পানি দ্বারা মনকে ধুয়ে নাও সাতবার। অষ্টমবারে তাকে পরিপূর্ণরূপে করে নাও পাক-সাফ। এতে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে।

* যদি কারও কাছে বিনম্র হৃদয়, (আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে) ক্রন্দনরত চোখ, পরিতৃপ্ত আত্মা থাকে, তবে তার পোষাক ছেড়া ও জুতা ফাটা হলেও কোনো সমস্যা নেই।

* সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল হচ্ছে বয়ে চলা সেই নহর, যা শুষ্ক অঞ্চলে খনন করা হয়। তা এমন এক চোখ, তুমি ঘুমিয়ে থাকলেও যা জেগে থাকে; তুমি অনুপস্থিত থাকলেও সে উপস্থিত থাকে এবং তোমার মৃত্যুর পরও তোমার উপকার করে যাবে।

* হৃদয় যদি হয় পরিচ্ছন্ন, তবে রাতকেও মনে হয় আলোকিত; মানুষকে মনে হয় প্রিয়, ঝুপড়ি ঘরকেও মনে হয় সুরম্য প্রাসাদ।

* অযথা বিতর্ক করো না। অনর্থক কথাবার্তা বলো না। মূর্খ বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থেকো। কারণ, এ সবই তোমার জন্য ক্ষতিকর।

إذا نَطَقَ السَّفيهُ فلا تُجِبْهُ • فخيرٌ مِنْ إجابتِه السكوتُ

নির্বোধের কথার জবাব দিও না, কেননা তার কথার জবাব না দিয়ে চুপ থাকা ভালো।

ইলম অর্জন করো

* ইলম একাকিত্বের সঙ্গী। অপরিচিতের সাথি। নির্জনতায় সহগামী। সত্যের পথপ্রদর্শক। দুঃসময়ের সাহায্যকারী। মৃত্যু-পরবর্তী ধনভাণ্ডার।

* ইলম অন্তরে আনে প্রশস্ততা। দৃষ্টি করে উদার। উন্মোচন করে নতুন দিগন্ত। ফলে দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে আত্মা লাভ করে মুক্তি।

* ইলমের আনন্দ স্থায়ী, তার মাহাত্ম চিরন্তণ। ইলমের আলোচনা টিকে থাকে দীর্ঘকাল। পক্ষান্তরে সম্পদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, তার মাহাত্ম বিলীয়মান। সম্পদের আলোচনা টিকে থাকে স্বল্পকাল।

* সম্পদের স্তুপ থেকে ইলম, মারেফাত ও অভিজ্ঞতার মূল্য বেশি। কারণ, আসবাবের মাঝে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের আনন্দ, পক্ষান্তরে মানুষের আনন্দ তো মারেফাতের মধ্যেই নিহিত।

* সর্বাপেক্ষা নরম গালিচা– শান্তি। সর্বোত্তম পর্দা– নিরাপত্তা। অতুলনীয় সুস্বাদু খাবার– ইলম। সর্বাধিক উপকারী এবং সর্বোত্তম পোশাক– ভালোবাসা।

* উৎকৃষ্ট ইলম তা-ই, যা তোমার মর্যবা বৃদ্ধি করে। উৎকৃষ্ট সম্পদ তা-ই, যা তোমার উপকার করে। উত্তম বন্ধু সে-ই, যে তোমাকে সদুপদেশ দেয়।

* বরকতময় ওই ব্যক্তি, যার ইলম বেশি হলে তাকওয়ায়ও বৃদ্ধি ঘটে। সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যার জীবন দীর্ঘ হলে আমলও ভালো হয়। তাওফীক ওই ব্যক্তিই লাভ করে থাকে, যার সম্পদ বেশি হলে নেকীও বেশি হয়।

* ইলম হচ্ছে দলীল। বাকশিল্প হচ্ছে সৌন্দর্য। আর চুপ থাকা প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

* ইলম সুস্বাদু আহার্য, নিরাপত্তা উত্তম বিছানা, সুস্থতা পরিপূর্ণ আচ্ছাদন, মুহাব্বত উপকারী ঔষধ এবং পর্দা উত্তম পোষাক।

* যার মাঝে ইলম ও মারেফাতের উদ্যান রয়েছে, যার অন্তরে ঈমান ও যিকিরের বাগান রয়েছে, সে কখনও পার্থিব আনন্দ-বিনোদন কিংবা সুখ-শোভার জন্য আফসোস করতে পারে না।

سَهْرِي لِتَنْقِيحِ الْعُلومِ أَلَذُّ لِي • مِنْ وَصْلِ غانيةٍ وطيبِ عناقِ

ইলম শিক্ষায় রাত্রি জাগরণ করা আমার কাছে সম্মোহনকারিনী রমনীর আলিঙ্গানের চেয়ে বেশি প্রিয়।

وَتمايُلي طَرَباً لحَلِّ عويصةٍ • أَشْهى وَأَحْلى مِنْ مُدامةِ سَاقي

জটিল বিষয় বোধগম্যকালে হৃদয়ের গভীরে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা চমৎকার পানীয়ের চেয়েও বেশি সুস্বাদু লাগে।

وَصَرِيرُ أقلامي على أوراقها • أَحْلى من الدَّوْكاءِ والعشَّاقِ

কাগজের উপর কলমের খসখস শব্দ; আমার কাছে প্রেমিক-প্রেমিকার (আলিঙ্গানের শব্দের) চেয়েও অধিক মজাদার।

وألذُّ من نقرِ الفتاةِ لدُفِّها • نقري لأُلقي الرملَ عن أوراقي

কাগজের ধূলি ঝাড়ার শব্দ, নারীর হাতে বাজানো দফের আওয়াজের চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক।

يا مَنْ يحاول بالأماني رُتْبتي • كمْ بين مُسْتَغِلٍ وآخرَ راقي

হে অমুক! যে আমার সমান মর্যাদা পাওয়ার মিথ্যা আশা করছে, বেশি উঁচু বলে যে শিখরে উঠতে কষ্ট পায়, তার মাঝে আর চূড়ায় পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তির মাঝে কতই না পার্থক্য।

أبيتُ سهران الدُّجى وتبيتهُ • نوماً وتبغي بعدَ ذاكَ لحِاقي

আমি সারা রাত থাকি জেগে, যখন তুমি থাকো ঘুমিয়ে; অথচ তুমি চাও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে।

لا يَبْلُغُ الأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ • مَا يَبْلُغُ الجَاهِلُ مِنْ نَفْسِه

মূর্খ নিজে তার যতটা ক্ষতি করে, শত্রুরাও পারে না তার ততোটা ক্ষতি করতে।

ইয়াকুত খচিত বাণী

* বান্দার উপর আল্লাহ ﷻ-র অসীম দয়া যে, তিনি তাঁর আনুগত্যকারীর অন্তরে ধনাঢ্যতা ঢেলে দেন। ফলে তার কাছে কয়েক লোকমা খাবার থাকলেও সে নিজেকে বাদশাহ মনে করে।

* নিরাপত্তা, সুস্থতা, যৌবন, পৌরুষ, দয়া, ধৈর্য, তাকওয়া, আত্মমর্যাদা ও সম্পদ– এই তো জীবন।

* যে ব্যক্তি মসজিদকে আবশ্যক করে নেবে, সে সুস্পষ্ট নিদর্শন, খাঁটি বন্ধু, উৎকৃষ্ট ইলম, নেয়ামতরাজি, উত্তম কথা ও খাঁটি তাওবা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

* তুমি তোমার নিজেকে যতোটা চেনো, তোমার রিযিক তোমাকে তার চেয়ে বেশি চেনে। যতক্ষণ না তুমি তোমার ভাগ্যে লিখে রাখা রিযিক পূর্ণ করছো, ততক্ষণ তুমি মৃত্যুবরণ করবে না।

* দরিদ্র সে, যে অধিককে অল্প মনে করে। অন্ধ সে, যে নিজের দোষ দেখতে পায় না।

* মানুষের মধ্যে সে-ই নেয়ামতের অধিক হকদার, যে অধিক শোকরগুজার। অধিক ভালোবাসার পাত্র সে, যে দানশীলতা অবলম্বন করে, মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং যার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল থাকে।

* কষ্টের পর সুখ আসে। ক্লান্তির মাধ্যমে আরাম অর্জিত হয়। আদবের মাধ্যমে ভালোবাসা অর্জন হয়।

* সন্তানাদি সম্পদের চেয়ে উত্তম। চরিত্র পদমর্যাদার চেয়ে উন্নত। হিম্মত দক্ষতার চেয়ে বড়। তাকওয়া বড়ত্ব থেকে উত্তম।

* শুনেই কোনো কিছুর লোভে পড়ে যেও না। অল্পতেই কারও প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। কোনো নারীর কাছে মনের গোপন কথা বলো না।

* যে সত্যবাদী হয় তাকেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করা হয়।

* কখনও কখনও একটিমাত্র শব্দ সৃষ্টি করে শত্রুতা। একটিমাত্র মন্দের কারণে থেমে থাকে বহু কল্যাণ। একটিমাত্র দৃষ্টি সৃষ্টি করে আক্ষেপ।

* তোমার ভালোবাসা যেন দুঃখে পরিণত না হয়। শত্রুতা যেন বৃদ্ধি না পায়। জীবন যেন বিলাসিতায় পূর্ণ না হয়।

* জীবন এমন এক অবকাশ, যাকে খোয়ানোর পরই কেবল আমরা তা বুঝতে পারি তার মূল্য। সুস্থতা সুস্থদের মাথায় পরিধেয় এমন এক মুকুট, যা কেবল অসুস্থতরাই দেখতে পায়।

* যার বন্ধু মন্দ স্বভাবের, নফ্স যাকে আদেশ দেয় মন্দ কাজের, যে খাহেশাতের গোলাম, সে কীভাবে সুখী হতে পারে?

* নিঃসন্দেহে তোমার উপর তোমার রবের হক আছে, তোমার নফ্সের হক আছে, তোমার চোখের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানদের হক আছে। অতএব, সকলের প্রাপ্য হক আদায় করো।

* সূর্যোদয়ের সময়ের সৌন্দর্য উপভোগ করো।

* খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠো। বরকত পাবে। উঠে যিকির করো, তিলাওয়াত করো, কিতাবাদি পাঠ করো, লেখালেখি করো, নিজের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করো।

দ্যুতিময় রত্নরাজি

* মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটো। আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করো। মাখলুকের উপর দয়া করো। ফরয আদায় করো। নফলের পাথেয় গ্রহণ করো। কল্যাণ লাভ হবে।

* কখনও কখনও মাত্র একটি শব্দের কারণে নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একটিমাত্র ভুল লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একাকিত্ব অনেক মিষ্ট। নির্জনবাসী ইয্যত পায়।

* প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। প্রকৃত মুমিন ওই ব্যক্তি, যাকে মানুষ নিজেদের জান-

মালের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে। প্রকৃত অর্থে মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ﷻ-র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করে।

* তোমাকে যদি কেউ হিংসা না করে, তা হলে তার অর্থ হচ্ছে তোমার ভেতর কোনো গুণ নেই। তোমার যদি কোনো বন্ধু না থাকে, তা হলে তার অর্থ হচ্ছে তোমার স্বভাব ভালো নয়।

* নিজের নেকীর কথা স্মরণ করে আত্মাকে দাও আনন্দ। গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে অন্তরকে দাও শান্তি।

* স্থূলতা গাফলত। ভারী পেট মেধাকে বিনষ্ট করে। অতিরিক্ত ঘুম অকৃতকার্যতার লক্ষণ। অতিরিক্ত হাসি দিলকে মেরে ফেলে। ওয়াসওয়াসা একটি আযাব।

* অনুগ্রহ মানুষকে লাগাম পড়িয়ে দেয়। সহনশীলতায় দুশমন পরাজিত হয়। ধৈর্য গোস্বার আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

* অল্প তাওফীক অধিক মাল থেকে উত্তম। ইজ্জতের সাথে বরখাস্ত হওয়া বেইজ্জতির সাথে পদে টিকে থাকার চেয়ে উত্তম।

* যে মানুষের সমস্যার দিকে লক্ষ রাখে, সে নিজের সমস্যার কথা ভুলে যায়। যে মালিকের আনুগত্য করে, মানুষ তার খেদমত করে। যে দুনিয়া পরিত্যাগ করে, সে সুন্দর জীবন লাভ করে।

* নিরাপত্তার সাথে যে নেয়ামত লাভ হয়, তাকে কম মনে করো না। তাওবা না করলে অল্প গুনাহকেই অনেক বড় মনে করা উচিত। ইখলাস না থাকলে ইবাদতকে কীভাবে বেশি মনে করা যেতে পারে?

* দুনিয়া নিয়ে খুশি হওয়া ছেলেমানুষি। নিজের প্রশংসায় খুশি হওয়া সাধারণ মানুষের কাজ। আউলিয়ায়ে কেরাম ও নেককার বান্দাগণ আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টিতে খুশি হন।

* সত্যবাদিতা প্রশান্তিদায়ক। মিথ্যা সংশয়পূর্ণ। লজ্জা নিরাপত্তার মাধ্যম।

সৌভাগ্যবান কে?

* সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজেকে নিজে চেনে, কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কাজে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে।

* তুমি যদি জীবনের সকল রূপ-সুষমা ও সৌন্দর্য শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে উপভোগে অভ্যস্ত হতে পারো, তবেই তুমি হতে পারবে পরিপূর্ণ সুখী ও সৌভাগ্যবান।

* মহাকালের মাঝে শুধু একটি শব্দ রয়েছে, তা হলো 'এখন'। আর সৌভাগ্যের অভিধানে কেবল একটি শব্দ রয়েছে তা হলো 'সন্তুষ্টি'। অর্থাৎ, মহাকালের মাঝে শুধু 'বর্তমান' কে কাজে লাগালেই মানুষ সফল হতে পারে। আর মানুষ সৌভাগ্যবান হতে হলে সন্তুষ্টির গুণ নিজের মাঝে ধারণ করার বিকল্প নেই।

* যে তার ঘরে সৌভাগ্যবান হয়নি (ভালো বলে বিবেচিত হয়নি) সে অন্য কোথাও সৌভাগ্যবান হবে না। যাকে তার পরিবার ভালোবাসে না তাকে অন্য কেউই ভালোবাসবে না। যে তার আজকে নষ্ট করেছে সে তার আগামীকে ও নষ্ট করবে।

* সৌভাগ্য হলো অজ্ঞতার অবসান হওয়া, শত্রুদের অপসারণ হওয়া, নেক কাজ করতে পারা এবং প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হওয়া।

* সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন সাহাবাগণ। কেননা তারা অন্তরের উদিত বিভিন্ন দুশ্চিন্তা ও মনের ওয়াসওসার দিকে গভীর মনোযোগী হতেন না। বরং তারা গুরুত্ব দিতেন মূলনীতিকে। ব্যস্ত থাকতেন আসল কাজ নিয়ে।

* যে ব্যক্তি পরকালের সফলতা কামনা করে, অন্যের কাছে থাকা নেয়ামত নিয়ে হিংসা করে না, বরং সর্বদা অন্যের মঙ্গলকামনা করে, নিদেনপক্ষে কারও কোনো ক্ষতি করে না– সেই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যবান মানুষ।

* হারাম বস্তু দেখার দ্বারা অন্তরে দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যবান সেই - যে তার দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং ভয় করে তার পালনকর্তাকে।

* সৌভাগ্যবান সে-ই, যে তার খাহেশের গোলাম না হয়ে, প্রবৃত্তিকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। বরকতময় সে-ই, যে নফসে আম্মারার প্রতিক্রিয়া থেকে নিজে রক্ষা করতে পারে। কামিয়াব সে-ই, যে সন্দেহের বেড়াজাল ও পেরেশানী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

* সৌভাগ্য– সে তো লুকিয়ে আছে তোমার মাঝেই। তাকে খুঁজে পেতে, তোমাকে সততা ও সাহসের বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমন্ডিত হতে হবে, সৎ কর্ম ও সৃষ্টির ভালোবাসায় হতে হবে নিবেদিত প্রাণ। বেরিয়ে আসতে হবে জাগতিক মোহ ও সার্থান্ধতা থেকে।

একগুচ্ছ কলি

* দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা। জান্নাতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র দীদার লাভ করা। আর সবচেয়ে উপকারী কিতাব হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র কালাম।

* সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেককার ও পূণ্যবান হচ্ছেন রাসুল ﷺ।

* লোভ লাঞ্ছনা। লালসা অপদস্থতা। কৃপণতা মন্দ স্বভাব। ভয়ের কারণে মানুষ অসফল হয়। গাফলত উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

* আল্লাহ ﷻ-র কাছে নিরাপত্তার ফরিয়াদ করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। তাঁর কথা স্মরণ করো, তাঁকে কাছে পাবে।

* সুসময়ে আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করো, দুঃসময়ে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ ﷻ-র কাছেই চাও। সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁর দরজাতেই কড়া নাড়ো।

* সুসময়ে দুঃসময়ের জন্য সামানা প্রস্তুত করে রাখো। মাল সদকা করে হেফাজতের মাধ্যম বানাও। নিজের জীবনকে রবের আনুগত্যে অতিবাহিত করো।

* বহু স্বাদ আক্ষেপের কারণ। বহু ত্রুটি লাঞ্ছনার কারণ। বহু অট্টহাসি কান্নার কারণ।

* দেহের সুস্থতা কম খাওয়ায়। আত্মার সুস্থতা কম গুনাহে। আর সময়ের সুস্থতা অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকায়।

* কষ্টের এক মুহূর্ত একদিনের মতো। সুখের একদিন এক পলকের মতো। আনন্দের রাত খুবই ছোট। পেরেশানীর একদিন খুবই দীর্ঘ।

* দারিদ্রতায় নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়। ক্ষুধায় খাবার ভালো লাগে। বন্দিত্ব দেখে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব হয়। আর রোগ দেখে সুস্থতার কদর বুঝে আসে।

* তিন ডাক্তারকে আবশ্যক করে নাও– ১.আনন্দ ২. আরাম ৩. উদ্দীপনা। তিন শত্রু থেকে বেঁচে থাকো– ১.অশুভ লক্ষণ ২.কল্পনা ৩. নৈরাশ্য।

* দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক ও জড়াগ্রস্ততা থেকে বেঁচে থাকাও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পিপাসা লাগবে না ততক্ষণ পানি পান করবে না; ক্ষুধা না লাগলে খাবে না; ক্লান্ত হলে শোবে না।

* আল্লাহ ﷻ যা-ই ফায়সালা করেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাকো। তিনি যে অবস্থাতেই তোমাক রাখেন, তার সমাপ্তি কামনা করো না। কারণ, আল্লাহ ﷻ তোমার ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো জানেন এবং তোমাকে তোমার মায়ের চাইতেও অধিক মায়া করেন।

* আল্লাহ ﷻ-র প্রতিটি ফায়সালাই কল্যাণকর। এমনকি গুনাহও কল্যাণকর যদি তার সাথে অনুতপ্ততা থাকে, তাওবা থাকে, অক্ষমতা ও ক্ষমা প্রার্থনা থাকে; যদি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা না থাকে।

* সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে নেয়ামত লাভ করলে শোকর আদায় করে; বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করে; গুনাহ করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করে; গোস্বা এলে সহনশীলতা অবলম্বন করে; আর যখন ফায়সালা দেয়, তখন ইনসাফ করে।

রকমারি মণিমাণিক্য

* যে ব্যক্তি উত্তম শিষ্টাচার, সুন্দর অভিরুচি এবং ভদ্র আচরণে গুণে গুণান্বিত সে নিজেকে ও অন্যান্য মানুষদেরকে সৌভাগ্যবান বানিয়েছে এবং তার জাহের-বাতেনের পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে।

* তোমার অন্তরকে একটু আরাম দাও। কারণ, কখনও কখনও ক্লান্তি ও দুর্বলতা তাকেও পেয়ে বসে। তার জন্য প্রস্তুত করো কিছু নিয়ম-কানুন। সম্ভব হলে জ্ঞান-দর্শনের নানা অভিজ্ঞতা তালাশ করো তার জন্য।

* ইতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন একজন ভালো সঙ্গী তোমার কঠিন বিষয়গুলোকে করে দিতে পারে সহজ। তোমার জন্য খুলে দিতে পারে আশার দুয়ার। পক্ষান্তরে নেতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন সঙ্গীটি পৃথিবীকে তোমার সামনে উপস্থাপন করবে কঠিন ও সঙ্কটাপন্নরূপে।

* তুমি সুস্থতা, প্রবৃত্তি অথবা পদমর্যাদাকে কোনো বিষয় অর্জন করার জন্য মুল্য হিসেবে স্থির করো না। তাহলে সব হারাবে। কারণ, যার সুস্থতা চলে গেছে, সে উপভোগ্য বস্তুর মাঝেও সুখ খুঁজে পায় না।

* নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনে যেমন রয়েছে রাশিরাশি সুখ ও আনন্দের আয়োজন। তেমনি রয়েছে দুঃখ-দুর্দশার পালাবদলও। এখান থেকে দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে মেধা খাটিয়ে সুখকে কিভাবে অর্জন করা যায় সেটাই রহস্য।

* তুমি যদি তোমার তারুণ্যকে উচ্চাকাঙ্খায়, তোমার পৌরুষকে সংগ্রামে এবং তোমার বার্ধক্যকে চিন্তা-গবেষনায় কাটাতে পারো তবেই তোমার জীবন হবে পূর্ণাঙ্গা।

* ফল ও খাদ্য পেয়ে খুশি হওয়া বাচ্চাদের শোভা পায়। উত্তম প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া বড়দের শোভা পায়। পক্ষান্তরে সদাচারি ব্যক্তির কাজকর্ম হয়ে থাকে গৌরবময়, যা কখনো শেষ হওয়ার নয়।

* আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য ছেড়ে দেওয়া, লাগাতার গোনাহ করা, খারাপ আলোচনার সময় কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা, আল্লাহ ﷻ-র শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এবং সৎকর্মশীলদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা– মৃত অন্তরের পরিচয় বহন করে।

* ঈমান, সুস্থতা, অমুখাপেক্ষিতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, তারুণ্য, ইলম– এগুলো এমন জিনিষ যার জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায় কষ্ট-

মুজাহাদা করে থাকে। কিন্তু খুব কমই এগুলো একসাথে (এক ব্যক্তির মাঝে) সমাগম ঘটে।

* তুমি বর্তমানকে সুখময় করো। কারণ, তোমার কাছে বেঁচে থাকার কোনো সার্টিফিকেট নেই। নেই কালের দূর্যোগ থেকে বেঁচে থাকার কোনো নিরাপত্তা। তাই তোমার কষ্টকে বানিও না মুদ্রার মতো (যা যত্রতত্র খরচ করা যায়)। তোমার আনন্দকে বানিও না ঋণের মতো (অর্থাৎ, অবৈধ পন্থায় এমন সুখ উপভোগ করো না যার জন্যে পরকালে চড়া মুল্য পরিশোধ করতে হয়)।

* পৃথিবীতে শ্রেষ্ট কিছু থাকলে তা হলো– সত্য ঈমান, সঠিক চরিত্র, সুস্থ বিবেক, নিরাপদ শরীর এবং তৃপ্তিদায়ক খাবার। এছাড়া যা আছে সবই (অযথা) ব্যস্ততা।

* দুটি নেয়ামত সুপ্ত- ১. শারীরিক সুস্থতা ২. বাড়িঘরের নিরাপত্তা

  দুটি নেয়াতম প্রকাশ্য–১. সুন্দর প্রশংসা ২. নেককার সন্তানাদি।

* উৎফুল্ল হৃদয় শুক্রতার জীবানুকে হত্যা করে ফেলে। আর পরিশ্রমী মন অপছন্দের কীট-পতঙ্গাকে তাড়িয়ে দেয়।

* সবচেয়ে কম ঝুকিপূর্ণ রাস্তা হলো তোমার বাড়ি দিকের রাস্তা এবং সবচেয়ে বরকতময় দিন হলো যেদিন তুমি নেক আমল করো এবং সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত হলো যখন তুমি অন্যকে কষ্ট দাও।

* প্রফুল্লতা হলো– সুন্দর চেহারা, সবুজ বাগান, ঠান্ডা পানি এবং উপকারী বই। পাশাপাশি এমন একটি অন্তর যে নেয়ামতের কদর করতে পারে, গোনাহ ছেড়ে দিতে পারে এবং ভালোকে ভালোবাসতে পারে।

* অশ্রুর সাথে রয়েছে হাসি, দুঃখের সাথে রয়েছে আনন্দ, বিপদাপদের সাথে রয়েছে অনুগ্রহ এবং মসিবতের সাথে রয়েছে পরীক্ষা। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও প্রচলিত পদ্ধতি।

* জ্ঞানীর বাজারে স্বল্পমুল্যে সৌভাগ্যের যে উপকরণটি তুমি কিনতে পারবে তা হলো– অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। আর একজন আলেমের কাছ থেকে সবচেয়ে দামী যে সওদাটি তুমি কিনতে পারো তা হলো– তুমি মানুষের সাথে মিশবে এবং তারাও তোমার সাথে মিশবে।

* তুমি যদি আল্লাহ ﷻ-র একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে তোমার শরীর, বিবেক, ধারণা, কল্পনা, ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারো, তবে তুমি সৌভাগ্যবান।

* যে ব্যক্তি তার প্রিয় জিনিষের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে, সে যেন এখন তার অপ্রিয় বিষয়ের শেষ সীমানার অপেক্ষা করে। তবে আল্লাহ ﷻ-র প্রিয় বান্দাগণ এর বিপরিত করেন। তদের শেষ সীমানা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশ।

* প্রতিটি মানুষই তার নিজের ঘরের শাসনকর্তা। কেননা, এখানে কেউ তাকে করবে না অপমান, কেউ তাকে দেবে না বাঁধা, কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি করবে না তাকে লাঞ্ছিত এবং কোনো কৃপণ তাকে দেবে না ফিরিয়ে।

* সর্বোত্তম দিন হলো যে দিনটি তোমার ধৈর্যকে বাড়িয়ে দেয়, তোমাকে ইলম দান করে, তোমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তোমাকে সঠিক বুঝ ও দৃঢ়তা দান করে।

* সুন্দর পরিসমাপ্তি, সত্য কথন, নেক আমল, জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে দূরে থাকার নামই হলো–তাওফীক।

* ক্ষমতা হলো দুগ্ধপান কালের মিষ্টতা ও দুধ ছাড়ানোর সময়ের তিক্ততার মতো। ক্ষমতা থেকে অপসারণের চিন্তাই তো ক্ষমতার আনন্দকে মাটি করে দেয়। কারণ, ক্ষমতার মসনদ যে ঘূর্ণায়মান।

* দুনিয়ার আনন্দগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি হলো– প্রিয় ব্যক্তির সাথে সফর করা, অপ্রিয় ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা, কষ্টদানকারী মানুষ থেকে নিরাপদ থাকা এবং সফলতার চিন্তা করা।

* দুনিয়া অধিক সহজলভ্য হয় যখন তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। কারণ, প্রয়োজনীয় বস্তুটি যখন খুব সস্তা হয় তখন আর তার প্রয়োজন অনুভব হয় না।

* সৌভাগ্য হলো– যখন তুমি মন কে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারো, আর সফলতা হলো যখন তুমি কাজের ফল পাওয়া শুরু করো।

* ওই ব্যক্তি কিভাবে মাল জমা করে রাখে, যার রব আছেন। যিনি সবকিছু নির্ধারণ করে দেন, গোনাহ ক্ষমা করেন, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন, রিযিক দেন, সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তার হাতেই তো রয়েছে সব জিনিষের চাবিকাঠি।

* لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ও নেক কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতিত) (এর অর্থ হলো) কোনো ইচ্ছা, কোনো শক্তি, কোনো পৃষ্টপোষকতা, কোনো সাহায্য, কোনো মুক্তি, কোনো সহায়তা, কোনো ক্ষমতা মহান আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহ ব্যতিত অর্জন হয় না।

* তোমার প্রভুর কথা ভেবে দেখো, কতবার তুমি তার কাছে হাত পেতেছো, আর তিনি তোমাকে দিয়েছেন। কতবার তুমি তাকে অনুসন্ধান করে করেছো, আর তিনি তোমাকে ভালোবেসেছেন। কতবার তুমি হোঁচট খেয়েছ আর তিনি তোমামে ক্ষমা করেছেন। কতবার তুমি (কত বিষয়কে) কঠিন করে ফেলেছো আর তিনি তাকে তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কতবার তুমি তাকে ডেকেছ আর তিনি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

* (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ)– আর কে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয় যখন তাকে ডাকে। (সূরা নমল: ৬২) অতঃপর তিনি তার বিপদাপদ দূর করেন, যে জিনিষ তাকে নিঃশেষ করে দেয় তিনি তা অপসারণ করে দেন। সে যা আশা করে তিনি তাকে তা দান করেন।

* তোমার মর্যাদার মাধ্যমে সদাচরণের বিখারীদের উপর সদকা করো। তাদেরকে মুক্তির স্থানে নিয়ে এসো। যদিও তারা তোমাকে গালিগালাজ করে অথবা কস্ট দেয়। কারণ, এর বিনিময় তুমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে পাবে।

* আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। তাদের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং তাদের প্রভু। তাদের রাসুল হলেন সমস্ত রাসুলদের সরদার। তাদের ধর্ম হলো সমস্ত ধর্ম থেকে উত্তম। তারা হলো সর্বশ্রেষ্ট জাতি এবং তাদের জীবন ব্যবস্থা হলো সবচেয়ে সুন্দর জীবন ব্যবস্থা।

* يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ) عَلَيْهِمْ –অর্থ তারা যে কোন শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। (সূরা মুনাফিকুন: ৪) (এই আয়াতের অর্থ হলো) তারা মৃত্যুর পূর্বে মারা যায়। আগমনী বিপর্যয়ের শঙ্কায় শঙ্কিত থাকে। কোনো বস্তুর সামান্য নাড়াচাড়ার শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। কারণ তাদের অন্তর সমূহ আল্লাহর ভয় থেকে শূন্য এবং শয়তানী থাবায় ছিন্নভিন্ন।

* হয়তো সফর থেকে তোমার বিলম্বে ফেরাটা তোমার জন্য কল্যাণকর। হয়তো স্ত্রী থেকে বঞ্চিত থাকাটা তোমার জন্য বরকতময়। হয়তো চাকুরীচ্যুত হওয়াটা তোমার জন্য মঙ্গলময়। কারণ তিনি গোপনীয় সববিষয় জানেন, যা তুমি জানো না।

* আপতিত দূর্ভোগটি তোমার জন্য না ভোলা সবকের মতো হয়ে থাকে। আগত মসিবতটি তোমার স্মৃতিতে খুদিত হয়ে থাকে। তাই এগুলোই তোমার স্মৃতিতে বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল।

* যে ব্যক্তি সাময়িক প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আগ্রহী হয় এবং উত্তম প্রশংসা ও উপকারী জ্ঞানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী (জীবনের জন্য) চেস্টা করে না, সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো হিম্মত নেই।

* فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ–তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। (সূরা বাকারা: ১৫২) যদি আল্লাহ ﷻ-র স্মরণের এটা ব্যতিত অন্য কোন ফায়দা নাও থাকতো, তথাপি তোমার প্রভু তোমাকে স্মরণ করবে এটুকুই তো যথেষ্ট হয়ে যেতো। ও হে মর্যাদা, নেতৃত্ব, গৌরব ও সম্মানের অধিকারী! তুমি (আল্লাহর স্মরণ থেকে) কোথায় সরে আছো?

* সুসংবাদ তোমার জন্য! (তুমি কি জানো?) পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। এটা গুনাহ সমূহকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাপাচারকে উত্তমরূপে অপসারণ করে এবং তোমাকে পুত:পবিত্র বানিয়ে দেয়। যাতে তুমি তোমার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে পারো।

* আমাদের মাঝে কিছু মানুষ আছে যারা অন্ধ মাছের ন্যায়। যারা মনে করে সে বুঝি সাগরে আছে। অথচ তার অবস্থান ছোট্ট একটি চৌবাচ্চায়। আমাদের কতকের অবস্থাও অনুরূপ। কেননা, আমরা জন্মেছি ঈমানের পৃথিবীতে (যা অনেক বিস্তৃত)। অথচ আমরা নিজেদেরকে আবদ্ধ করে নিয়েছি কেবল আক্রমণ, ভয়-ভীতি, শত্রুতা ও মনমালিন্যের পাহাড় সমূহের মাঝে।

* দুনিয়ার সুখ-শোভা উপভোগের একটি চূড়ান্ত মাপকাঠি তোমার কাছে থাকা উচিত। যেমন তুমি বসবাসের জন্য ঘর, কাজের জন্য উপযুক্ত পেশা, আরোহণের জন্য গাড়ি ইত্যাদির আশা করে থাকো। (এটা ঠিক আছে) । কিন্তু লালসার দুয়ারকে পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিও না। কারণ, এটা দূর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনতে পারে না।

* প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাড়াবাড়ি করো না। বিশেষ করে যখন কারো সাথে কোন বিষয়ে শর্ত ব্যতিত প্রতিযোগিতা করো এই প্রত্যাশায় যে, তুমিই জয়ী হবে।

* যে কোন তালাই অচিরেই খুলে যাবে। যে কোন গিটই অচিরেই ছুটে যাবে। অচিরেই দূরত্ব ঘুচে যাবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। তবে এর জন্য অপেক্ষা করো নির্ধারিত সময়ের।

* وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ–ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। এই দুটি বস্তু হলো জীবনের জ্বালানী, সফরের পাথেয়, আশা আকাঙ্খার দরজা ও স্বস্তির চাবি। যে ব্যক্তি ধৈর্যকে সর্বদার জন্য আবশ্যক করে নেয় এবং নামাযের উপর পরিপূর্ণভাবে যত্নবান হয়, তাকে শুভ সকাল, স্পষ্ট বিজয় ও নিকটবর্তী সাহায্যের সুসংবাদ দাও।

* বেলাল رضي الله عنه-কে প্রহার করা হয়েছে, কষ্ট দেওয়া হয়েছে, উত্তপ্ত বালুতে টানা হেঁচড়া করা হয়েছে, এরপরও সে 'আহাদ, আহাদ' শব্দকেই বারবার পুনরাবৃত্তি করেছে। কেননা, তিনি তো قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ মুখস্ত করেছিলেন।

কিন্তু যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন, তখন (দুনিয়াতে) যত কষ্ট-যাতনা সয়েছিলেন, সেগুলোকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতে লাগলেন। কারণ, প্রাপ্ত পণ্যটি (জান্নাত) যে মূল্য (কষ্ট-যাতনা) থেকে হাজার গুণ দামি।

* সৌভাগ্যের বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, বক্রতার ব্যাধী থেকে অন্তর নিরাপদ থাকা। যেমন (কিছু বক্র বিষয় হলো) কাউকে সন্দেহ করা। কারো প্রতি ক্ষোভ রাখা, ইত্যাদি।

* মানুষের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো সে-ই যার মাঝে মানুষকে ক্ষমা করার গুণ প্রবল।

* خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ –'গ্রহণ করো যা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং কৃতজ্ঞ থাকো'। [সূরা আ'রাফ : ১৪৪]

তোমার কাছে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট হও। তোমার অংশের উপর তুমি খুশি থাকো। যতটুকু মেধা আছে তা কাজে লাগাও। শক্তি-সামর্থ কল্যাণকর কাজে ব্যয় করো। আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো।

* তোমার পুরো দিনটাই যেন শুধু পড়াশোনা কিংবা চিন্তা-ফিকির অথবা লেখালেখি বা কোন বিষয় মুখস্ত করার পেছনে ব্যয় না

হয়। বরং সবকাজ থেকেই কিছু কিছু সম্পাদন করো। প্রতিটি কাজের শ্রেণি বিন্যাস করে নাও। এভাবে তুমি মানসিক সুখ ও স্বস্তি অনুভব করতে পারবে।

* পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই তো তোমার ২৪ ঘন্টার টাইম ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করছে। তাই প্রতি ওয়াক্তের সালাতকে উপকারী কাজ সমূহের মধ্যে গণ্য করো।

* বান্দার কল্যাণ তাতেই নিহিত, যা তার রব তার জন্য নির্ধারন করেছেন। কারণ, তিনি তার সম্পর্কে অধিক জানেন। তার আপন মায়ের চেয়েও তিনি তার প্রতি বেশি দয়ালু। তাই বান্দার কাজ হলো তার রবের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর সমীপেই অর্পণ করা।

* বান্দা তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুণ জানতে পারে না যে অদৃশ্যের ওপারে কি আছে। তাই সে সব জিনিষের বাহ্যিক রূপটুকুই সে শুধু দেখে। কারণ, অদৃশ্যের জ্ঞান তো তার রবের কাছেই আছে। কত কষ্ট-মেহনত, কত বালা-মসিবত উত্তম দানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই বলি, কল্যাণকর বিষয়াদি অপছন্দনীয় বস্তুসমূহের মাঝেই লুকিয়ে থাকে।

সংসার সুখের হয় স্বামী- স্ত্রীর গুণে

* স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের নম্র ও বন্ধুসুলভ আচরণে সংসার সুখের হয়।

* ভাই! তুমি তোমার স্ত্রীর ভালো গুণগুলো দেখো। বোন! তুমিও তোমার স্বামীর ভালো গুণগুলোই দেখো। তাহলে দেখবে, তোমাদের সংসার সুখে-শান্তিতে ভরে গেছে।

* স্ত্রী, ঘর, সুস্থতা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ যার কাছে আছে, উন্নত জীবনের যাবতীয় উপরণই যেন তার কাছে আছে। তার উচিত সর্বদা আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

* যার সন্তনাদি অবাধ্য, স্ত্রী ঝগড়াটে, প্রতিবেশী কস্ট দেয়, সে কীভাবে সুখে থাকতে পারে?

* স্বামী-স্ত্রী দুজনার একজন রেগে গেলে অপরজন চুপ থাকবে। দুজনই দুজনার ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃস্টিতে দেখবে। কারণ, কোনো মানুষই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

مَنْ ذَا الَّذِيْ مَا سَاءَ قَطّ • وَمَنْ لَه الْحُسْنِي فَقَطْ

এমন কে আছে যে কখনও করেনি ভুল? এমন কে আছে যে শুধুমাত্র কল্যাণেরই অধিকারী।

مَنْ ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلُّها • كفى المرء نُبلاً أنْ تُعدَّ معايبُهْ

কে এমন আছে যার গোটা চরিত্র নিস্কলুষ? যার দোষ গণনা করা যায় (অর্থাৎ, যার দোষ গুণের তুলনায় কম হয়) তার মহত্বতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহর উপর ভরসা করো, সুখি হবে

* ভরসা করো আল্লাহ ﷻ-র উপর। তারই হাতে সোপর্দ করো সকল বিষয়। সন্তুস্ট থাকো তাঁর হুকুমের প্রতি। তোমার জন্য তিনিই যথেস্ট- এই আস্থা রাখো তাঁর উপর।

* আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য যা স্থির করে রেখেছেন, খুশি থাকো তা নিয়েই। কারণ, তোমার জানা নেই যে, কল্যাণ কিসে নিহিত। কখনও কখনও কঠিনতা সহজতা থেকেও শ্রেয় হয়।

* অস্থিরচিত্তের ডাকে সাড়া দেন কে? ডুবন্তকে রক্ষা করেন কে? বিপদ-আপদ থেকে আমাদের মুক্তি দান করেন কে? তিনি আল্লাহ। শুধুই আল্লাহ।

وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ عُيُوْنُهَا • نَمْ فَالْحَوَادِثُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ

যখন তোমার উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্যের দৃষ্টি পড়ে, তখন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। কেননা, তখন যা ঘটবে তা সবই নিরাপদ।

উপদেশের ফুলদানি

* বিনম্র হও। অন্যের সঙ্গো নম্র আচরণ করো। নিজের সঙ্গোও নম্র আচরণ করো। কারণ, বিনয় ও নম্রতা জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

* পৃথিবীতে সুখের সন্ধান লাভে মরিয়া হয়ো না। মনে রেখো, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আর কোথাও প্রকৃত সুখ নেই। কারণ, দুঃখ-কষ্ট, ফেতনা-ফাসাদ ও সমস্যা-সংকটে ভরা এই জগত-সংসার।

* ফরয-ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে যারা বিশ্রামের জন্য তাড়াহুড়া করে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের আযাবের জন্যই তাড়াহুড়া করে। প্রকৃত আরাম তো পাওয়া যায় নেক আমলে, অন্যের কল্যাণ সাধনে এবং আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে সময় বের করার মাঝে।

* যে কোনো সমস্যা সমাধানে স্থিরচিত্ত ও সংকল্পে দৃঢ় হও। মনে রেখো, জীবনে সুখী হতে হলে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দঘন ও কাজে লাগাতে হলে সংকল্পে সুদৃঢ় হওয়ার বিকল্প নেই।

* পড়াশোনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে স্থিরচিত্তে ভাবো। বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করো। এস্তেখারা করে সিদ্ধান্ত নাও এবং গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকো। দেখবে, নষ্ট হবে না তোমার সময়; জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাও হবে সহজ।

* আমাদের সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, মৃত্যু সর্বদাই আমাদের মাথার উপর ঘুরছে। যে কোনো সময় সে সামনে এসে হাজির হতে পারে। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমরা কোনো বিপদে না পড়লে আল্লাহ ﷻ-র কথা কিংবা এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভাবি না।

* সম্পদের প্রাচুর্যতা ও দারিদ্রতা– এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা ভালো। কারণ, তুমি যদি ধন-সম্পদ পেয়ে তা যথোপযুক্ত খাতে, দক্ষতা ও উদারতার সাথে ব্যয় করতে না পারো, তাহলে তোমার জন্য প্রাচুর্য কামনা করা অনুচিত। কেননা, এ প্রাচুর্য তোমাকে কুপথে চলতে প্রলুব্ধ করবে। পক্ষান্তরে দারিদ্রতা কামনা করাও তোমার জন্য সমীচীন নয়। কেননা, তা তোমাকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে।

* অখ্যাত দরিদ্র স্বীয় আদর্শে অটল ব্যক্তি; সে ওই বিত্তবান বিখ্যাত ব্যক্তির চেয়ে অধিক সুখী, যে তার আদর্শে অবিচল নয়।

* প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ো না। কারণ, প্রতিশোধ পরায়ণ ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের তুলনায় নিজেই বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

* গুনাহ করো না এবং আল্লাহ ﷻ-র যিকির থেকে গাফেল থেকো না। তাহলে বহু অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে।

* ব্যক্তির মূল্যায়ন তার কর্ম, আদর্শ ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। তাই তোমার জন্য সমীচীন হলো, প্রতিটি জিনিসের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুপাতে প্রত্যেককে মূল্যায়ন করা।

কাজ করার মূলনীতি

* যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত কাজ করে, তার আগ্রহ-উদ্দীপনা অটুট থাকে এবং যে একই সময় অনেক কাজ করে তার তুলনায় সে বেশি কাজ করতে পারে ।

* নিয়মানুবর্তিতা ও সকল কাজে নিয়মতান্ত্রিকতার সুফল সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে।

* একই সময়ে একসঙ্গে সব কাজ করতে যেও না। এতে হতাশা, নৈরাশ্য ও বিরক্তি তোমার ওপর ভর করে বসবে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। বরং তোমার কাজগুলোকে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে ভাগ করে নাও এবং একই সময়ে একটিমাত্র পর্যায় বা স্তরের কাজ করো। দেখবে, সবকিছুই সহজে সমাধান হয়ে গেছে।

* কাজের মাধ্যমে 'আজ' কে সফল করে তোলা, ভাবনা ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করা এবং অযথা রাগ পরিহার করা– এ গুণগুলো তোমাকে পৌঁছে দেবে সৌভাগ্যের রাজপথে।

* যখন অনেকগুলো কাজ সামনে থাকবে, তখন তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুসারে পর্যায়ক্রমে কাজগুলো সম্পাদন করবে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রথমে সম্পাদন করবে, অতঃপর লঘুতরটি।

* কাজকে সহজ মনে করলেই সহজ হয়। আখেরাতের চিন্তাকেই একমাত্র চিন্তারূপে গ্রহণ করো। আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। যাবতীয় অনর্থক কথা-কাজ পরিহার করো।

* অনর্থক কথা-কাজ পেরেশানী বাড়ায়। বেশি কথা বলা, বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো, মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা এবং বেশি হাসা– এ সবই পেরেশানীর কারণ।

হও মধ্যমপন্থী

* মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। কারণ, সুখ ও সৌভাগ্য মধ্যমপন্থায় নিহিত।

মধ্যমপন্থার রকমফের নিম্নরূপ–

১.এবাদতে মধ্যমপন্থার অর্থ হলো, এতো বেশি নফল এবাদত না করা যা শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, এতে এবাদতের ধারাবাহিকতা ও আগ্রহ বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার এতোটা উদাসীনও হতে নেই, যাতে নফল এবাদত একেবারেই করা না হয় কিংবা ফরয এবাদতে অবহেলা সৃষ্টি হয়।

২.খরচের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থার অর্থ হলো– প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করে অপচয়কারী নামে অভিহিত না হওয়া। টাকা-পয়সা এমনভাবে ব্যয় না করা, যা অভাব ও দরিদ্রতা বয়ে আনে। আবার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় না করে কৃপণের তকমাও গ্রহণ না করা।

৩.চরিত্রের মধ্যমপন্থার অর্থ হলো– কঠোরতা ও কোমলতার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা। সবসময় হাসি-তামাশাও করা যাবে না, আবার মুখ ভার করেও রাখা যাবে না।

মনে রেখো, ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন, উপার্জনে হালাল উপায় গ্রহণ ও কথায় মিথ্যা পরিহার করণ–উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও মানসিক অস্থিরতা দূর করে।

রুটিন মেনে চলো
তালিকা তৈরী করো

* সময়কে সুন্দরভাবে ভাগ করে নাও। একটি ছোট্ট নোটবুক সবসময় পকেটে রাখো। তাতে নিজের কাজকর্মের সিডিউল লিখে রাখো। স্মরণীয় কিংবা বিশেষ কিছু তাতে টুকে রাখো।

* অস্থিরতা, জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার কারণে বোকা বনে যেতে হয় মূলত শৃঙ্খলা ও নিয়ম কানুন মেনে না চলার কারণে। তাই এর সমাধান হলো তোমার একটি ভারসাম্যপূর্ণ রুটিন থাকবে। এবং সেটি তুমি পুরোপুরি মেনে চলবে।

* যদি তুমি প্রতিদিনেই ভাল একটি রুটিনকে ফলো করো এবং সেগুলোর বিবরণ তোমার ডায়রীতে লিখে রাখো, তাহলে দেখবে এক সপ্তাহ পর সুন্দর কিছু চিন্তা-চেতনা দ্বারা ভরপুর একটি তালিকার মালিক হয়ে গেছো। যা তোমাকে পুলকিত করবে।

* সারা দিন একই কাজে ব্যয় করবে না। বরং অল্প অল্প করে সকল কাজই সম্পন্ন করো। যাবতীয় কাজ রুটিন মোতাবেক সম্পাদন করার চেষ্টা করো। এতে নিজের ভেতর চাঞ্চল্য ও কর্মস্পৃহা অনুভব করবে।

* দুশ্চিন্তা, বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচতে, মানসিক অস্থিরতা এড়াতে প্রত্যেকেরই উচিত নিজের কাজকর্ম ও সময়ের একটি সুন্দর রুটিন

তৈরি করে নেওয়া। এক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও বিরতিসহ কাজের রুটিন প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

* এখনই তোমার রুটিনের উপর আমল করা শুরু করে দাও। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার রুটিনের উপর আমল করতে বিলম্ব করেছে, সে তার সৌভাগ্যের সময় থেকে অনেক ঘন্টাকে, অনেক দিনকে এমনকি অনেক মাসকে (অযথা) নষ্ট করেছে।

* তুমি আনন্দদায়ক কাজের একটি তালিকা তৈরি করে রাখতে পারো। তুমি কি কারও সঙ্গো সাক্ষাৎ করে, কোনো স্থানে বেড়াতে গিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে আনন্দ পাও? তা হলে সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখো। এক সপ্তাহ পর দেখবে, তোমার সেই তালিকা আনন্দদায়ক কাজ ও পরিকল্পনার সুবিস্তৃত এক মানচিত্র তোমার সামনে তুলে ধরছে।

* আনন্দদায়ক কাজের তালিকা প্রস্তুত করার পর তা পালনে অভ্যস্ত হও এবং এর পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকো। এ কাজ তোমার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে।

সৌভাগ্যের পরশ পাথর

* কেউ তোমাকে কষ্ট দিলে তাকদীরের কথা স্মরণ করো। ক্ষমাকে প্রাধান্য দাও। সহনশীল হও। মনে মনে ভাবো যে, ধৈর্যের সাওয়াব পাবে; তুমি মাজলুম সে জালিম। মাজলুমের দোআ কবুল হয়। অতএব, তুমি তার চেয়ে সৌভাগ্যবান।

* যে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করে, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, তার প্রতি আল্লাহ ﷻ সন্তুষ্ট, সে-ও আল্লাহ ﷻ-র প্রতি সন্তুষ্ট।

* আল্লাহ ﷻ-র রহমত অফুরন্ত। তাঁর দরজা সব সময় উন্মুক্ত। তাঁর ক্ষমা সীমাহীন। তাঁর দান সর্বাদাই অবারিত। তিনি তাওবা কবুল করেন। তাঁর সহনশীলতা ধারণার অতীত।

* পেরেশান হয়ো না। কেননা, তাকদীরের ফায়সালা অটল-অবিচল। তাতে যা লেখা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন হবেই। কলম শুকিয়ে গেছে। কাগজ গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিদান পাবে। গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

* নেক আমল করো। আশা কম করো। মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকো। আজকের দিন অতিবাহিত করো। আগামীকাল এখনও আসেনি। নিজের কাজ সম্পাদন করো। যামানাকে জানো। জবানের হেফাজত করো।

* তোমার সাহস, ধৈর্য ও উদ্যম যে মাত্রার হবে, ইতিহাস তেমনই রচিত হবে। উচ্চ মর্যাদা এমনিই পাওয়া যায় না। যোগ্যতা থাকলেই কেবল তা পাওয়া যায়; অনেক ত্যাগের বিনিময়ে তাকে লাভ করতে হয়।

* لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ 'যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও'। (সূরা হাদীদ : ২৩) অতএব, আক্ষেপ-আফসোসে ডুবে থেকো না। কেঁদে কেঁদে অবস্থা খারাপ করো না। চিৎকার-চেঁচামেঁচি করো না; এতে কোনো লাভ নেই।

* يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ ﷻ-ই যথেষ্ট।' (সূরা আনফাল : ৬৪) আল্লাহ ﷻ-ই তোমার পথ প্রদর্শন করবেন। তোমাকে হেফাজত করবেন। তোমাকে রক্ষা করবেন। অতএব, ভয় পেও না।

এসো শুনি, কোরআনের বাণী

* وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 'আল্লাহ সর্বাধিক দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ : ৬৪) তিনি রোগ থেকে মুক্তি দেন। গুনাহ মাফ করেন। রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দোষত্রুটির উপর পর্দা ফেলেন। ক্ষমা করেন। তিনি অতিশয় সহনশীল ও দয়ালু।

* فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا 'আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী।' (সূরা ইউসুফ : ৬৪) অনুপস্থিতকে হেফাজত করেন। ভিনদেশীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনেন। পথহারাকে পথ দেখান। বিপদগ্রস্তকে মুক্তি দান করেন। অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন। দুঃখ-কষ্ট দূর করেন।

* وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا 'আল্লাহর উপরই ভরসা করো।' (সূরা মায়েদা : ২৩) সবকিছু তাঁর কাছেই সোপর্দ করো। নিজের অবস্থা তাঁর কাছেই ব্যক্ত করো। তাঁর আশ্রয় ও তত্ত্বধানে আশ্বস্ত থাকো।

* فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ 'অচিরেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন।' (সূরা মায়েদা : ৫২) বন্ধ তালা খুলে দেবেন। ভারী বোঝা সরিয়ে দেবেন। কষ্টকর দীর্ঘ রাতের সমাপ্তি ঘটাবেন। বক্ষ উন্মুক্ত করবেন। অবস্থা ভালো করে দেবেন।

* لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا 'তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় বের করে দেবেন।' (সূরা তালাক : ১) তখন পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। দুশ্চিন্তা মিটে যাবে। উদ্বিগ্নতা কেটে যাবে। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

* كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ‘তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন।’ (সূরা আর রাহমান : ২৯) তিনি দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। গুনাহ মাফ করেন। রিযিক দান করেন। অসুস্থকে সুস্থ করেন। বিপদগ্রস্তকে মুক্তি দান করেন। বন্দীকে মুক্ত করেন। ভাঙ্গাকে জোড়া লাগান।

* لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ‘বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।’ (সূরা তওবা : ৪০) তিনি আমাদেরকে দেখছেন। আমাদের কথা শুনছেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করেন। মুশকিল আসান করেন। ভয়ংকর বিষয় দূর করেন।

* أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ‘আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি’ (সূরা ইনশিরাহ : ১) অতএব, তুমি কেন সংকীর্ণমনা হবেন?

* لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ‘আর তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করো না।’ (সূরা নাহল : ১২৭) আমি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবো। তাদের কষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবো। অতএব, সংকীর্ণমনা হয়ো না।

* ‘আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না।’ কেননা, শরীয়ত ও আকীদা-বিশ্বাসে তোমরা অনেক উঁচু। জীবনাচার ও জীবনপদ্ধতিতে তোমরা অনেক উন্নত। ভিত্তি, মূলনীতি, আখলাক-চরিত্র, চাল-চলন, আচার-আচরণ সবকিছুতেই তোমরা উন্নত।

* لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ‘আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।’ (সূরা ইউসুফ : ৮৭)তাঁর সাহায্য অতি দ্রুতই আসবে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অত্যন্ত ব্যাপক।

* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ‘নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৫) দারিদ্রতার সঙ্গে ধনাঢ্যতা। অসুস্থতার পর সুস্থতা। পেরেশানীর পর প্রশান্তি। সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা। বন্দিত্বের পর স্বাধীনতা। ক্ষুধার পর পরিতৃপ্তি।

* سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 'আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দান করেন।' (সূরা তালাক : ৭) বেড়ি খুলে যাবে। রশি ছিঁড়ে যাবে। দরজা উন্মুক্ত হবে। বৃষ্টি বর্ষিত হবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসবে। অবস্থা ভালো হয়ে যাবে।

* فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 'অতএব, ধৈর্য ধারণই এখন আমার পক্ষে শ্রেয়।' (সূরা ইউসুফ : ১৮) কারণ, অবস্থার পরিবর্তন হবে। আত্মা শান্তি পাবে। বক্ষ উন্মুক্ত হবে। সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। গিঁঠ খুলে যাবে। সঙ্কট দূর হয়ে যাবে।

* تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ 'তুমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর ভরসা করো, যাঁর মৃত্যু নেই।' (সূরা ফুরকান : ৫৮) তা হলে তোমার অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। মন খুশি হবে। সম্পদের হেফাজত হবে। পরিবারের কল্যাণ হবে। পরিণাম ভালো হবে। আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হবে।

* حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।' (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩) তিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন। বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করেন। গুনাহ মাফ করেন। অন্তর পরিশুদ্ধ করেন। দোষত্রুটির উপর পর্দা ফেলেন।

* إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 'নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।' (সূরা ফাতহ : ১) তোমাকে হেদায়েত দিয়েছি। নির্বাচন করেছি। হেফাজত করেছি। সম্মানে ভূষিত করেছি। সকল পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ করেছি।

* 'আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।' অতএব, কোনো শত্রু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। কোনো অবাধ্য তোমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কোনো হিংসুক তোমার উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। কোনো শত্রু তোমার উপর প্রভাব বিস্তার

করতে পারবে না। কোনো জালিম তোমার উপর জুলুম করতে পারবে না।

* وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 'তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।' (সূরা নিসা : ১১৩) তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রিযিক দান করেছেন। শিক্ষাদান করেছেন। বোধশক্তি দিয়েছেন। হেদায়েত দান করেছেন। পথ প্রদর্শন করেছেন। আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাকে হেফাজত করেছেন। সাহায্য করেছেন। তোমার খোঁজ-খবর রেখেছেন।

* وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 'যে কোনো নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' (সূরা নাহল : ৫৩) চেহারা-সুরত, আকার-আকৃতি, রিযিক, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হেদায়েত, নিরাপত্তা, সুস্থতা, আগুন, পানি, বাতাস, খাদ্য, ঘরবাড়ি, কাপড়-চোপড় সবকিছুই আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।

* عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا 'আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করেছি।' (সূরা আ'রাফ : ৮৯) তাঁর দীনের উপর ঈমান এনেছি। তাঁর রাসুলের অনুসরণ করেছি। তাঁর আনুগত্য করেছি। তাঁর কথা শুনেছি। তাঁর দাওয়াত কবুল করেছি। অতএব, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। পেরেশানীর কিছু নেই।

* وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ 'সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য।' (সূরা নূর : ২৬) অর্থাৎ পবিত্র কথা, নেক আমল, অনুপম চরিত্র এবং সচ্চরিত্রা স্ত্রী– নেককার লোকদেরই লাভ হয়। যাতে এ সম্মিলনের ফলে সুখ, সম্পর্ক ও ভালোবাসা পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে।

* وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ 'যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪) (তারা মুহসিন, অনুগ্রহকারী) যারা মনের গোস্বা

মনেই দাফন করে, শত্রুতা-বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকাশ করে না, বরং প্রতিশোধ গ্রহণের কামনা থেকে জোর করে নিজেকে বিরত রাখে।

* وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 'আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪) -(ও মুহসিন, অনুগ্রহকারী) যারা দয়া, উদারতা ও ক্ষমার পরিচয় দেয়। সহানুভূতির আচরণ করে। নিজেদের শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। অর্থাৎ কেবল নিজেদের রাগ সংবরণই করে না, বরং ক্ষমা ও সহানুভূতির আদর্শ গ্রহণ করে।

* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ বস্তুত আল্লাহ মুহসিন তথা সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪) যারা শত্রুর সঙ্গেও অনুগ্রহের পরিচয় দেয়। ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও দানশীলতার দ্বারা শত্রুদেরকেও সাহায্য করে। শত্রুরা এদের উপর জুলুম করে আর এরা জুলুমের পরিবর্তে তাদের উপর অনুগ্রহ করে।

আরো কিছুক্ষণ কোরআনের স্পর্শে

* وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে।' (সূরা হজ : ৪০)

* أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ 'আমি কি তাকে চক্ষুদ্বয় দান করিনি?' (সূরা বালাদ : ৮) যার দ্বারা সে সৃষ্টিজগতের খোলা ডায়েরি পড়বে; সৌন্দর্যের রূপ অবলোকন করবে; চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখবে এবং নিজের দৃষ্টিকে জীবনের রঙে রঙিন করবে।

* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ '[আমি কি তাকে] জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় দান করিনি?' (সূরা বালাদ : ৯) যার দ্বারা সে মনের ভাব প্রকাশ করবে।

* لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেবো।' (সূরা ইবরাহীম : ৭) তোমাদের ইলম বৃদ্ধি করে দেবো। বোধশক্তি বাড়িয়ে দেবো। তোমাদের রিযিকে বরকত দান করবো তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে; কল্যাণ লাভ করবে।

* وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 'তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।' (সূরা লুকমান : ২০) বিশিষ্ট-সাধারণ, দ্বীন-দুনিয়া, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, দক্ষতা-যোগ্যতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আত্মা ইত্যাদি সমস্ত নেয়ামতই তোমাদের দিয়েছেন।

* وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ 'আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পন করছি।' (সূরা মু'মিন : ৪৪) আমি আমার যত অভিযোগ তাঁর কাছেই করি। নিজের অবস্থা তাঁর কাছেই বর্ণনা করি। তাঁর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করি। তাঁর উপর ভরসা করি। তাঁর হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকি। তাঁকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করি।

* اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু।' (সূরা শূরা : ১৯) বান্দা যখন তাঁর অভিমুখী হয়, তখন তিনি রিযিক দান করেন। দুর্ভিক্ষে তাকে সাহায্য করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা করেন। অসুস্থ হলে সুস্থতা দান করেন। মসিবতে পড়লে তা থেকে মুক্তি দান করেন।

* لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (সূরা যুমার : ৫৩) তাঁর দরজা বন্ধ নয়। তাঁর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়নি। তাঁর দয়া শেষ হয়ে যায়নি।

* أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?' (সূরা যুমার : ৩৬) তিনি তাঁর বান্দাদের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে যথেষ্ট। বান্দাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করেন।

* فَابْتَغُوا عِندَ اللهِ الرِّزْقَ ‘কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর।’ (সূরা আনকাবুত : ১৭) ভাণ্ডার তাঁরই কাছে। কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনিই দানশীল, দাতা, বিজয় দানকারী ও সর্বজ্ঞানী।

* وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ‘আর যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।’ (সূরা তাগাবুন : ১১) তার কষ্ট দূর করে দেন। গুনাহ মাফ করে দেন। গোস্বা খতম করে দেন। পথ আলোকিত করে দেন এবং তাকে পথপ্রদর্শন করেন।

* اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ‘তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর।’ (সূরা মায়েদা : ১১) তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, তিনি তোমাদের ধনী বানিয়েছেন। তোমরা মূর্খ ছিলে, তিনি তোমাদের ইলম দান করেছেন। তোমরা দুর্বল ছিলে, তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন।

* ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।’ (সূরা মু’মিন : ৬০) আল্লাহর দিকেই হাত প্রসারিত করো। নিজের প্রয়োজন তাঁর সামনেই পেশ করো। তাঁর কাছেই মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করো। তাঁর কাছেই রিযিক কামনা করো। নিজের অবস্থা তাঁরই কাছে বর্ণনা করো।

* اللهُ الصَّمَدُ ‘আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।’ (সূরা ইখলাস : ২) আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক তাঁকেই কামনা করে। সমস্ত মানুষ যাবতীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ঢঙে তাঁকেই আহ্বান করে।

* ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ‘এটা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু।’ (সূরা মুহাম্মাদ : ১১) তিনি তাদের পথ আলোকিত

করেন, হেদায়েত দান করেন, মূর্খতা ও গোমরাহী থেকে রক্ষা করেন।

* فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ 'অতএব, এখন তোমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা বাকারা : ১৩৭) তিনি তাদের চক্রান্তসমূহ নস্যাৎ করে দেবেন। তাদের বাহিনী পিছু হটিয়ে দেবেন। তাদের শক্তি মিটিয়ে দেবেন। তাদের ঐক্য বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।

* فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ 'অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।' (সূরা ফাতহ : ১৮) তাদের পিপাসা নিবারণ করলেন। তাদের বুকের আগুন নিভিয়ে দিলেন। তাদের হৃদয়-প্রাণ পবিত্র করে দিলেন। তাদের আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

* ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 'মন্দের জওয়াবে তা-ই বলুন যা উত্তম।' (সূরা মু'মিনুন : ৯৬) আর তা এভাবে যে, প্রতিশোধ গ্রহনেচ্ছা ত্যাগ করো। নম্রভাবে কথা বলো। আচরণে বিনম্র হও। মন্দকে ভুলে যাও।

* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ 'তোমাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করিনি।' (সূরা ত্ব-হা : ২) বরং এ জন্য নাযিল করেছি যে, এতে তুমি খুশি থাকবে। আত্মা প্রশান্ত থাকবে। মন শান্তি পাবে। কামিয়াবীর জান্নাত ও সৌভাগ্যের ফেরদাউসে প্রবেশ করবে।

* وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 'আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।' (সূরা হজ : ৭৮) বরং ধর্ম সহজ ও সহজাত। কষ্টের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। লৌকিকতা, সংকীর্ণতা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

* وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 'আর [সেই নবী] তাদের উপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

ফলে তাদের দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্য, কষ্টের পর আরাম, ভয়ের পর নিরাপত্তা এবং দুশ্চিন্তা-পেরেশানীর পর হাসি-আনন্দ লাভ হয়েছে।

* قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي # وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।' (সূরা ত্ব-হা : ২৫-২৬) যাতে আমি আমার সামনে নূর দেখতে পাই; অন্তরে হেদায়েতের আলো অনুভব করতে পারি; হাত দিয়ে আপনার রশি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কৃতকার্য ও সফলকাম হতে পারি।

* وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى 'আমি তোমার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।' (সূরা আ'লা : ৮) যদি তুমি ধৈর্য, সহ্য, কষ্ট, সততা, একনিষ্ঠতা ও মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করেন, তা হলে তাঁর পথের তিক্ততাও মিষ্টতায় পরিণত হয়ে যাবে।

* لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তাঁর সাধ্যতীত কোনো কাজের ভার দেন না।' (সূরা বাকারা : ২৮৬) সামর্থ্যের বাইরে কাউকে কোনো দায়িত্ব দেন না। প্রত্যেকের যোগ্যতা-দক্ষতা ও শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ীই দায়িত্ব অর্পণ করেন।

প্রতি মুহুর্তকে মূল্য দাও, হও সময় সচেতন

জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত অনেক অনেক মুল্যবান। এক মুহূর্তের সাথে যুক্ত আরেকটি মুহূর্ত। যার প্রতিটি অংশই দামি। জীবনের প্রকৃত আবেদনই হলো- প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো। তাই এই মুহুর্তগুলোকে অনর্থক কাজে বিনষ্ট করা, প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হওয়া এবং বেকার বিষয়াদি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়।

(সময়ের মূল্য বোঝাতে জনৈক জ্ঞানী সুন্দর কিছু উপমা দিয়েছেন– যদি এমন কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতো– যা প্রতিদিন তোমার একাউন্টে দিনের সেকেন্ডের হিসাব মতে ৮৬৪০০ টাকা জমা করে। কিন্তু ব্যাংকটির নীতি হলো, দিন শেষে তোমার একাউন্টে যা থেকে যাবে–যা তুমি ব্যবহার করতে পারোনি তা ব্যাংক কেটে নেয়। ব্যাংক তোমাকে অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো আরেকদিনের জন্য রেখে দেওয়ার অনুমিত দেয় না এবং তোমাকে আগামী দিনের টাকা আজ তুলে নেওয়ারও অনুমতি দেয় না। তা হলে তুমি কী করবে? অবশ্যই প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তোমার একাউন্টে থাকা প্রতিটি পয়সা তুমি তুলে নিতে চাইবে!

তোমার কি জানা আছে– আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একটি ব্যাংক আছে– সেটা হলো সময়। সে প্রতিনি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তোমাকে ৮৬৪০০ সেকেন্ড দেয়। দিন শেষে যে

সেকেন্ডগুলো তুমি কোনো গঠনমূলক ফলদায়ক কাজে ব্যবহার করতে পারোনি সেগুলো হারালে।

- একটি বছরের মূল্য জানতে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করো– যে পরীক্ষায় ফেল করেছে!
- একটি মাসের মূল্য জানতে একজন মাকে জিজ্ঞেস করো– যিনি অষ্টম মাসে সন্তান প্রসব করেছেন!
- একটি সপ্তাহের মূল্য জানতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে জিজ্ঞেস করো!
- একটি দিনের মূল্য জানতে একজন দিনমজুরকেকে জিজ্ঞেস করো– যে দশটি সন্তান লালন পালন করে!
- একটি ঘন্টার মূল্য জানতে একজন নববধূকে জিজ্ঞেস করো– যে বাসর রাতে স্বামীর অপেক্ষায় থাকে!
- একটি মিনিটের মূল্য জানতে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো– যে রেলগাড়ি ফেল করেছে!
- একটি সেকেন্ডের মূল্য জানতে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো– যে অল্পের জন্য সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে!
- এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগের মূল্য জানতে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো– যে অলিম্পিক খেলায় রূপার মেডেল পেয়েছে! – [সংগৃহীত- অনুবাদক])

ফুলেল জীবন

* মনে রেখো, প্রত্যেক সমস্যার সাথে রয়েছে সমাধানও। অশ্রুর পর রয়েছে হাসির ঝিলিক। দুঃখের কালো মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত। আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশে আলোকিত হবে আঁধার রাত, শেষ হবে বিপদের সিলসিলা।

* যখন পেরেশানীর মুখোমুখি হও এবং একের পর এক পেরেশানী চেপে বসতে থাকে, তখন কালিমায়ে তাইয়েবার যিকির করো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

* পরিত্যাগ করো– রুচিহীন পত্রিকা-ম্যাগাজিন, নগ্ন ছবি, বাজে চিন্তাচেতনা, অশ্লীল সাহিত্য, কুরুচিপূর্ণ গল্প-উপন্যাস। পড়তে পারো– ইসলামী পত্রপত্রিকা, উপকারী বইপুস্তক, দরকারী প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

* জীবনের যে অংশ অল্পেতুষ্টির সাথে যাপিত হয়েছে তা মূল্যবান। জীবনের যে অংশ আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি ও আত্মিক প্রশান্তির মাঝে কেটেছে তা মহামূল্যবান। কিন্তু জীবনের যে অংশ লোভ-লালসা ও দুনিয়া তালাশে অতিবাহিত হয়েছে, তা বেকার।

* নিরাশাকে মন থেকে বিদায় দাও। ব্যর্থতার চিন্তা মাথায় জায়গা দিও না। সাহসী হও। আশাবাদী থাকো। মনে রেখো, জীবনের কিছু মুহূর্ত আর মিনিটের সমন্বিত রূপই হচ্ছ তুমি। তাই পিঁপড়ার মতো পরিশ্রমী হও। ধৈর্য ও অবিচলতা অবলম্বন করো। জীবনের কোনো পর্যায়ে নিরাশ হয়ো না। মনে রেখো, ইতিহাস শেষ হরফ জানে না এবং বিবেক কোনো বস্তুর পরিসমাপ্তির অনুমোদন দেয় না। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে এর হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের পথে সময় ব্যবহার করো। অত্যন্ত মূল্যবান মূলধন এই সময়। একে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাও এবং এর কদর করতে শেখো।

* আমাদের জীবনটাকে তুলনা করা যায় একটা দেহের সাথে। দেহে যদি কোনো কঠিন ব্যাধি ধরা পড়ে, তবে অপারেশনের মাধ্যমে তা ঠিক হয়ে উঠতে পারে। তদ্রূপ জীবনের উপমা হতে পারে বিল্ডিংয়ের সাথে। বিল্ডিং যদি পুরণো হয়ে যায়, তবে যথাযথ সংস্কারে তা পরিপাটি হতে পারে। রং-চং দিয়ে তাকে দেয়া যেতে পারে নতুন এক রূপ।

* যদি ঝুঁপড়ি ঘর হয় তোমার নিবাস; কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র এবাদত হয় তোমার পাথেয়। সালাত হয় তোমার বন্ধু। রোযা হয় তোমার সঙ্গী। তবে সুরম্য প্রাসাদে যাদের বসবাস, সুখ-সাচ্ছন্দ্য যাদের নিত্য সঙ্গী–তুমি তাদের চেয়ে উত্তম।

* দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহের আচরণ করো, সুখ পাবে। অভাবীদের অভাব পূরণ করো, সুস্থতা লাভ হবে। শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন কোরো না, ভালো থাকবে।

* টাকা-কড়ি, বিত্ত-বৈভবের মাঝে সুখের তালাশ করো না। কারণ, প্রকৃত সুখ হৃদয়ের স্বস্তি, আত্মার প্রশান্তি, অল্পেতুষ্টি, সৎকর্ম, উত্তম চরিত্র, সুদৃঢ় মানসিকতা ও প্রয়োজনমাফিক জীবনোপকরণের মাঝেই নিহিত।

* সাতে সাত :

১. সুখের স্বাদ রয়েছে ঈমানে

২. চোখের প্রশান্তি রয়েছে নামাযে

৩. অন্তরের নিরাপত্তা রয়েছে তকদীরের উপর সন্তুষ্টিতে

৪. মনের শান্তি রয়েছে অল্পেতুষ্টিতে

৫. চেহারার সৌন্দর্য রয়েছে হাস্যোজ্জ্বলতায়

৬. আব্রুর হেফাজত রয়েছে পর্দায়

৭. হৃদয়ের প্রশান্তি রয়েছে আল্লাহর যিকিরে।

* হারাম গান-বাদ্য শোনা, অশ্লীল নাটক-সিনেমা দেখা– তোমার জীবনে অস্থিরতা ও পেরেশানীর দুয়ার খুলে দেবে। তোমার জীবনকে নৈরাশ ও ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেবে। এগুলো থেকে প্রাপ্ত সুখ কখনোই প্রকৃত সুখ নয়। তাই এগুলো অবশ্য পরিত্যাজ্য।

* তুমি যদি তোমার কথাকে যিকির, নীরবতাকে ফিকির এবং দৃষ্টিকে উপদেশ বানাতে পারো–তাহলে প্রকৃত সুখ ও স্বস্তি লাভ করতে

পারবে। তোমার আগমন মানুষের মনে পুলক জাগাবে। তুমি যেখানেই যাবে, মানুষ তোমাকে স্বাগত জানাবে। সবাই তোমার স্তুতি গাবে এবং তোমার কল্যাণ কামনা করবে। তুমি অনুভব করতে পারবে, প্রকৃত সুখ কেবল অর্জনের মাঝেই নিহিত নয়; বরং আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে হাজারো হারাম বিসর্জনের মাঝেই রয়েছে চির আরাধ্য সুখের দেখা।

* তুমি যদি বেশি রিযিক পেতে চাও তবে বেশি বেশি তওবা-এস্তেগফার করো। কারণ, রসুলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি তওবা-এস্তেগফার করে, আল্লাহ ﷻ তার জীবনের সমস্ত দুঃচিন্তা দূর করে দেন। এবং তাকে সব ধরণের সংকট থেকে মুক্তি দান করেন।'

* তোমার পেরেশানীর কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না; তবে হ্যাঁ, সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে পারো, যিনি তার সুচিন্তিত পরামর্শ, হিম্মত বৃদ্ধিকারী কথাবার্তা ও উপদেশের মাধ্যমে তোমার দুঃখ ও বেদনায় শরীক হবেন। যিনি তোমার দুঃখকে আনন্দে, পেরেশানীকে আয়েশে এবং নৈরাশ্যকে সৌভাগ্যে বদলে দেবেন।

* পৃথিবীর দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ সবই সাময়িক। তোমার চাওয়ার সবটুকু তুমি এখানে পাবে না। তাই অভাবের সময় সবর করো এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় শোকর আদায় করো।

* দুঃখবেদনায় হয়ো না কাতর। মুছে ফেলো চোখের জল। মনে রেখো, এ জগত সংসারে তুমি প্রথম ব্যক্তি নও, দুঃসময়ের তীর যাকে যখম করেছে। জীবনের মানচিত্রে তুমি একক ব্যক্তি নও, দুঃখবেদনা যার সঙ্গী হয়েছে। তোমার সমস্যা, আর তোমার কস্ট-যাতনা নয় নতুন কোনো বিষয়।

* তাকওয়া– দুঃখ-বেদনা ও দীর্ঘস্থায়ী পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায়। তাকওয়া– কল্যাণকর সবকিছুর উৎসমূল। মনে রেখো,

বিপদ-আপদের আগমন আমাদের গুনাহের নতীজা স্বরূপ, সমস্যা-সংকট আমাদের বদআমলের পরিণতি স্বরূপ। তওবার পানি পেলে তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র পথ ছেড়ে বিপথে চলে, তাকে অবশ্যই তার ভুলের মাশুল দিতে হয় এবং দিতে হয় শরীয়তে এলাহীর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনের খেসারত।

* কৃত্রিম হোক অথবা প্রাকৃতিক, নৈরাশ্যের সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখো। নৈরাশ্যের অস্তিত্বই ভুলে যাও। দৃষ্টি শুধু সাফল্যের উপর নিবন্ধ রাখো। দেখবে, কখনও ব্যর্থতার মুখ দেখতে হবে না।

* ইতিবাচকভাবে চিন্তা করো। বিশেষত যেদিন তোমাকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়। সম্ভবনা আছে যে, পরবর্তী দিন তোমার জন্য খুশি ও কামিয়াবীর পয়গাম নিয়ে আগমন করবে।

* জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোর দিকে তাকিয়ো না। সৃষ্টির অসংখ্য রূপসৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে তৃপ্ত হও।

* এক মুহূর্তের সাথে অপর মুহূর্ত যুক্ত এবং প্রত্যেক মুহূর্তের মূল্য ও দাম আছে। জীবনের প্রকৃত আবেদনই হচ্ছে এই যে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কাজে লাগানো হয়।

* আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকো। কারণ, আল্লাহ থেকে দূরত্বের ফল বড়ই তিক্ত হয়ে থাকে। এতে জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-সৌন্দর্য– সব ভালো গুণ বরবাদ হয়ে যায় এবং সবকিছু পরিণত হয় দূর্ভাগ্য ও ব্যর্থতায়। মনে রেখো, আল্লাহ ﷻ মা-বাবার চেয়েও বেশি মেহেরবান। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র কাছেই তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করো। তাঁর বড়ত্বের ঘোষণা করতে থাকো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করো। তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে

তাঁর শোকর আদায় করো। তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করো এবং তাঁর রসুলের সুন্নত অনুসরণ করো।

* যে কাজ সম্পাদন তোমার সাধ্যানুকূলে নয়, তা নিয়ে অযথা ভেবো না। কাজের পরিধি এতো বাড়িও না, যা তুমি সামাল দিতে পারবে না। একথা চিন্তা করে দুঃখ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই যে, দুনিয়ার অনেক কাজ তুমি আঞ্জাম দিতে পারোনি; বরং তোমাকে মনে রাখতে হবে, অনেক বড় বড় ব্যক্তি পরিপূর্ণতার চূড়ান্তে পৌঁছতে পারেননি।

* প্রকৃত মোমিন ব্যক্তি কখনো হতাশা ও হীনমন্যতার শিকার হতে পারে না। তাই বিপদ-আপদের পালাবদল যদি তোমার মানসিক স্বস্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতা ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। কেননা, একমাত্র তিনিই পারেন সকল বিপদাপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে।

হে আল্লাহ

* 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে অপরাধী করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই।' (সূরা বাকারা : ২৮৬) অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

* 'কিংবা [যদি আমরা] ভুল করে ফেলি।' (সূরা বাকারা : ২৮৬) তখনও আমাদের ক্ষমা করুন। কেননা, আমরা নিষ্পাপ নই। আমরা গুনাহ থেকে নিরাপদ নই। তবে আপনার দয়া ও অনুগ্রহের প্রার্থী।

* 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর বোঝা অর্পণ করবেন না।' (সূরা বাকারা : ২৮৬) কেননা, আমরা দুর্বল। আমরা অসহায়।

আপনিই তো আমাদেরকে দোআা করতে শিখিয়েছেন। অতএব, আমাদের দোআা কবুল করুন।

* 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' বরং আমাদের জন্য আসানীর ফায়সালা করুন।

* 'আমাদের ক্ষমা করুন।' আমরা গুনাহগার। আমরা অনবরতই ভুলত্রুটি ও অন্যায়-অপরাধ করে যাই। পক্ষান্তরে আপনি মহান দাতা। অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

* 'আমাদের পাপ মোচন করুন।' কেননা, একমাত্র আপনিই গুনাহ মাফ করেন। আপনিই দোষত্রুটি গোপন রাখেন। আপনিই গুনাহগারদের ক্ষমা করেন। একমাত্র আপনিই তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করেন।

* 'আমাদের উপর রহম করুন।' (সূরা বাকারা : ২৮৬) আপনার রহমতেই আমরা সৌভাগ্য অর্জন করি। আপনার রহমতেই আশাবাদীদের আশার প্রদীপ আলোকিত হয়। একমাত্র আপনার রহমতেই আমাদের আমল কবুল হয় এবং আমাদের অবস্থা ভালো হয়।

* নৌকার আরোহীরা যখন ভয় পেয়ে যায়, তখন তারা সমস্বরে ডেকে বলে 'হে আল্লাহ!' মুসাফির যখন পথ হারিয়ে ফেলে, তখন আল্লাহ ﷻ-কে ডেকে বলে 'হে আল্লাহ!' অসুস্থ ব্যক্তি যখন সংকীর্ণমনা হয়ে পড়ে, তখন তার জবান থেকে বেরিয়ে আসে 'হে আল্লাহ!'

عَسَاكَ تَرْضَى وَكُلُّ النَّاسِ غَاضِبَةٌ • إِذَا رَضِيْتَ فَهَذَا مُنْتَهَى أَمَلِيْ

আমি চাই আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। যদি পৃথিবীর সব মানুষ আমার উপর রুষ্ট থাকে (তাতে কিছু যায় আসে না

আমার)। যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে এটাই আমার পরম পাওয়া।

كمْ نطلبُ الله في ضُرٍّ يحِلُّ بِنا • فإنْ تولَّتْ بلايانا نَسِيَناهُ

কতবারই না বিপদগ্রস্ত হয়েছি আল্লাহর সাহায্য চেয়েছি। কিন্তুবিপদ কেটে যাওয়ার পর তাঁকে ভুলে গেছি।

نَدْعُوْهُ فِي الْبَحْرِ أنْ يُنْجِيْ سَفِيْنَتَنَا • فَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الشَّاطِيِ عَصَيْنَاهُ

সাগরের বুকে আমাদের জলযান রক্ষায়ও ডেকেছি তাকে। কিন্তু নিরাপদে তীরে পৌঁছার পর তার নাফরমানী করেছি।

وَنَرْكَبُ الْجَوَّ فِيْ أَمِنٍ وَفِي دَعَةٍ • وَمَا سَقَطْنَا لِأَنَّ الْحَافِظَ اللهُ

(বিমানে) নিরাপদে ও শান্তিতে আমরা আকাশ উড়ি; কিন্তু পড়ে যাই না। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষক।

রকমারি ফুলের ডালি

* সুন্নাতকে আবশ্যক করে নাও। প্রবৃত্তি পূজারী ও বিদআতী হয়ো না। সবকিছুই সহজ করো। কোনো কিছুই কঠিন করবে না। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি কিংবা কড়াকড়িতে যাবে না।

* অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকো। অসন্তুষ্টি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর আগমন-পথ। এতে মন বিক্ষিপ্ত ও জীবন অগোছালো হয়ে পড়ে।

* সন্তুষ্টির ফলে অন্তরে প্রশান্তি আসে। এতে সুখ, শান্তি ও আরাম আছে। সন্তুষ্টির ফলে অন্তর সংকীর্ণতা-পেরেশানী, নৈরাশ্য-হতাশা ও আফসোস-অনুশোচনা থেকে নিরাপদ থাকে।

* যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তার অন্তর ঈমানের নূর, ইয়াকীন, মহব্বত, অল্পেতুষ্টি, সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তায় ভরপুর থাকে।

* ওহে অন্ধজন! তোমার চোখ চলে গেছে তো কী হয়েছে? বিনিময়ে জান্নাত পাবে। অন্তরে দূরদর্শিতার নূর পয়দা হবে। মন্দ, নিষিদ্ধ ও অবৈধ বস্তু দেখা ও তার পেরেশানী থেকে বেঁচে গেছো তুমি।

* ওহে অসুস্থজন! ইনশাআল্লাহ সুস্থতা লাভ করবে। অসুস্থতার ফলে তোমার গুনাহ মাফ হবে। তুমি গুনাহ থেকে পবিত্র হবে। তোমার অন্তর শাণিত হবে। তোমার ভেতরে বিনয় আসবে। অহংকার দূর হয়ে যাবে।

* এক টুকরো রুটি, এক ঢোঁক পানি, একটি চাদর, কয়েকটি দিন ও রাত– এই তো জীবন। তারপরই কবর। কবর ধনী-গরীব সকলের জন্যই সমান।

* নতুন দিনের আগমন ঘটলে তাকে খোশআমদেদ বলো। সাদরে গ্রহণ করো। তার হক আদায় করো। অর্থাৎ ফরয আদায় করো। ওয়াজিব অনুযায়ী আমল করো। তাওবা নবায়ন করো। সর্বোপরি গুনাহের মাধ্যমে দিনটিকে ময়লাযুক্ত করা থেকে বিরত থাকো।

* দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতার ঝুলি; জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রতিটি দিন থেকে জীবনের একটি শিক্ষা গ্রহণ করো। জ্ঞানীদের জন্য দীর্ঘ জীবন বরকতস্বরূপ।

* জীবনে কিছুটা ভয়েরও প্রয়োজন আছে। তা হলে তুমি নিরাপত্তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে; দোআর প্রতি উৎসাহ বোধ করবে। এই ভয় তোমাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে।

* অল্প-স্বল্প অসুস্থতারও প্রয়োজন আছে। তা হলে তুমি সুস্থতার মূল্য বুঝতে পারবে; অহংকারের মূলোৎপাটন হবে; গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হবে।

* জীবন এমনিতেই খুব সংক্ষিপ্ত। অতএব, মন্দাচারের মাধ্যমে একে আরও সংক্ষিপ্ত করে ফেলো না।

* বন্ধুর সংখ্যা এমনিতেই খুব কম। অতএব, তিরস্কার-ভর্ৎসনার মাধ্যমে সে সংখ্যা আরও হ্রাস করো না।

* শত্রুর সংখ্যা এমনিতেই খুব বেশি। অতএব, দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে সে সংখ্যায় আরও বৃদ্ধি ঘটিও না।

* মৌমাছির মতো হও; যে পবিত্র বস্তু খায় এবং পবিত্র বস্তু উৎপাদন করে। কোনো ফুলের উপর বসলে তাকে থেতলে দেয় না। কোনো কলির উপর বসলে তার কোনো ক্ষতি করে না।

* ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে। তা হলে ওই অন্তরে শান্তি কীভাবে আসতে পারে, যেখানে প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের কুকুর স্থান করে নিয়েছে?

* ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্র এড়িয়ে চলো। সেখানে দীনকে অত্যন্ত সস্তা মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মর্যাদার অবমূল্যায়ন করা হয়।

সোনালী কথামালা

* সামনে এগিয়ে চলো। সামনে অগ্রসর হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। যামানা অতিবাহিত হচ্ছে। সূর্য আপন গতিতে এগিয়ে চলছে। চাঁদ তার ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছে। বাতাস বয়ে চলছে। অতএব, তুমি কেন থেমে থাকবে? অনবরত সামনে এগিয়ে চলো। জীবনের কাফেলা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না।

* 'আর দ্রুত ধাবমান হও।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৩) উন্নতির জন্য মেহনত করো। সাহায্য ও সফলতা সোনার পাত্রে এনে তোমার সামনে পরিবেশন করা হবে না। বরং তার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করতে হবে। রক্ত ঝরাতে হবে। রাত্রিজাগরণ করতে হবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কষ্ট-ক্লান্তি, বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত সবই ভোগ করতে হবে।

* কর্মী লোকের ঘাম বসে থাকা ব্যক্তির মেশ্‌কের চেয়েও শ্রেয়। মেহনতী মানুষের মুখের আওয়াজ বেকারদের গানের সুরের চেয়েও সুন্দর। ক্ষুধার্তদের রুটি ধনীদের চর্বিযুক্ত খাবারের চেয়েও সুস্বাদু।

* শ্রেষ্টত্ব ও অনন্যতা– বংশ-উপাধি, আর্থিক সঙ্গতি কিংবা শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। বরং তার জন্য প্রয়োজন অসামান্য ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, উঁচু হিম্মত ও উচ্চ মানসিকতা।

* তোমার একক সিদ্ধান্তে কোনো কাজ করবে না। পরামর্শ করে নাও। দু' জনের পরামর্শ একজনের সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম।

* যে মানুষকে চিনতে পারে, সে শান্তি পায়। অতএব, মানুষের প্রশংসায় খুশি হয়ো না এবং তাদের নিন্দা ও সমালোচনায় বিরক্তি বোধ করো না। কেননা, মানুষ খুব দ্রুত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে আবার খুব দ্রুতই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। মূলত এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃত্তিই বেশি ভূমিকা পালন করে।

* এমনটি কখনোই ভেবো না যে, অসুস্থতা তোমার লক্ষ্যে পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এমন আছেন, যারা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন, অথচ তাদের অনেকেই ছিলেন অন্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মূলত এর সম্পর্ক হিম্মতের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে নয়।

* খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ ﷻ তোমাকে কিছু দান করবেন না, কিন্তু সেটাই তোমার জন্য দানে পরিণত হয়ে যাবে। তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না, বরং তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু সেটাই

তোমার জন্য দয়া ও অনুগ্রহ বলে প্রমাণিত হবে। কেননা, তোমার ভালো-মন্দের ব্যাপারে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন, তুমি নন।

* যখন কোনো সঙ্কটে পতিত হবে, তখন তাকে বৃষ্টি বর্ষণের পূর্ববর্তী গুমোট আবহাওয়া বলে মনে করবে। তারপরই বৃষ্টি বর্ষিত হবে। জীবনে বৈচিত্র আসবে। দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

* যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সুখী নয়, সে অন্য কোথাও সুখে থাকতে পারে না। আত্মার প্রশান্তি ও মনের অনন্দ ঘরেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

* শিক্ষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা স্থায়ী হয়। বিশেষভাবে শিক্ষক ও লেখকের। প্রসিদ্ধি ও পদের বড়ত্ব তো হচ্ছে ছায়া ও স্বপ্নের ন্যায়, যা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়।

সুবাসিত পাপড়ি

* সবচেয়ে উত্তম পথ মসজিদের পথ। সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা ঘরের রাস্তা। সবচেয়ে উত্তম আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে সেজদা করার আকাঙ্ক্ষা।

* সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত শোনা, হুযূরে কল্বের সাথে যিকির করা, হালাল সম্পদ ব্যয় করা, বিশুদ্ধ ভাষায় ওয়াজ করা– এগুলো আত্মার খোরাক ও মনকে আবাদ রাখার মাধ্যম।

* উত্তম চরিত্র– চেহারার লাবন্যতা, চোখের কৃষ্নতা ও কপোলের সজীবতা থেকেও সুন্দর। কারণ, বাহ্যিক সৌন্দর্যের তুলনায় ভেতরগত সৌন্দর্য বহুগুণ শ্রেয়।

* কল্যাণকর কাজ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। বিবেকের দেয়াল পদস্খলন থেকে হেফাজত করে। অভিজ্ঞতার দোঁরা [চাবুক] হাজারও ওয়াজ-নসীহত থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

* এমনটি কখনোই ভেবো না যে, জীবন কারও জন্য পরিপূর্ণ হয়েছে। কারও ঘর আছে তো গাড়ি নেই। কারও পয়সা আছে তো স্ত্রী নেই। কারও খাওয়ার চাহিদা আছে কিন্তু খাবার নেই। কারও খাবারের অভাব নেই, কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি নেই। জীবন এমনই।

* মসজিদ আখেরাতের বাজার। বই জীবনের বন্ধু। নেক আমল কবরের সঙ্গী। উত্তম চরিত্র সম্মানের মুকুট। দয়া সবচেয়ে সুন্দর পোশাক।

* রাগান্বিত অবস্থায় কোনো ফায়সালা করো না। তা হলে লজ্জিত হবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

* মানুষের কাছ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানের আশা করবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের সম্মান করবে। নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যকে দোষ দিও না। মানুষের কাছ থেকে মূল্যায়ন পেতে হলে প্রথমে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করো।

* কুঁড়ে ঘরে বসবাসকারীর জন্য কুঁড়ে ঘর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কারণ, সুরম্য প্রাসাদও একদিন ভেঙ্গে যাবে। পুরোনো কাপড় পরিধানকারীর জন্য পুরোনো কাপড় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কেননা, রেশমের কাপড়ও একদিন ছিঁড়ে যাবে।

* পাখির আহার তার বাসায় উড়ে আসে না। বাঘের খাদ্য তার ঝোঁপে পৌঁছে না। পিপড়ার খাবার তার গর্তে থাকে না। সবাই-ই খাবারের খোঁজে বের হয় এবং মেহনত করে। তা হলে তুমি কেন ঘরে বসে থাকবে? তুমিও তাদের মতো বের হও, অনুসন্ধান করো, মেহনত করো।

* তুমি যদি তোমার রবের না-ফরমানী না করে থাকো, কারও উপর জুলুম না করে থাকো, তা হলে প্রশান্তচিত্তে ঘুমিয়ে যাও। কারণ, তোমার শ্রম স্বার্থক। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তোমার কোনো শত্রু নেই।

* মোবারকবাদ তার জন্য, যিনি ঘুমালে মানুষ তার জন্য দোআ করে। ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে ঘুমালে মানুষ তার জন্য বদদোআ করে। সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যাকে মানুষ মন দিয়ে ভালোবাসে। ক্ষতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তি, যার উপর মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করে।

* যদি দুনিয়ার আদালতে ন্যায় বিচার না পাও, তা হলে তোমার মোকদ্দমা আখেরাতের আদালতে দায়ের করো। সেখানকার সাক্ষী হবেন ফেরেশতাগণ আর বিচারক হবেন সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক মহান আল্লাহ ﷻ।

* পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গা। পবিত্রতা গুনাহ দূর করে। ভুলত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে।

* সুখের বিদ্যায় শুধু পাঠগ্রহণ ও দৃষ্টিভঙ্গিই যথেস্ট নয়। বরং সে অনুযায়ী আচার-আচরণ, আমল গঠন ও চেষ্টা-মেহনতও জরুরি।

* মাছি অনেক সময়ই বাঘের পিছনে লাগে এবং তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাঘ তাকে গুরত্ব দেয় না। তার দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। কারণ, তার লক্ষ্য ভীন্ন। সে আপন লক্ষ্যে মনোযোগী।

* যারা সবকিছুতেই খুঁত বের করে, তাদের থেকে দূরে থাকো। কেননা, তুমি তাদের সামনে গোলাপ পরিবেশন করলেও তারা তাতে কাঁটা দেখবে। তুমি তাদেরকে পানি দিলে তারা তাতে তৃণ খুঁজে বের করবে। তুমি তাদের সামনে সূর্যের প্রশংসা করলে তারা সূর্যের প্রখরতার অভিযোগ করবে।

* তুমি কি প্রকৃতপক্ষেই সুখী হতে চাও? তা হলে সুখকে তুমি দূরের কোনো বস্তু মনে করো না। সুখ তোমার ভেতরেই আছে।

তোমার নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সুন্দর ধারণা, দৃঢ় সংকল্প ও কল্যাণে ভরপুর মনেই সুখ আছে।

* সুখ এমনই এক সুগন্ধি, যা তেমার আশেপাশে বিতরণ করলে তুমিও তার কিছু অংশ অবশ্যই পাবে।

* বহু মানুষ মনে করে– প্রতিটি আনন্দই শেষ হয়ে যায় আর প্রতিটি কষ্টই স্থায়ী হয়। অর্থাৎ তারা আনন্দকে ক্ষণস্থায়ী আর দুঃখ-কষ্টকে চিরস্থায়ী বলে ধারণা করে।

* জীবনের প্রকৃত সুখ খুবই মূল্যবান। তবে তা কেবল উপযুক্তরাই লাভ করে থাকে।

* আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা গাইরুল্লাহকে দিনে একশ' বারের চেয়ে বেশি ভয় করি। কোনো কাজে দেরি হয়ে গেলে ভয়। ভুল করে ফেলার ভয়। তাড়াহুড়ার ভয়। অমুকের রাগের ভয়। অমুকের সন্দেহের ভয়। এ ধরণের শত শত ভয় আমাদের অন্তরে ছেয়ে থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের কাজে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করি না।

ক্ষুদ্র গল্প, বিরাট শিক্ষা

* এক শিকারী একটি ঘুঘুকে ফাঁদে আটকে ফেললে ঘুঘুটি গান গাইতে শুরু করল। শিকারী জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি তোমার গান গাওয়ার সময়? না কান্নার?' ঘুঘু জওয়াব দিল, 'সর্বদা স্বাধীনতার অপেক্ষায় আছি, তাই গাইতে শুরু করেছি।'

* এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বাদশাহর কাছে যান না কেন? গেলে তো বাদশাহ আপনাকে স্বর্ণের থলে

হাদিয়া দিতেন!' জ্ঞানী লোকটি উত্তর দিলেন, 'আমার ভয় হয়! যখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তখন আমার মাথা কেটে সেসকল থলের কোনো একটিতে রেখে আমার স্ত্রীর নিকট হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করবেন কি না।'

অঝরা পুষ্প

* তুমি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনো, বুলবুলির গান শোনো না? রাতের অন্ধকার দেখো, চাঁদ-তারার সৌন্দর্য অবলোকন করো না? মৌমাছির হুলের অভিযোগ করো, তার মধুর মিষ্টতার কথা মনে রাখো না?

* তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমার দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিন, তা হলে ছোট-বড় সকল মাখলুক থেকে আশা ছিন্ন করে একমাত্র তাঁরই কাছে আশা রাখো এবং তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করো।

* তুমি যদি তোমার প্রভুর আনুগত্য করো, বিদ্যমান নেয়ামতের উপর সন্তুষ্ট থাকো, হারানো বস্তুর জন্য ধৈর্য ধারণ করো, তা হলে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে; কাঙ্ক্ষিত সকল বস্তু লাভ করতে পারবে।

* প্রকৃত সুখ হচ্ছে– তাড়াহুড়া না করা, অধিক আশা না করা এবং ভয়কে উপেক্ষা করা।

* উত্তম হচ্ছে তোমার দুনিয়াবী চাহিদারও একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা। উদাহরণস্বরূপ, চাকুরি, থাকার ঘর, আরোহণের জন্য গাড়ি। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কামনার দরজা খুলে দেওয়া নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক।

* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ 'নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা বালাদ : ৪) এ হচ্ছে মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধান। এতে কোনো রকমের পরিবর্তন হবে না। মানুষকে সর্বাদাই চেষ্টা-মেহনত ও কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে থাকতে হবে। অতএব, বাস্তবতা মেনে নিয়ে জীবনকে সে অনুসারে ঢেলে সাজাতে হবে।

* যে ব্যক্তি তার দিনকে খেল-তামাশা আর ক্রীড়া-কৌতুকে কাটিয়ে দেয়, সে মনে করে আমি আনন্দ উপভোগ করছি, জীবনের স্বাদ অনুভব করছি। অথচ সে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সবকিছুকেই সমান চোখে দেখছে। এর মূল্য তাকে পরিশোধ করতে হবে ধারাবাহিক দুশ্চিন্তা, কষ্ট-ক্লেশ ও পেরেশানীর মাধ্যমে।

* অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে মুক্তি লাভ করো। এমনকি তোমার পকেটে কিংবা অফিসে অতিরিক্ত কাগজও তোমার জন্য এক বোঝা। ক্ষতিকরও বটে।

* নিজেকে সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখো। যতবেশি সম্ভব নিজের সম্ভাবনাকে চিন্তা-ভাবনা ও প্রত্যয়ের সাথে কাজে লাগাও। মনে রেখো, অলসতা বিরক্তি বাড়ায়।

* যে কাজ সম্পন্ন হয়নি, তার জন্য হতাশা বোধ করো না। তোমার জানা উচিত যে, বড়দের কাজ সাধারণত পুরোপুরি সম্পন্ন হয় না। বহু মানুষ মনে করে, নিজেদের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে না পারলে তারা সুখী হতে পারবে না। বিষয়টি আসলে এমন নয়। বরং তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাও এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকো।

* মোকাবিলা ও চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। বিশেষ করে যখন তুমি সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে আশ্বস্ত না হবে।

* জোর করে অনুভূতি গোপন করো না। এতে আনন্দ মরে যায়। বরং যথোপযুক্ত পন্থায় নিজের অনুভূতি প্রকাশ করো। এতে নফ্সের উপর চাপ পড়বে না।

* নিজের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করে, সে তার আনন্দের বহু সময় নষ্ট করে ফেলে। মনে রেখো, বিষয়টি এমন নয় যে, একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলার পর আর কখনোই তা থেকে ফিরে আসা যাবে না বা তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না।

* যখন কোনো কাজ শুরু করতে চাইবে, তখন নিজের মূল্য ও অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করো। সাথে সাথে হেকমতের এই বাণীটিও স্মরণে রাখো– 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর রহম করেন, যে নিজের মূল্য জানে।' উদাহরণস্বরূপ, তোমার বয়স এখন পঞ্চাশ। তুমি এ সময় ব্যায়াম করতে চাও। তা হলে তুমি হাঁটো, সাঁতার কাটো বা এ জতীয় অন্য কোনো ব্যায়াম করো। কিন্তু তুমি ফুটবল খেলতে যেও না।

* নিজের ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখো। নিজের অবস্থা, যিম্মাদারী ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রাখো। যে এমনটি করে না, সে বোকামি করে। যে নিজেকে জানে না, সে তার সম্ভাবনার কথাও জানতে পারে না।

* নিজের কর্মজীবনে ভারসাম্যতা রক্ষা করো। তার একটা অংশ খালি রাখো। পুরোনোকালে গ্রিকরা বিশ্বাস করত, একজন মানুষ তার মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে পারে না, যদি না সে অবসর সময় পায়।

* এমন কোনো তালা নেই, যা খোলা যায় না। এমন কোনো জেলখানা নেই, যা ভাঙ্গা যায় না। যে দূরে আছে, সে নিকটবর্তী হতে পারে। যে হারিয়ে গেছে, সে ফিরে আসতে পারে। তবে সব কিছুরই সময় নির্ধারণ করা আছে।

* বেলাল ﵁-কে চাবুক মারা হয়েছে। বর্ণনাতীত কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে টানাহেঁচড়া করা হয়েছে। নির্মম

নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, তখন দুনিয়ার জীবনে যা কিছুই সহ্য করেছেন, তা খুবই সামান্য মনে করেছেন। কারণ, মূল্য যা পরিশোধ করেছেন, প্রাপ্তি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি পেয়েছেন।

* দুনিয়া কী? দুনিয়া কি একটি কাপড়? যদি তুমি তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দাও, তা হলে সে তোমার খেদমত করবে না। বরং উল্টো তোমার কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করবে।

দুনিয়া কি একজন স্ত্রী? যদি তার চেহারা সুন্দর হয়, তা হলে তার ভালোবাসায় তোমার অন্তর পুড়তে থাকবে।

দুনিয়া কি সম্পদ? যদি সম্পদ বেশি হয়, তা হলে সেগুলোর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে তোমাকে লেগে থাকতে হবে।

এই-ই যদি হয় দুনিয়ার আনন্দ, তা হলে তার পেরেশানী আর কাকে বলে?

* মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ওই ব্যক্তি, যে মানুষের ওজর তালাশ করে এবং তাদের যাবতীয় কথা ও কাজকে সম্ভাব্য ভালো অর্থে গ্রহণ করে। এমন ব্যক্তি নিজেও আরামে থাকে, অন্যদেরকেও আরামে রাখে।

* পরিস্থিতি যখন কঠিন আকার ধারণ করে, কষ্ট যখন বেড়ে যায়, হতাশা যখন ছেয়ে ফেলে, তখনই প্রশস্ততা ও মুক্তির জন্য অপেক্ষা করো।

فاترِكِ الحيلة في تحويلِها • إنما الحيلةُ في تَرْكِ الحِيَلْ

পরিস্থিতি বদলাতে কৌশল অবলম্বন করো না, কেননা, কোনো কৌশল না করাই প্রকৃত কৌশল।

আল্লাহ ﷻ- র সব ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত

* বান্দার জন্য আল্লাহ ﷻ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই তার কল্যাণ। কেননা, তিনি তার ব্যাপারে তার চেয়েও বেশি জানেন এবং তার প্রতি তার মায়ের চেয়েও বেশি দরদী। অতএব, বান্দার উচিত আপন প্রভুর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, সবকিছু তাঁরই হাতে সোপর্দ করে দেওয়া এবং নিজের জন্য তাঁকেই যথেষ্ট মনে করা।

* রসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গো মানুষ যে আচরণই করেছে, ফলাফলের দিক থেকে থেকে তা কল্যাণকরই হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ফলে তা জিহাদের কারণ হয়েছে; আল্লাহ ﷻ-র সাহায্যলাভ ও আল্লাহ ﷻ-র পথে কুরবানী দেওয়ার মাধ্যম হয়েছে। গাযওয়া ও যুদ্ধগুলো তাঁর জন্য বিজয়ের কারণ হয়েছে। সে সকল যুদ্ধে যেসব ঈমানদারগণ শহীদ হয়েছেন, তাঁরা জান্নাতের হকদার হয়েছেন। যদি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত না হত, তা হলে মহা কল্যাণ ও মহা সাফল্য লাভ হত না।

রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বাহ্যত বিষয়টি অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাতে কল্যাণ ও বিজয় নিহিত ছিল। কেননা, হিজরতের পরই নবীজী ﷺ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। আনসারগণ ইসলামের ছায়াতলে

এসেছিলেন। ঈমানদার ও কাফেরদের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছিল। ঈমান, হিজরত ও জিহাদের কারণেই খাঁটি ঈমানদার ও ঈমানের মিথ্যা দাবিদারদের মাঝে পার্থক্য রচিত হয়েছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ঘটনাটি তখন বাহ্যত অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু তাতেও কল্যাণ নিহিত ছিল। বদরের বিজয়ের কারণে অনেকের মাঝে আত্মগৌরব ও নিজেদের ব্যক্তিত্বের উপর এক ধরনের ভরসা জন্মে গিয়েছিল। উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে তা সংশোধন হয়েছে। অনেকেই শাহাদাতের মহা নেয়ামত লাভ করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমেই মুনাফিকদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ ﷻ তাদের ভেতরের অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনাগুলোর উপর ভিত্তি করে তুমি সেসব ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারো, যেসব অবস্থা ও ঘটনাসমূহ বাহ্যত অপছন্দনীয় হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ সমগ্র মুসলমানদের জন্য ছিল কল্যাণকর।

* ইবরাহীম ﷺ-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সেই আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে নমরূদের কবল থেকে এবং স্বজাতির চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেছিলেন। তাঁর দীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

* ফেরআউন মুসা ﷺ-র বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। এক পর্যায়ে আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য এসেছে। তাঁকে লাঠি দান করেছেন; যা তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই লাঠির মাধ্যমেই তিনি সাগরে পথ পেয়েছিলেন, যে পথে বনী ইসরাঈল ও তিনি নিজে সাগর পার হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদেরকে আল্লাহ ﷻ লাঞ্ছিত করেছেন। চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

* ঈসা ﷺ-র সঙ্গে বনী ইসরাঈল যুদ্ধ করেছিল। তাঁর মা, তাঁর কর্ম, তাঁর মিশন– সবকিছুর ব্যাপারেই প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিল। এমনকি তাঁকে হত্যাও করে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁর দুশমনদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

*আমাদের নবী ﷺ-কে ইহুদী-খ্রিস্টান-মুশরিকসহ অবিশ্বাসীরা সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাঁর বিরোধিতা করেছিল। তাঁর দাওয়াতের কাজে বাধা প্রদান করেছিল। তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করেছিল। তাঁকে গালি-গালাজ করেছিল। তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাঁর সাথি-সঙ্গীদের হত্যা করেছিল। বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছিল। তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছিল।

নবীজী সারা জীবন বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন। চতুর্মুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। আহত হয়েছেন। সামনের দাঁত শহীদ করেছেন। মাথায় আঘাত পেয়েছেন। সংকীর্ণ উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়েছেন। এমনকি সেখানে গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছেন।

উহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছেন। ক্ষুধার প্রচণ্ডতায় পেটে একাধিক পাথর বেঁধেছেন। কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

জালিমদের আত্মম্ভরিতা, অহংকারীদের অবাধ্যতা, বুদ্দুদের বেয়াদবি, ইহুদীদের চক্রান্ত, মুনাফিকদের ধোঁকাবাজি– সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় তাঁরই হয়েছে। সফলতা তাঁরই পদচুম্বন করেছে। দীনের বিজয় হয়েছে। আল্লাহ ﷻ তাঁকে সাহায্য করেছেন। সমস্ত বাতিল দল-উপদলকে পরাজিত করেছেন। সমস্ত দুশমনদের পরাজিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছেন।

আল্লাহই বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

* দেখুন, আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه কত কষ্ট করেছেন! কত নির্যাতন সহ্য করেছেন! আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

* উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه মেহরাবে রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। অথচ তিনি তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন দুনিয়াবিমুখতা, দানশীলতা ও মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

* উসমান رضي الله عنه-কে কোরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

* আলী رضي الله عنه-কে মসজিদে আকস্মিকভাবে শহীদ করা হয়েছে।

* হুসাইন رضي الله عنه-কে জুলুম করে শহীদ করা হয়েছে।

* হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাঈদ ইবনে জুবাইর رضي الله عنه-র মতো জ্ঞানী-গুণী, ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিত্বকে হত্যা করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رضي الله عنه-কে হারাম শরীফের ভিতর শহীদ করেছে।

* ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله-কে হক কথা বলার অপরাধে জেলখানায় বন্দি করা হয়েছিল। অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল।

* শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمه الله-কে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পরিবার-পরিজন, সাথি-সঙ্গী ও কিতাবাদি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

* ইমাম আযম আবু হানীফা رحمه الله-কে খলীফা আবু জা'ফর আল মানসুর বেত্রাঘাত করিয়েছিল।

* আলেমে রব্বানী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব رحمه الله-কে মদীনার গভর্নর চাবুক মারিয়েছিল।

* ইমাম মালেক ইবনে আনাস رحمه الله-কেও মদীনার গভর্নর চাবুক মারিয়েছিল।

* ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আউন (রহ.)-র মতো এত বড় আলেম ও মুহাদ্দিসকে বেলাল ইবনে আবু বুরদাহ প্রহার করেছিল।

যেসকল ব্যক্তিবর্গ ও মনীষীদেরক বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, নির্মম নির্যাতন করা হয়েছিল, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে ফেলা হয়েছিল, যদি আমি এখানে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করতে থাকি, তা হলে সে তালিকা অনেক অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে; এ পুস্তকের কলেবর বহুগুণ বেড়ে যাবে। তাই আমি তা না করে এখানে উদাহরনস্বরূপ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি। জ্ঞানীদের জন্য এ-ই যথেষ্ট।

সমাপ্ত